কুরআন-হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
ও
ডাঃ সারওয়াত জাবীন

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে
সৃষ্টি ও আবিষ্কার

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

ও

ডাঃ সারওয়াত জাবীন

এম. বি. বি. এস (ঢাকা), এফ. এম. ডি (ইউ এস টিসি),
এফসিজিপি (ঢাকা), এমপিএইচ (আরসিএইচ) নিপসম,
এমপিএইচ (এপিডেমিওলজী) ইউএনসি (ইউএসএ),
এ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন আলট্রাসাউন্ড (কানাডা)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৫৭

১ম প্রকাশ

শাবান	১৪২৬
আশ্বিন	১৪১২
অক্টোবর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

QURAN-HADITHER ALOKE SHRISTI O ABISHKAR by Prof. Mohammad Abdul Haque. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price 115: Taka .00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

পবিত্র কুরআন হলো বিজ্ঞানময়। কুরআনের বদৌলতেই বিজ্ঞানের প্রসার ও বিস্তার। আজ পৃথিবীতে যতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে বা হবে তার প্রতিটি ক্ষেত্রই কুরআনে বর্ণিত আছে। হয়তো বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণায় কোনোটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে আবার কোনোটা বুঝতে অক্ষম।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা সীমাহীন এবং অপরিসীম। কালের অগ্রগতিতে জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা উপধারা আজ জ্ঞান পারাবারের বিরাট মোহনায় মিলিত হয়ে অসীমের স্রোতে মিলিত হতে চলছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় জড়বাদ ধীরে ধীরে ভাববাদে মিশ্রিত হয়ে জ্ঞানীদের সামনে বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কালের বিজ্ঞান মহাবিশ্ব ও তার পরিমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে অহরহ ভাবছে। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও সৃষ্টির রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আজ আরও অনুসন্ধান করছেন পৃথিবীর মতো অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা। প্রথম ধাপ হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা চাঁদে অনুসন্ধান চালিয়ে বিফল মনোরথ হন। পরে মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখেন এবং আশা প্রকাশ করেন সেখানেও জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ ط. السجده : ٤

"তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশজগত, পৃথিবী ও এদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হোন।"

–সূরা আস সাজদা ঃ ৪

তাতে দেখা যায় যে, মহাবিশ্ব, আসমান ও যমীনে অনেক কিছুই আছে যা আমাদের বোধগম্য নয় বা আমরা অবগত নই। হয়তো আজ না হয় কাল অনেক তথ্য বের হয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ

تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

www.pathagar.com

فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তন যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহ আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণ, বায়ুর দিক পরিবর্তনে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৪

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○ـ التغابن : ١

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ও পরিজ্ঞাত।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১

মহাবিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনে প্রচুর ইঙ্গিত আছে যা গবেষণার দাবী রাখে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ○ـ النمل : ٨٧

"যাকিছু আসমান যমীনের রয়েছে তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বাঁচাতে চাইবেন সবাই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়।"–সূরা আন নামল ঃ ৮৭

এ আয়াতে যমীন ও আসমানে এমনসব সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে যারা প্রলয় দিবসে ভীত সন্ত্রস্ত হবে। যমীনের মানুষ যেমন সেদিন ভীতসন্ত্রস্ত হবে তদ্রূপ আকাশ জগতের অধিবাসীরাও ভীতসন্ত্রস্ত হবে। ভীত হবার পিছনে থাকে উদ্বেগ, উপস্থিতি, বুদ্ধি ও দায়িত্বানুভূতি। আসমানের এমন অধিবাসী বলতে যে শুধু ফেরেশতা হবে এমন ইঙ্গিত কুরআন প্রদান করেনি, আয়াতের ভাষা থেকে অনুমান করা চলে যে ওসব অধিবাসীরা দায়িত্বানুভূতির ব্যাপারে মানব সদৃশ কোনো জীব হবে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন যে ইঙ্গিত দিয়েছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারে অনেকটা স্পষ্ট। সম্প্রতি 'দ্য প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স'-এ প্রকাশিত হয়েছে মহাশূন্যের নক্ষত্রমণ্ডলের অর্গানিক কম্পাউন্ড বা জৈব উপাদান থেকে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। .... ক্যালিফোর্নিয়া নাসার গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক লুইস আলাম্যানডোলা এক বিবৃতিতে বলেন, বিজ্ঞানীদের ধারণা কোষের ঝিল্লি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তথা প্রমাণের উৎস রয়েছে মহাশূন্যের মধ্যে। এ আবিষ্কারের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি স্থানে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে।–ওয়াশিংটন ৩১ জানুয়ারী/রয়টার্স।

সম্প্রতি পৃথিবী থেকে ৩৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে নক্ষত্ররাজির কাছাকাছি এমন দুটি নয়া গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে জীবন ধারণের অন্যান্য উপাদান বিদ্যমান। এ গ্রহ আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু শতাব্দীর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আশা করা যায়। সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বার্কনস ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ভিজিটিং স্কলার জিওফ্রে মারসি বলেন, "কার্বনডাই অক্সাইডসহ জটিল রাসায়নিক সামগ্রী বিদ্যমান থাকার মত যথেষ্ট শীতল ওই গ্রহ। তাতে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।"

জিওফ্রে মারসির সহযোগী মিঃ বাটলার বলেন, এর ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের নীচে এমন একটি এলাকা রয়েছে যেখানে তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মিঃ মারসি আরো বলেন, গ্রহদ্বয়ের পৃথিবীর মতোই চন্দ্ররাজি রয়েছে আর তাতে প্রাণের সম্ভাবনাই উজ্জ্বল।

বিজ্ঞানের এসব মাধ্যমিক তথ্য বহু পূর্বে কুরআনের ঘোষণাকে সমর্থন জানাচ্ছে। মহাবিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى

جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۤءُ قَدِيْرٌ ○ ـ الشورى : ٢٩

"তার এক নিদর্শন নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবকুণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম।"–সূরা আশ শুরা ঃ ২৯

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, এ পৃথিবীর ন্যায় মহাবিশ্বের অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে।

মহাবিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এ সবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার গোচরীভূত।

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আধুনিক তাফসীর কারকগণ বলেন, মহাবিশ্বে আল্লাহ তাআলা আরো অনেক জগত সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং সেখানকার পরিবেশ উপযুক্ত জীবন সম্পন্ন বিদ্যমান। আকাশ লোকের নক্ষত্র, কোটি তারা-নক্ষত্র জীবন অনর্থক নয় বরং সেখানেও জীবনের অস্তিত্ব ও তাঁদের মত রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বিস্ময়ে নিপতিত করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস অন্যান্য পৃথিবীতেও তোমাদের নবীর মতো নবী আছেন, আদমের মতো আদম আছেন, নূহের মতো নূহ, ইবরাহীমের মতো ইবরাহীম ও ঈসার মতো ঈসা রয়েছেন, "যদিও ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াতেও মুতাওয়াতির রেওয়ায়াতের মর্যাদা লাভ করেনি, তবুও সে রেওয়ায়াতকেও উপেক্ষা করা চলে না। ইবনে হাজার তার ফতহুল বারী গ্রন্থে এবং ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা আলুসী তাঁর তাফসীরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ; "একে সহীহ্ মনে করে নেয়ার পথে না বিবেক-বুদ্ধিগত কোনো বাধা আছে, না শরীআতের দিক দিয়ে কোনো কারণ। এর অর্থ ছিল প্রত্যেকটি পৃথিবীতে একটি সৃষ্টি রয়েছে যা তার মূল উৎসের সাথে সম্পর্কিত যেমন আমাদের এ পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ হযরত আদমের বংশোদ্ভূত এবং প্রত্যেকটি পৃথিবীতে এমন সব ব্যক্তিও রয়েছেন যারা নিজের মধ্যে অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী যেমন আমাদের এখানে নূহ ও ইবরাহীম (আ) প্রমুখ বিশিষ্ট মর্যাদাবান। এরপর আল্লামা আলুসী আরো লিখেছেন, সম্ভবত পৃথিবী সাতটিরও বেশি হবে এবং অনুরূপভাবে আকাশজগতকেও কেবল সাতটি নাও হতে পারে। সাত একটা পূর্ণ সংখ্যা। এ সংখ্যাটির স্পষ্ট উল্লেখ একথা অনিবার্য হয়ে পড়েনি যে, পৃথিবী এ সংখ্যার বেশি হতে পারবে না।-তাফহীমুল কুরআন সূরা আলাক, টীকা, ২৩।

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে আমরা বিস্ময়াভিভূত হই, কিভাবে দেড় হাজার বছর আগে যখন মহাশূন্য জগত সম্পর্কে টলেমীর চিন্তার আবর্তে মানুষ ঘুরপাক খাচ্ছিল তখনই হাদীস মহাশূন্য জগতে প্রাণের অস্তিত্বের ইঙ্গিত প্রদান করা হলো। এমন তথ্যের সন্ধান এলো যে রাসূলের মাধ্যমে তার জ্ঞানালোকে বিচরণ করে তাঁর অনুসারীদের উক্তি মহাশূন্যের রহস্য উদঘাটন করা। যে জাতির রাসূল মহাবিশ্ব পাড়ি দিয়ে পৌছে গেলেন নূরের জগতে, যিনি শুনালেন মহাশূন্য জগতে প্রাণের স্পন্দনের কথা, সেই রাসূলের অনুসারীরা যখন বিধর্মীদেরকে মহাশূন্যে স্পুটনিক, খেয়াযান, নভোতরী পাঠাতে দেখে নির্লজ্জ প্রশান্তির সাথে গম্ভীরভাবে উক্তি করে, "আর আমাদের কাছে ওসব কিছু নতুন কিছু নয়, অমন বহু চীজের স্পষ্ট ইঙ্গিত ইশারা আমাদের কিতাব পাকে আগে থেকেই করে গেছে। তখন অমুসলিম বিজ্ঞানীরা হাসে। যে জাতির সভ্যতার বিপ্লবী বিবরণ মধ্যযুগীয় ঘুমন্ত ইউরোপকে নব জীবনের স্বপ্ন সাধনা নিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল তাদেরকে আজ বিশ্ব নেতৃত্ব লাভের জন্য বসে বসে নির্লজ্জ প্রশান্তি লাভের কোনো সুযোগ নেই।

মহাবিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে রাসূল (স)-এর মহাকাশ জগত বিজ্ঞানীদের জন্য যেমনি অমূল্য সম্পদ তেমনি সমাজে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কিত বাণী 'অস্তিত্ব বাদ' দার্শনিক মতবাদ ও মানুষের অস্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কিত রাসূলের পেশকৃত মতবাদকে অনুসরণ করছে।

বিজ্ঞানীরা ভাবছে মহাবিশ্বের কথা। এ মহাবিশ্ব অনন্তহীন। আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক এর সীমারেখা আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এক রজনীযোগে এ ধরাধাম থেকে সিদরাতুল মুনতাহাতে পৌছেন এবং আল্লাহর দীদার লাভ করেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা জানতেই বিজ্ঞানীগণ আজ উর্ধাকাশের দিকে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন নভোযান উৎক্ষেপণ করছেন কিন্তু তারা কি এর কোনো কূলকিনারা করতে পেরেছেন ? আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ - الانعام : ٥٩

www.pathagar.com

"অদৃশ্যের কুঞ্চি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যাকিছু আছে তা তিনিই অবগত তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটা পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫৯

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতো বাড়বে ততোই তারা কুরআনকে বুঝতে সক্ষম হবে এবং তা থেকে আল্লাহর হেকমতের কথা বুঝতে পারবে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি, মানব সৃষ্টি এবং একদিন পৃথিবীও ধ্বংস হবে তার বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে ও হাদীসে ব্লাক হোলের কথাও আছে যার মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে শত সহস্র গ্রহ নক্ষত্র তার মাঝে ছুটে গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং যা যাবে হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়। জান্নাত ও জাহান্নামের কথাও সেখানে বর্ণিত আছে। কুরআনে নেই এমন কিছুই নেই যা বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভাবতে পারে। কারণ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি রহস্যময়।

সৃষ্টি মূলে স্রষ্টার ঐকান্তিক ও অদম্য সৃষ্টির স্পৃহা লক্ষ্য করা গেছে। সে কারণে আল্লাহ তাআলা সর্বদিক লক্ষ্য রেখেই নিখুঁতভাবে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং সাজিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বুঝার জন্য আল কুরআনুল কারীমকে বারে বারে পড়তে থাকি এবং শেষ পর্যন্ত যতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছি ততটুকু এ পুস্তকে প্রকাশ করেছি। আমাদের লেখায় যিনি বস্তুনিষ্ঠ উপদেশ দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ তানভীর মুসলিম। অপর পক্ষে আমাদের লেখার পিছনে যিনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হলেন আধুনিক প্রকাশনীর পরিচালক জনাব এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট যিনি এ কাজ সমাধা করতে আমাদেরকে সর্বপ্রকার জ্ঞান ও ধৈর্যদান করেছেন। আমীন।

–প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

www.pathagar.com

মমতার বন্ধনে শ্রদ্ধেয়া মা

ও

শ্রদ্ধেয় বাবাকে

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

"হে আল্লাহ! তাঁদের প্রতি রহম করুন যেমন করে তাঁরা স্নেহ বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমাকে লালন করেছেন।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪

–প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. বিশ্ব সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ ---------- ২১
২. সৃষ্টির সূচনা ---------- ২৯
৩. বিশ্ব সৃষ্টির আদি অবস্থা ---------- ৩২
৪. মহাবিশ্বের প্রকৃতি ---------- ৪০
৫. মহাশূন্যে বিবর্তনের ধারা ---------- ৫৪
৬. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পুনঃসৃষ্টি ---------- ৫৮
৭. আন্তঃ আকাশ সীমান্ত গঠন ---------- ৬৪
৮. মহাকাশে মহাপ্রাচীর ---------- ৬৬
৯. সৃষ্টির পরিবর্তন ---------- ৬৮
১০. পৃথিবী ---------- ৭১
১১. মহাশূন্য অভিযান ও সাফল্য ---------- ৭৬
১২. মঙ্গল গ্রহে পানি ও প্রাণের উন্মেষ ---------- ৮৫
১৩. ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি ---------- ৮৯
১৪. অবিরাম ও অবিশ্রান্তরূপে আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি ---------- ১০১
১৫. আসমান যমীন ও আসমান যমীনের মধ্যবর্তী সৃষ্টি ---------- ১০৫
১৬. মহাবিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি ---------- ১১০
১৭. মহাবিশ্বের ভবিষ্যত ও হাশরের মাঠ ---------- ১১৫
১৮. ব্লাকহোল ---------- ১২০
১৯. জাহান্নাম ---------- ১২৪
২০. জাহান্নাম বনাম ব্লাক হোল ---------- ১৩৪
২১. সৌরজগতের সৃষ্টি ও ধারা ---------- ১৫২
২২. জ্যোতির্বিজ্ঞান ---------- ১৫৭
২৩. সূর্য ও চন্দ্র ---------- ১৬১
২৪. সূর্য ও চন্দ্র নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে ---------- ১৬৭
২৫. নক্ষত্রপুঞ্জ বা নক্ষত্রমণ্ডলী ---------- ১৬৮
২৬. গ্রহসমূহ ---------- ১৭২
২৭. আকাশজগত ---------- ১৭৪
২৮. দিন-রাত ---------- ১৭৫

www.pathagar.com

২৯. সময় গণনা ---------- ১৮৪
৩০. প্রাণের উৎপত্তি ---------- ১৮৬
৩১. মানব সৃষ্টি ---------- ১৯৮
৩২. মানব প্রজনন ---------- ২০৩
৩৩. মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিবর্তন ও ভ্রূণতন্ত্র ---------- ২১০
৩৪. প্রাণী, জন্তু জানোয়ার ও উদ্ভিদ সৃষ্টি ---------- ২১৭
৩৫. উদ্ভিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ---------- ২২০
৩৬. প্রাণীজগত ---------- ২২৭
৩৭. জন্তুজগতের বন্ধন ---------- ২২৯
ক. মৌমাছি ---------- ২২৯
খ. মাকড়সা ---------- ২৩১
গ. পিপীলিকা ---------- ২৩১
ঘ. মাছি ---------- ২৩২
ঙ. মশা ---------- ২৩৩
চ. পাখি ---------- ২৩৩
ছ. চতুষ্পদ জন্তু ---------- ২৩৫
৩৮. বৃষ্টি হতে পানির সৃষ্টি ---------- ২৩৯
৩৯. আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে জীব বিদ্যমান ---------- ২৫০
৪০. বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী জীবন ---------- ২৫৫
৪১. বায়ুমণ্ডল ও বায়ু ---------- ২৫৯
৪২. বিদ্যুৎ ---------- ২৬৩
৪৩. ছায়া ---------- ২৬৬
৪৪. অগ্নি ---------- ২৬৮
৪৫. নদ-নদী ও সমুদ্র ---------- ২৭০
৪৬. হযরত নূহ (আ)-এর কিশতি নৌকা ---------- ২৭৭
৪৭. জলযান ---------- ২৮০
৪৮. জাহাজ ও ডুবোজাহাজ (সাবমেরিন) ---------- ২৮৪
৪৯. মুক্তা, প্রবাল ও রত্নাবলী ---------- ২৮৯
৫০. ভূ-পৃষ্ঠের খিল (পাহাড়-পর্বত) ---------- ২৯০
৫১. ভূমিকম্প ---------- ২৯২
৫২. অণু-পরমাণু ---------- ৩০৪

www.pathagar.com

৫৩. এ্যাটম ৩০৭
৫৪. পরমাণুর পৃথিবী ৩১৬
৫৫. উল্কাপিণ্ড বনাম উল্কাপাত ৩২২
৫৬. নাপাম বোম ৩২৮
৫৭. মিসাইল, রকেট, স্কাকার্ড ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্র ৩৩১
৫৮. মহাকাশযান, রকেট ও খেয়াতরী ৩৩৪
৫৯. রেডিও, ওয়ারলেস ও রাডার ৩৩৮
৬০. টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলেক্স ও ফ্যাক্স ৩৪০
৬১. উত্তোলনযন্ত্র বা লিফ্‌ট ৩৪২
৬২. ভিশন ৩৪৪
৬৩. কমপিউটার বা মেমোরি (স্মৃতিশক্তি) ৩৪৬
গ্রন্থপঞ্জী ৩৪৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বিশ্ব সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ

সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও অধিশ্বর। আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন হলো সপ্ত আসমান, সপ্ত যমীন ও দৃশ্যত বিশাল আকাশজগত যার কোনো সীমা নেই। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৭

তিনি কুরআনে আরো ঘোষণা করেছেন যে—

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝ - نوح : ١٥

"তোমরা কি লক্ষ্য করছো না যে, আল্লাহ কিরূপে স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন?"–সূরা নূহ ঃ ১৫

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ - النبا : ١٢

"আমি তোমাদের ওপর সুদৃঢ় সপ্ত আসমান নির্মাণ করেছি।"

–সূরা আন নাবা ঃ ১২

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন كُنْ অর্থাৎ হও, অতপর হয়ে যায়। তবে তাঁর সকল কার্যক্রম, সৃষ্টি কেবলমাত্র বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য, যাদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, চিন্তা করতে পারে কেবল তারাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞানহীন ও মূর্খরা তা কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ - البقرة : ٢٥٥

www.pathagar.com

"এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ○ - البقرة : ٢٦٩

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৯

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ○ - ال عمران : ٥٤

"এবং তারা চক্রান্ত করেছিলো, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন ; আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ কৌশলী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৪

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁর, আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।"–সূরা আল বুরূজ ঃ ৯

উপরোক্ত আয়াতসমূহ সুচিন্তিতভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা এ মহাবিশ্বকে কি সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আকাশ এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু পরিমাণও অংশীদারিত্ব নেই। বিশ্বজাহানের সৃষ্ট কোনো সত্তার কথা চিন্তা করলে সে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীনের ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ও দলকে, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়াতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কেউ যদি সীমালংঘন করে তবে সে বা তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার প্রত্যেকটি সৃষ্টি একে অপর হতে ভিন্ন। মহাকাশে যে গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি বিরাজমান, কেউই কিন্তু একে অন্যের সাথে বা একই কক্ষপথে ভ্রমণ করে না। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথ আছে। যেমন পৃথিবীর সাথে সূর্যের এবং সূর্যের সাথে চন্দ্রের বা কোনো গ্যালাক্সীর পরিভ্রমণে সংঘাত হয় না। এক একটি গ্রহ-উপগ্রহ, এক একটি

www.pathagar.com

হতে কোটি কোটি মাইলের ব্যবধানে বিরাজমান। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কেবলমাত্র জ্ঞানীদের জন্যই নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ - البقرة : ١٦٤

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এর মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণ, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৪

اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ - البقرة : ٢٣١

"আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ - البقرة : ٢٣٤

"তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ٢٣٩

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا

www.pathagar.com

شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ - البقرة : ٢٥٥

"আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সমস্তই তাঁর, কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে ? তাদের সামনে ও পিছনে যাকিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

"আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০

জ্ঞানী ও বোধসম্পন্নগণ ছাড়া কেউই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বুঝতে পারে না। একদল আছে, তারা নিজেদেরকেই জ্ঞানী মনে করে। কারণ তারা সত্যিকারভাবে মূর্খ। কারণ তাদের জ্ঞানের উৎসও আল্লাহ এবং আল্লাহই তাদের সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ○ - ال عمران : ١٩٠

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৮

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ○ - الذريت : ٧

"শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৭

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ط وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

"প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। তা সত্ত্বেও যারা সত্যের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে তারা অপর জিনিসকে নিজেদের খোদার সমকক্ষরূপে গ্রহণ করছে। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর এককাল নির্দিষ্ট করেছেন আর একটা নির্ধারিত কাল আছে যা তিনিই জ্ঞাত, এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ করো। আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও তিনি জানেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১-৩

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আকাশের এ সমস্ত দ্বীপ ও জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এক মহাপ্রজ্ঞাশীল মনীষাই আল কুরআনে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষের জ্ঞানে ধৃত হবার অনেক আগে তথ্যটি অত্যন্ত নিখুঁত ও বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করে তাঁর সত্ত্বার সত্যতার স্বাক্ষরটুকু রেখে গেছেন। বিজ্ঞানীরা যখন পৃথিবী সহ গ্রহ, নক্ষত্র, মানব সৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করেনি বা ভাবতেও পারেনি তখন পবিত্র কুরআনে মহাবিশ্ব ও তার অন্তর্বর্তী সকল সৃষ্টি সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ○ - المعارج : ٣

"যিনি স্তর সমূহের অধিপতি।"–সূরা আল মাআরিজ ঃ ৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ○ - المؤمنون : ١٧

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ঊর্ধে সৃষ্টি করেছি অগণিত স্তরসমূহ।"
–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৭

www.pathagar.com

এ আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের ঊর্ধে অগণিত স্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আবার প্রত্যেক স্তরকে করেছেন সুবিন্যস্ত। পবিত্র কুরআনে আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ তাআলা মহাবিশ্বের মধ্যে সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীন সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এ আয়াতসমূহে অগণিত স্তরসমূহের কথাও উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা যেখানে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সেখানে তিনি যে কি করতে পারেন তাঁর জ্ঞান কেবল তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাআলা স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীন বা অগণিত স্তরসমূহ আছে যা আমাদের দেখার বা জানার বা জ্ঞানের বাইরে। তার মধ্যেও যাকিছু বর্তমান আছে তা কেবলই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তাতে এমন কিছু নেই যা তার পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু আমরা এ পবিত্রতা ও মহিমা অনুধাবন করতে চাই না। কারণ আমরা মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

তিনি আরো ঘোষণা করেন ঃ

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ط اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ - الشورى : ٤-٥

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। আকাশজগত ঊর্ধদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। আর ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মৃতবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ আল্লাহ, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"-সূরা আশ শূরা ঃ ৪-৫

উপরে বর্ণিত আয়াত থেকে মহান প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে অসীম কুদরত ও অপার হেকমত তারই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব ও অশেষ মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে নিজ অস্তিত্ব ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে আল্লাহর অসীম কুদরত ও হেকমত। মানুষের আবাসস্থল এ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আল্লাহর অসংখ্য কুদরত, মহিমা ও সৃষ্টি কুশলতার সুনিপুণ কৌশল। পাহাড় পর্বত, মাঠঘাট, প্রবহমান নদনদী, সমুদ্র, গভীর অরণ্য প্রভৃতিতে আল্লাহর সুস্পষ্ট কুদরতের মহিমা বিদ্যমান। অতল সমুদ্রের অজানা রহস্য, স্থলের উদ্ভিদ

www.pathagar.com

ও সুউচ্চ পর্বতমালার প্রতি লক্ষ করলে আল্লাহর মহা কৌশলের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় যা উদঘাটন করা মনুষ্য জীবের জন্য সহজ নয় ও সম্ভব নয়।

সুবিশাল মহাকাশের তুলনায় এ পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর মত বিন্দু। আকাশের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটা উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত নক্ষত্র মাত্র। এই সূর্য পৃথিবীর তুলনায় তের লক্ষ গুণ বড়, মহাকাশে এমন অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে যেগুলো পৃথিবীর তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। রাতে আকাশের দিকে তাকালে চাঁদসহ অন্যান্য অসংখ্য নক্ষত্রসমূহ এমনভাবে সুবিন্যস্ত আকারে দেখতে পাওয়া যাবে যে, গোটা আকাশটা আলোক মালায় পরিপূর্ণ। আকাশে বিদ্যমান তারকার সংখ্যা কোটি কোটি অর্থাৎ মানুষের চিন্তার অতীত। কিন্তু প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্র আবার একটি হতে অন্যটি কোটি কোটি মাইল দূরত্বে অবস্থান করে। তাই আকাশের বিশালত্ব সম্বন্ধে আঁচ করা সম্ভব নয়, অচিন্তনীয়। পৃথিবী থেকে খালি চোখে অতি ক্ষুদ্র ও অনুজ্জ্বল প্রদীপের মত মনে হলেও তা পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি গুণ বড়। তাই বস্তুর দূরত্ব যতো বৃদ্ধি পায় দৃষ্টিতে তার ক্ষুদ্রতাও তত বৃদ্ধি পায়। স্তর, গ্রহ, নক্ষত্র গতিশীল কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না। সৃষ্টির সকল স্তরে ও সকল ক্ষেত্রেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার কুশলতা, কুদরত ও হেকমত বিদ্যমান। কিন্তু আমরা তা অনুধাবন করতে অক্ষম।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ○ - البروج : ١

"শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের।"-সূরা আল বুরূজ ঃ ১

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যার আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।"-সূরা আল বুরূজ ঃ ৯

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ○ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ○ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ○

"শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার ; তুমি কি জান রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কি ? তা উজ্জ্বল নক্ষত্র !"

-সূরা আত তারিক ঃ ১-৩

www.pathagar.com

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْعَظِيْمُ ○ - البقرة : ٢٥٥

"তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মহান আল্লাহর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। তিনি নিখুঁত কৌশলী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর আসনে বসে সমস্ত বিশ্বজগতকে পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালনায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না বা লক্ষ্য করা যায়। যিনি এ বিশ্বজগতকে তাঁর আসনে বসে পরিচালনা করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কারো কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র রব যার ইশারায় সকল কিছু চলমান। তিনি হলেন লা-শরীক আল্লাহ। তিনি হলেন সকল হেকমতের শ্রেষ্ঠ হেকমত।

www.pathagar.com

২. সৃষ্টির সূচনা

সমস্ত আসমানী কিতাব ও দীন-শরীআহ এবং নবী-রসূলদের বর্ণনায় এ ঐক্যমত স্থাপিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার পাক যাত ও সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছু সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী। সকল উম্মত এবং ইমামদের অভিমত একই। সৃষ্টির প্রারম্ভ সম্বন্ধে রসূল (স) বলেছেন, "আল্লাহ পাক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কিছুই ছিলো না।" অতপর লাওহ, কলম, আরশ, কুরসী, আসমান যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তবে সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে কোনো স্থির বা নিশ্চিত মতামত পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু পানির ওপর আল্লাহর আরশ ছিলো সেহেতু সর্বপ্রথম তিনি পানি ও আরশকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর।" আবু রাযীন উকাঈলী ইমাম আহমদের নিকট বর্ণনা করেছেন, "আরশের পূর্বে পানিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "প্রত্যেক বস্তুকেই পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, "আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।" আর এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টি করেছেন।" এতে দেখা যায় যে, প্রতিটি জিনিস পরবর্তীটির হিসাবে প্রথম এবং বস্তুও বিভিন্ন। তাই বলা যায় যে, সর্বপ্রথম পানি, তারপর অন্যান্য সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁর দরবারে বনু তামীমের কতিপয় লোক আসলো। তিনি বললেন ঃ হে বনু তামীম ! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ করো। জবাবে তারা বললো, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার আমাদের কিছু দান করুন। পরক্ষণে তাঁর খেদমতে ইয়েমেনের কিছু লোক আসলো। তিনি তাদেরকে বললেন, হে ইয়েমেনবাসী! শুভ সংবাদ গ্রহণ করো। কেননা বনু তামীম তা গ্রহণ করেনি। তারা জবাব দিল, আমরা তা গ্রহণ করলাম। অবশ্য আমরা দীন সম্পর্কে কিছু অবগত হবার জন্য আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আপনাকে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, সর্বপ্রথম কি

www.pathagar.com

ছিলো ? উত্তরে তিনি বললেন, 'আদি'তে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তার পূর্বে কিছুই ছিলো না। আর তাঁর আরশ স্থাপিত ছিলো পানির ওপরে। অতপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন এবং লওহে মাহফুযে প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।"–বুখারী

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج وَعِنْدَهٗ عِلْمُ

السَّاعَةِ ج وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ - الزخرف : ٨٤ـ٨٥

"তিনিই ইলাহ নভোজগতে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। কতো মহান তিনি যিনি আকাশজগতে ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কেয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"–সূরা আয যুখরুফ ঃ ৮৪-৮৫

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ○ - الاحقاف : ٣

"আকাশজগত ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি ; কিন্তু কাফেররা ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ৩

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলার আরশ ছিলো পানির ওপর এবং তিনি সেখান থেকেই সকল সৃষ্টির সূচনা করেন। কোনো কিছুই তাঁর সৃষ্টির বাইরে নয় এবং সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন একটা নির্দিষ্ট কালের জ ন্য, যে বিষয়ে মূর্খ এবং তথাকথিত বিজ্ঞানীদের জানা নেই। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকার্য ও সৃষ্টি যে কতো ব্যপ্ত তা আজও মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম হয়নি এবং সম্ভবও নয়।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ৩

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"-সূরা আল হাদীদ ঃ ২

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ - الروم : ٢٧

"তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন (সৃষ্টির সূচনা করেন), অতপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ; এটা তার জন্য অতি সহজ। আকাশজগত ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আর রূম ঃ ২৭

❒

www.pathagar.com

৩. বিশ্ব সৃষ্টির আদি অবস্থা

বিশ্বজগতের মহাশূন্যের মাঝে রয়েছে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকা। উপগ্রহগুলো ঘুরছে নিজস্ব গ্রহকে কেন্দ্র করে। যেমন চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। গ্রহগুলো ঘুরছে তারকাকে কেন্দ্র করে নিজস্ব কক্ষপথে। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। সূর্যও ঘুরছে তার নিজস্ব কক্ষপথে। মহাবিশ্বের এক অবস্থান থেকে অপর অবস্থানের বিরাট দূরত্বকে বুঝার জন্য আলোর গতিকে ব্যবহার করা হয়। এক সেকেন্ডে আলো ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এক বছরে আলো প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মাইল ৫.৮৮×১০^{১২} মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং এক আলোকবর্ষ সমান প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মাইল। সৌরজগতের বিস্তার হচ্ছে ১০ আলোক ঘণ্টা। অর্থাৎ সৌরজগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে আলোকরশ্মির লেগে যায় ১০ ঘণ্টা। মেঘমুক্ত আকাশে খালি চোখে ৩ থেকে ৪ হাজার তারকা দেখা যায়। কিন্তু এ মহাবিশ্বের বুকে রয়েছে এমনি কোটি কোটি তারকা। তারকাগুলো নির্দিষ্টভাবে দলবেধে মহাশূন্যের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারকার এক একটি দলকে বলা হয় তারকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সী। সূর্য যে তারকাপুঞ্জের সদস্য তার নাম ছায়াপথ—মিলকিওয়ে। ছায়াপথ তারকাপুঞ্জে রয়েছে প্রায় ১০^{১১}টি বা ১০ হাজার কোটি তারকা। ছায়াপথটি মোটামুটি একটি গাড়ীর চাকার মতো। এর ব্যাস হচ্ছে ১ লক্ষ আলোকবর্ষ এবং মাঝামাঝি অংশের পুরুত্ব হচ্ছে ২০ হাজার আলোকবর্ষ। এ চাকার কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূর অরিওন নামক অবস্থানে রয়েছে সূর্য। সূর্যের কাছাকাছি ঘূর্ণায়মান ছায়াপথের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০ মাইল। ধারণা করা হচ্ছে, এ মহাবিশ্বে ছায়াপথ তারকাপুঞ্জের মতো ১০০ কোটিরও বেশী তারকাপুঞ্জ রয়েছে। এগুলোর মাঝে মাত্র ১০ কোটি তারকাপুঞ্জ দূরবীক্ষণে ধরা পড়েছে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়ে ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের তারকাপুঞ্জ দেখা গিয়েছে। এরাও নির্দিষ্ট এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে চলছে। এক একটি দলকে বলা হয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ। ছায়াপথ তারকাপুঞ্জ যে গ্যালাক্সিগুচ্ছের সদস্য তার নাম হচ্ছে 'স্থানীয় দল' বা লোকাল গ্রুপ গ্যালাক্সিগুচ্ছ। এ গ্যালাক্সিগুচ্ছে রয়েছে ২০টি গ্যালাক্সি বা তারকাপুঞ্জ। লোকাল গ্রুপের

www.pathagar.com

সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্যালাক্সির নাম এ্যানডোমিডা গ্যালাক্সি সেটা প্রায় ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তবে মহাশূন্যে গ্যালাক্সিগুলো সুসমভাবে বিন্যস্ত।

গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির মাঝে যে মহাকাশ বা মহাশূন্য রয়েছে তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদার্থহীন বা শূন্য নয়, সেখানেও পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে। সমুদ্রের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলে প্রতি ঘন ইঞ্চিতে অন্ততঃ ১০ লক্ষ কোটি বা $১০^{২০}$টি বায়বীয় পদার্থের পরমাণু রয়েছে। অপরদিকে মহাশূন্যের প্রতি ঘন ইঞ্চিতে ১৬টিরও কম পরমাণু রয়েছে। এ পদার্থগুলোকে বলা হয় আন্তঃনক্ষত্রিক পদার্থ। মহাশূন্যের বুকে কোনো কোনো স্থানে তারকার ন্যায় এলাকা জুড়ে এ পদার্থগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে নীহারিকার সৃষ্টি করে। নীহারিকার মাঝে পদার্থের ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বায়বীয় পদার্থের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম, প্রায় ১০ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ বা $১০^{১৫}$ ভাগ। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি ছাড়াও মহাশূন্যের বুকে রয়েছে উল্কা ও ধূমকেতুসমূহ।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি ধারণা রয়েছে। ফ্রেড হোয়েল (Fred Hoell) মনে করেন, এ মহাবিশ্বের যা কিছু বর্তমান অবস্থায় রয়েছে সেগুলো আদিতেও এমনি অবস্থানে ছিলো। এ অবস্থাকে বলা হয়েছে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব। অপরদিকে জর্জ গ্যামো মনে করেন, এ মহাবিশ্বের যাকিছু রয়েছে সেগুলো আজ থেকে প্রায় ২০০০ কোটি বছর (২×১০^{১০}) পূর্বে একটি বস্তুপিণ্ডরূপে ছিলো যার ওজন ছিল প্রায় $১০^{৫০}$ টন। তাঁর মতে, মহাকর্ষণের প্রচণ্ড চাপের ফলে কেন্দ্রে ২৭০০ কোটি ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ সৃষ্টি হয়েছিলো। অবশেষে ঘটলো প্রচণ্ড মহা বিস্ফোরণ (Big Bang)। মহা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ভরবেগের তাড়নায় আজও গ্যালাক্সী গুচ্ছগুলো ছুটে চলেছে। আর্নেস্ট অপিক (Earnest Opic) মনে করেন মহাবিশ্বের সবকিছুই আবার গতি ও ভরবেগ হারিয়ে $১০^{১০}\times৩০$ বা ৩০০০ কোটি বছর পর একত্রিত হয়ে একটি বস্তুপিণ্ডে রূপ নেবে।

মহাবিশ্বের বস্তুর সংকোচন ও সম্প্রসারণের এ দোদুল্যমান বা স্পন্দনশীল অবস্থাকে বলা হয় দোলায়মান বিশ্ব (Oscillating Universe)। বিশিষ্ট মহাবিশ্ব বিজ্ঞানী ডঃ রাইল দোলায়মান বিশ্বের ধারণাকে সমর্থন করেন। কসমিক মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনের ওপর ডঃ

www.pathagar.com

আরনো এ. পেনজিয়াস (Dr. Arno A. Penzias) এবং ডঃ রবার্ট ডব্লু উইলসনের (R. W. Wilson) গবেষণাকর্ম স্পন্দনশীল বিশ্বের ধারণাটির জোরালো প্রমাণ। আইনস্টাইন মতবাদ অনুযায়ী শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে অথবা বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, মহাবিশ্বের মহাশূন্য সসীম নয়, অসীম।

বিজ্ঞানীদের মতে এবং বিগ ব্যাংগ থিওরী অনুসারে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্বের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, তবে তখন নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থিওরী মোতাবেক দেখা যায় যে, একটা অতি উত্তপ্ত ও অতি ঘন বিন্দু যার ওজন কয়েকশত পৃথিবীর চেয়েও বেশী সেই বিন্দুর বিস্ফোরণের ফলে বিপুল তাপ ও আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো কোটি কোটি ধুম্রপুঞ্জ, মেঘ এবং পরে এক একটা ধুম্র মেঘ এক একটা গ্যালাক্সিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো। আর যেহেতু এ মহাবিশ্ব বিজ্ঞানীদের মত অনুসারে বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিলো, সেহেতু এখনও তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে গ্যালাক্সিগুলো সর্বদা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে বলা যায় যে, অতীতে গ্যালাক্সিগুলো বর্তমানের চেয়ে অনেক নিকটবর্তী ছিলো অর্থাৎ সমস্ত গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর মিলিত অবস্থায় ছিলো এবং একটা বিস্ফোরণের ফলে ছোট বড় নক্ষত্রের রূপ পরিগ্রহ লাভ করে।

পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে যে—

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝- الانبياء : ٣٠

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশজগত ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতোপ্রোতভাবে ; অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সকল কিছু (সৃষ্টির প্রারম্ভে নূরের বিক্রিয়ার ফলে মূলত হাইড্রোজেন) সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০

এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মতের সাথে কুরআনের হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের কোনো কিছু আবিষ্কারের পূর্বেই আল্লাহ

www.pathagar.com

তাআলা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানীদের সকল আবিষ্কার মূলক তথ্য হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে নূরের বিক্রিয়ার ফলে মূলতঃ হাইড্রোজেন (পানি) গ্যাস সৃষ্টি হয়। তবে উক্ত গ্যাসের মধ্যে ৭৫% হাইড্রোজেন এবং ২৫% হিলিয়াম বিদ্যমান ছিলো। গ্যাস মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে আবার বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত হয়ে এক একটা গ্যালাক্সির সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এ গ্যালাক্সিগুলোতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মাধ্যমে ছোট বড় সকল প্রকারের নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিলো। আবার বড় বড় নক্ষত্রের জীবন চক্র দ্রুত শেষ হয়ে গেলে স্থানচ্যুত হয় এবং সে কারণে এর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। এ প্রক্রিয়ার ফলে নক্ষত্রস্থিত ভারী পদার্থগুলো আন্তঃ - নক্ষত্রীয় মহাশূন্যে ঝরে পড়ে নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, মহাবিশ্বে সকল মৌলিক পদার্থ আনুপাতিক হারে স্থিতিবান থাকায় সকল কিছু নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে। বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হাওকিং প্রমাণ করেন যে, যদি আদি বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের তারকাসমূহের পশ্চাদপসরণের গতি আনুপাতিক হারের চেয়ে কমবেশী হতো তাহলে বর্তমানে যেভাবে মহাবিশ্বকে দেখতে পাওয়া যায় সেভাবে থাকতো না বা সৃষ্টি হতো না। তবে সম্প্রসারণের গতি বেড়ে গেলে মহাবিশ্ব এতোদিনে অতিরিক্তভাবে সম্প্রসারিত হতো আর যদি সম্প্রসারণের গতি একটু কম হতো তাহলে মহাবিশ্ব এতোদিনে সংকুচিত হয়ে যেতো এবং ধ্বংস নেমে আসতো। কিন্তু মহাবিশ্বে সৃষ্টি থেকে যে রীতিনীতি প্রচলিত ছিলো আজও তাই বিদ্যমান।

এখন প্রশ্ন হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে যদি কেবল শূন্যতা থেকে থাকে এবং এ মহাবিশ্বের কোনো প্রকার কোনো আকার না থেকে থাকে তাহলে কোন্ বস্তু থেকে উত্তাপ বিচ্ছুরিত হয়েছিলো যার বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়েছিলো মহাবিশ্ব। যখন শূন্যে কিছুই ছিলো না তখন কি করে অতি উত্তপ্ত ও অতি ঘন বিন্দুর আবির্ভাব হলো। বিজ্ঞানীদের বিদ্যা সীমিত। কেবল তারা নিজেদের চিন্তাশক্তি চালিত করে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমানের মধ্যে খুঁজে নেয় অস্তিত্ব, ঠিক সেভাবেই হয় তাদের আবিষ্কার। যেখানে আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন যে, "আমি সকল কৌশলের শ্রেষ্ঠ কৌশলী", তখন তাঁর সৃষ্টির কৌশল বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, 'কুন্' অর্থাৎ হও, অতপর হয়ে যায় 'ফাইয়াকুন'। এখানে কোনো লেখা চিত্র বা ডায়গ্রাম বা গবেষণার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয় না। আল্লাহ কেবল আসমানকে সৃষ্টি করেননি বরং করেছেন সপ্ত আসমান, সপ্ত যমীন, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি।

বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, "হে জাবীর, তোমার নবীর নূরই আল্লাহ যাঁকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, আর সেই নূর দ্বারাই আরশ কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলের সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।"

অন্য আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নূরের এক অংশের দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূরে আসমান, যমীন এবং এর মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সেই নূরের স্থানকালের অন্তরাল থেকে তাপ, আলো ও পদার্থের মিশ্রণে যে মিশ্রিত পদার্থের আত্মপ্রকাশ লাভ করে তা হতেই মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। তাই পদার্থ ও শক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে কোনো পদার্থই অগণিত পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুগুলো আবার ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। এ পরমাণুকে ভেঙে ফেললে তার আর পদার্থ হিসেবে অস্তিত্ব থাকে না, সেই সম্পূর্ণ পদার্থ আলো বা যে কোনো প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পদার্থকে সম্পূর্ণ আলোক শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থকেই সম্পূর্ণরূপে আলো বা নূরে রূপান্তর করা যেতে পারে। তবে এ তত্ত্বটি আবিষ্কারের বহু পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলার স্বীয় নূরের (আলো) এক অংশ দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূরে আসমান যমীন এবং এর মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, সকল সৃষ্টির মূলে নূর বা আলো এবং ঐ আলো থেকেই মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেছেন যে, আলোক রশ্মির বিকিরণ থেকে মহাবিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে যার উল্লেখ ১৪০০ বছর পূর্বে হাদীসশাস্ত্রে ও পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত আছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط
اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ
نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط - النور : ٣٥

www.pathagar.com

"আল্লাহ তাআলা আকাশজগত ও পৃথিবীর জ্যোতি (আলো—নূর) তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটা দীপাধার, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তুন গাছের তেল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৫

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ○ - حم السجدة : ١١

"অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ১১

নক্ষত্র যে পিছে হটে যায় সে সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে,

فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ○ - التكوير : ١٥-١٦

"আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের। যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।"–সূরা আত তাকবীর ঃ ১৫-১৬

মহাবিশ্ব যে সর্বদা সম্প্রসারিত হচ্ছে সে সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَالسَّمَاۤءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○ - الذريت : ٤٧

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

সৃষ্টির আদিতে আকাশজগত ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিলো। তারা আল্লাহর নির্দেশে পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে সৃষ্টির পর তাকে সুদৃঢ় ভাবে রাখার জন্য তার ওপর স্থাপন করেন পর্বতমালা। অতপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। এ ধূম্রপুঞ্জ গ্যাসীয় পদার্থ থেকে সপ্ত আসমান ও তার মধ্যবর্তী গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজীর সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ○ - الانبياء : ٣٠

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশজগত ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতোপ্রোতভাবে, অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না।"–সূরা আল আম্বিয়া : ৩০

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ - البقرة : ٢٩

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন ; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"-সূরা আল বাকারা : ২৯

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِينَ ○

"আমি তো তোমাদের ওপর সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।"–সূরা মু'মিনূন : ১৭

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط
فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ ○ - الملك : ٣

"যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না, আবার তাকিয়ে দেখ; কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি ?"–সূরা আল মুল্ক : ৩

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○ - نوح : ١٥-١٦

"তোমরা কি লক্ষ্য করোনি ? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশজগত। এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।"–সূরা নূহ : ১৫-১৬

www.pathagar.com

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○ - النبا : ١٢-١٣

"আর নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।"—সূরা আন নাবা ঃ ১২-১৩

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○ - الطلاق : ١٢

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, তাদের অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"—সূরা আত তালাক ঃ ১২

বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত মুহাম্মাদ (স) এরশাদ করেছেন, আদিতে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। অতপর পানির ওপর তাঁর আরশ স্থাপিত হলো। পরে আল্লাহ যিকিরের আধারে প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন।

❒

www.pathagar.com

৪. মহাবিশ্বের প্রকৃতি

মহাবিশ্বটা বহু গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। আবার সেই এক একটা গ্যালাক্সিও শত সহস্র নক্ষত্র নিয়ে সুশোভামণ্ডিত। আর ঐ প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে রয়েছে গ্যাস ও ধূলিকণা। এ গ্যাস ৭৫% হাইড্রোজেন এবং ২৫% হিলিয়াম সহ অন্যান্য পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। হাইড্রোজেনের সংস্পর্শে যখন ধূলিকণা আসে তখন এটা একটা কর্দম বা শিলা বিশিষ্ট গ্রহে রূপ নেয়। তবে গ্যালাক্সিগুলোর অভ্যন্তরে নক্ষত্রসমূহ তাদের একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নিজস্ব কক্ষ পথে পরিচালিত হয়। কিন্তু নক্ষত্রগুলো কখনই গ্যালাক্সির সীমানা থেকে বাইরে চলে যায় না। পাশাপাশি দুটি গ্যালাক্সির দূরত্ব সহস্র মিলিয়ন আলোকবর্ষের চেয়েও বেশী অর্থাৎ অচিন্তনীয়। এভাবে ১০০ কোটির চেয়েও অধিক গ্যালাক্সি এ মহাবিশ্ব জুড়ে আছে। সৌরজগত মহাবিশ্বেরই একটা ক্ষুদ্রতর অংশ এবং অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্য, মহাবিশ্ব ও মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির একটা গ্রহ। সূর্য তার গ্রহ উপগ্রহগুলোকে সাথে নিয়ে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং একবার ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর। মহাবিশ্বে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির মতো সহস্র কোটি গ্যালাক্সি আছে যারা নিজস্ব পরিচালন পদ্ধতিতে আবদ্ধ। তবে বিশেষ ধরনের গ্যালাক্সিগুলোকে নেবুলা বলা হয়। আবার অনেকগুলো পরস্পর নিকটবর্তী গ্যালাক্সিকে ক্লাস্টার বলে। একটা ক্লাস্টারে শত সহস্রাধিক গ্যালাক্সিও থাকতে পারে। তারা প্রতিটি মিলকীওয়ে গ্যালাক্সিগুলোর মতো বিশাল। বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে এডুইন হাবল এ গ্যালাক্সিগুলোকে ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি, স্পাইরাল গ্যালাক্সি, বারড্ স্পাইরাল গ্যালাক্সি এবং অনিয়মিত গ্যালাক্সি নামে এদের গতি ও ধরনের ওপর নির্ভর করে নাম রেখেছেন। তবে এক একটা গ্যালাক্সি লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এক সেকেন্ডে আলোর গতি হলো, ১,৮৬,০০০ মাইল। তাতে অনুময় হবে যে, এ মহাবিশ্বটা কতো বড় যা বিজ্ঞানীদের চিন্তার অতীত।

মিলকীওয়ে গ্যালাক্সি

মহাবিশ্বে নক্ষত্রসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়। মহাশূন্যের এক এক স্থানে অনেকগুলো নক্ষত্র দলবদ্ধভাবে রয়েছে বিধায় এসব দলকে গ্যালাক্সি বলে। সৌরজগতে যে নক্ষত্র দল অবস্থিত, তার নাম মিলকীওয়ে। মিলকীওয়ে গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার কোটি। এদের

www.pathagar.com

মাঝে সূর্যও একটি মাঝারি আকৃতির নক্ষত্র। এ গ্যালাক্সিতে শুধু নক্ষত্রই নয়, আন্ত নক্ষত্রীয় মহাশূন্যে বিপুল পরিমাণ মুক্ত গ্যাস ও ধূলিকণাও বিদ্যমান। এ মুক্ত গ্যাস ও ধূলিকণার ওযন সমস্ত নক্ষত্রের সম্মিলিত ওযনের প্রায় দশ ভাগ। এ সকল গ্যাস ও ধূলিকণা মিলকীওয়ের গোলাকার কেন্দ্র এবং দুটো প্যাচানো বাহুতে সজ্জিত। মহাশূন্যে ধীর গতিতে ঘুরছে এ বিশাল নক্ষত্র পরিবার।

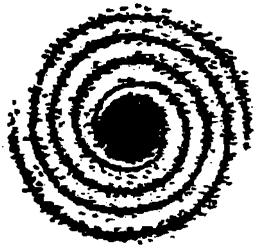

চিত্র ১. মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির আকৃতি

মিলকীওয়ের মাধ্যাকর্ষণ বাহু দুটো স্ফীত গোলাকার কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ কেন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২০ হাজার আলোকবর্ষ। কেন্দ্র থেকে দুটো উৎপন্ন মাধ্যাকর্ষণ বাহু এদের অগ্রবর্তী নক্ষত্রগুলোকে টানতে থাকে। বাহুর অগ্রবর্তী নক্ষত্রসমূহ পরবর্তী নক্ষত্রগুলোকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে পর্যায়ক্রমে টেনে নিয়ে যায় ফলে সব নক্ষত্রই মিলকীওয়ের কেন্দ্রের সাথে ঘুরতে থাকে।

চিত্র ২. মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির আকৃতি (Side View)

www.pathagar.com

মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির নক্ষত্রসমূহ একটি অপরটি থেকে গড়ে চার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এ গ্যালাক্সির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। প্রান্তের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার আলোকবর্ষ এবং কেন্দ্রের পুরুত্ব প্রায় দশ হাজার আলোকবর্ষ। কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩২ হাজার আলোকবর্ষ দূরে সৌরজগত। সৌরজগত একটি বাহুর অন্তস্থ প্রান্তে অবস্থিত। মিলকীওয়ে গ্যালাক্সি ২৫ কোটি বছরে একবার ঘুরে। এতেই সূর্যকে তার গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির সাথে নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে থাকে।

অন্যান্য গ্যালাক্সির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মহাবিশ্বে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সিই একমাত্র গ্যালাক্সি নয়। মহাবিশ্বে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির মত কোটি কোটি গ্যালাক্সি বিদ্যমান। আর বিভিন্ন গ্যালাক্সির আকার বিভিন্ন। বিজ্ঞানীদের মতে কোনো কোনো গ্যালাক্সির ব্যাস পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত হতে পারে। ছোট ছোট গ্যালাক্সিসমূহের ব্যাস কয়েক হাজার আলোকবর্ষ। এদের মাঝে আমাদের মিলকীওয়ে মাঝারি আকৃতির একটি শান্ত গ্যালাক্সি। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার গ্যালাক্সির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ (১) ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি, (২) স্পাইরাল গ্যালাক্সি, (৩) বারড্ স্পাইরাল গ্যালাক্সি, (৪) অনিয়মিত গ্যালাক্সি।

ক. ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি

এ গ্যালাক্সিগুলো ডিম্বাকৃতি। সাধারণত আকারে বৃহত্তর। এদের কোনো কোনোটির নক্ষত্রের সংখ্যা মুক্ত গ্যাস ও ধূলিকণার পরিমাণ মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির তিন গুণ। এখন পর্যন্ত যতগুলো গ্যালাক্সি বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন তার মধ্যে ৮০%ই ইলিপটিক্যাল।

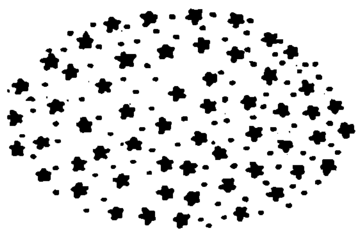

চিত্র ৩. ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির আকৃতি

www.pathagar.com

খ. স্পাইরাল গ্যালাক্সি

এরূপ গ্যালাক্সির নক্ষত্রসমূহ মুক্ত গ্যাস ও ধূলিকণা এদের গোলাকার কেন্দ্র ও পেঁচানো বাহুতে সজ্জিত থাকে। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকেই এসব বাহু উৎপন্ন হয়। এ পেচানো বাহু গ্যাস, ধূলিকণা ও নক্ষত্রমালাসহ গ্যালাক্সি কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরতে থাকে।

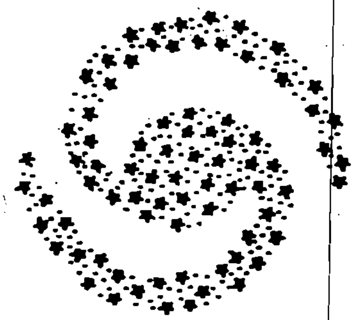

চিত্র ৪. স্পাইরাল গ্যালাক্সির আকৃতি

গ. বারড্ গ্যালাক্সি

এ রকম গ্যালাক্সির কেন্দ্র বরাবর দণ্ডাকারে নক্ষত্রগুলো সজ্জিত থাকে। দণ্ডের মধ্য থেকে বক্রাকারে দুটো বাহু উৎপন্ন হয়। এগুলো ঘূর্ণায়মান গ্যালাক্সি।

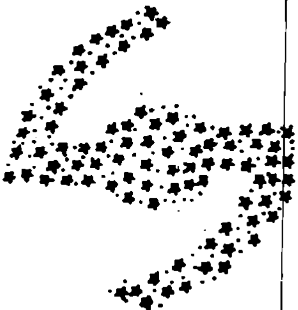

চিত্র ৫. বারড্ স্পাইরাল গ্যালাক্সির আকৃতি

www.pathagar.com

(ঘ) অনিয়মিত গ্যালাক্সি

অনিয়মিত গ্যালাক্সিসমূহের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আকৃতি নেই। সাধারণত এ সকল গ্যালাক্সিসমূহের আকৃতি অন্যান্যদের চেয়ে ছোট। উদাহরণ ঃ লার্জ ম্যাজিলানিক ক্লাউড, স্মল ম্যাজিলানিক ও ক্লাউড ইত্যাদি।

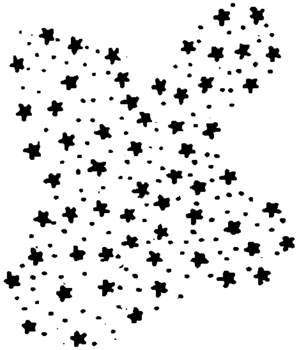

চিত্র ৬. একটি অনিয়মিত গ্যালাক্সির আকৃতি

কোনো কোনো সময় গ্যালাক্সির সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় কিছুটা গ্যাস ও ধূলিকণা একত্রিত হয়ে গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি হতে পারে। একটা গ্যালাক্সি থেকে অন্য আর একটা গ্যালক্সি লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আলো এক সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। কোটি কোটি গ্যালাক্সির সমন্বয়ে গঠিত এ বিশাল মহাবিশ্বটি কতো বড় তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এর আকৃতিও জানা যায়নি। একটা গ্যালাক্সি থেকে অন্য একটা গ্যালাক্সির দূরত্ব অকল্পনীয় হলেও মহাশূন্যে এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে একটিও গ্যালাক্সি নেই। মহাবিশ্বের এ গ্যালাক্সিগুলো সুসমভাবে বিন্যস্ত।

www.pathagar.com

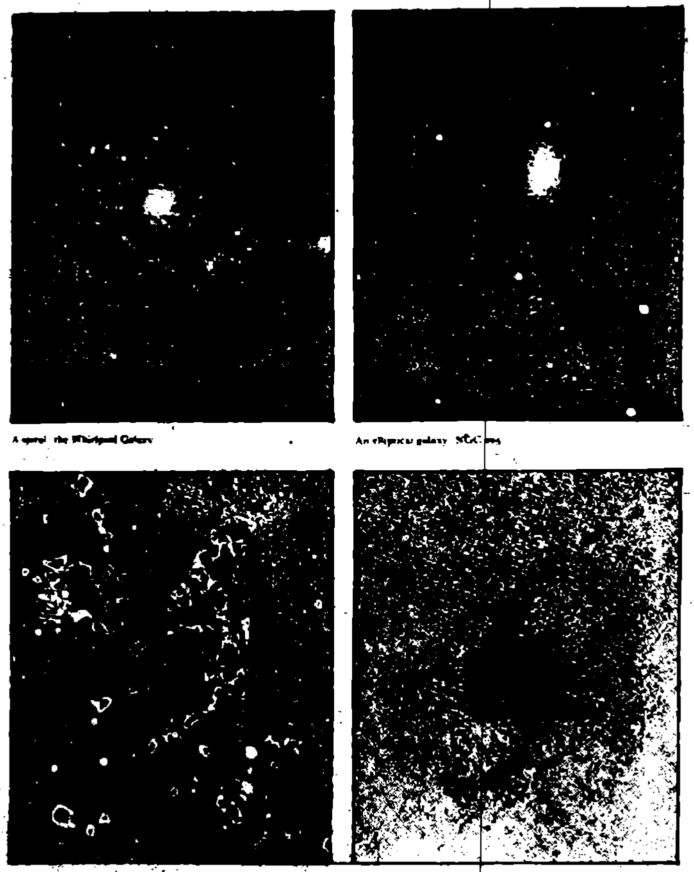

চিত্র ৭. বিভিন্ন প্রকারের গ্যালাক্সি

ছায়া পথ

রাতের আকাশে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা ধোয়াটে যে ছায়া পথ দেখা যায় তা মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির একটা বাহুর একটা অংশ মাত্র। পৃথিবী থেকে এ ছায়া পথের দূরত্ব প্রায় ৭০০০ হাজার আলোকবর্ষ। এর অন্তস্থ প্রান্তে ফুলে উঠা একটা অংশে সৌরজগত ও নিকটবর্তী নক্ষত্রগুলোর অবস্থান। এ নক্ষত্রগুলোকে রাতের বেলা খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের নাম প্রক্সিমা সেন্টুরি প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। নক্ষত্রগুলো একটা থেকে আরেকটা কয়েকশত আলোকবর্ষ দূরে। তবে খালি চোখে প্রায় তিন হাজারটি নক্ষত্র দেখা যায়। আর পৃথিবীর দুই গোলার্ধ থেকে প্রায় ছয়

www.pathagar.com

হাজারটি নক্ষত্র খালি চোখে দেখা যায়। তবে আমাদের মনে হয় অল্প সংখ্যক নক্ষত্র আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে পৃথিবী অবস্থিত বিধায় খালি চোখে বিশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র তিন হাজারটি নক্ষত্র খালি চোখে দেখা যায়। গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে অপর বাহুটির অংশ বিশেষও দূরবীণের সাহায্যে সনাক্ত করা গেছে তাও প্রায় সাত হাজার আলোকবর্ষ দূরে। এ প্যাচানো বাহু দুটো উৎপন্ন হয়েছে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে তাই শুধু নিকটবর্তী অংশটুকুই দেখতে পাওয়া যায়। খালি চোখে যে নক্ষত্রগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো সৌরজগতের সাথে প্রায় একই গতিতে মিলকীওয়ের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে ফলে এগুলো প্রায় স্থির মনে হয়। অবশ্য পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণনের কারণে এগুলোকে পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে তারা স্থির নয়। তাই নক্ষত্রগুলো মিলকীওয়ের একটা বাহুর ক্ষুদ্র একটা অংশে সজ্জিত এবং সম্পূর্ণ গ্যালাক্সিটা ধীরে ধীরে ঘুরছে।

ক্লাস্টার

গ্যালাক্সিগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে। তবে একটা গ্যালাক্সি অন্য একটা গ্যালাক্সি থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করে। দৃশ্যত মনে হয় তারা একই পরিবারের। তবে এ দলকে ক্লাস্টার বলা হয়। একটা ক্লাস্টারে শত সহস্রাধিক গ্যালাক্সি থাকতে পারে, যে গ্যালাক্সিগুলোর প্রতিটিই হতে পারে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির মতো বিশাল। মিলকীওয়ে যে ক্লাস্টারে অবস্থিত তার নাম লোকাল গ্রুপ। এ লোকাল গ্রুপে গ্যালাক্সিসমূহের পরস্পরের গড় দূরত্ব প্রায় ৩৩ লক্ষ আলোকবর্ষ। লোকাল গ্রুপ ক্লাস্টারটি প্রায় ২০টি গ্যালাক্সির সমন্বয়ে গঠিত। কোনো কোনো ক্লাস্টারের গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় ১০,০০০।

অন্তস্থ ও বহিস্থ গ্রহ (Inner and Outer Planets)

সূর্য হতে দূরত্ব অনুসারে দশটি গ্রহকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহসমূহকে অন্তস্থ (Inner) বা পার্থিব গ্রহ (Terrestrial Planets) এবং দূরের গ্রহসমূহকে বহিস্থ (Outer) গ্রহ বলা হয়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল অন্তস্থ গ্রহসমূহের অর্ন্তগত। এরা আয়তনে ক্ষুদ্র এবং এদের পরিক্রমণের পথ বা কক্ষপথ Orbit মোটামুটি পরস্পরের এবং সূর্যেরও নিকটবর্তী। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও ভলকান এ ছয়টি গ্রহ বহিস্থ গ্রহের অন্তর্গত। এদের মধ্যে প্লুটো ভিন্ন অন্য সকল

www.pathagar.com

গ্রহেরই আয়তন বিশাল এবং তাদের কক্ষ পথের ব্যাসও যথেষ্ট বড়। এ কারণে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনকে বৃহৎ গ্রহসমূহের (The Great Planets) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্লুটো আয়তনে ছোট এবং এর কক্ষপথও কিছুটা ভিন্নকেন্দ্রী Eccentric। এর কক্ষপথ অপর গ্রহের কক্ষপথের সাথে কিছুটা অংশে মিলে গেছে। এ কারণে প্লুটোকে তার নিজস্ব একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সূর্যের তাপ ও আলোকে গ্রহসমূহ উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়। সে জন্য যে গ্রহ সূর্য হতে যতো দূরে অবস্থিত, সেই গ্রহ ততো কম সূর্যতাপ পায় ও সেই গ্রহ ততো কম উষ্ণ হয়। বৃহস্পতি হতে প্লুটো পর্যন্ত বহিস্থ গ্রহসমূহ অত্যন্ত শীতল। এতো শীতল যে, পানি বরফ হয়ে যায় এবং বায়ু তরল অবস্থায় থাকে। সে জন্য এ গ্রহসমূহ প্রাণী বাসের অযোগ্য। বুধ ও শুক্র সূর্যের অতি নিকটবর্তী হওয়ায় অত্যন্ত উষ্ণ। এতো উষ্ণ যে, বায়ু অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় না থেকে অন্য পদার্থের সাথে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে। এ গ্রহ দুটোতেও প্রাণী বাস করতে পারে না। পৃথিবী সূর্য হতে এমন এক দূরত্বে অবস্থান করছে যেখানে উষ্ণতা নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ খুব গরমও নয়, খুব শীতলও নয়। এ কারণে পৃথিবী মানুষ বসবাসের উপযোগী। পৃথিবী হতে আরও কিছু দূরে মঙ্গল গ্রহ। অনেক বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, সেখানেও হয়তো প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। বিভিন্ন প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে কুরআনেও উল্লেখ আছে। কারণ এমনি এমনি কোনো গ্রহকে সৃষ্টি করা হয়নি।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)

দশটি গ্রহ ছাড়া মঙ্গল (Mars) ও বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহের মধ্যবর্তী অংশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিক্রমণ করে। এদেরকে গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) বলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জ্যোতির্বিদগণ মঙ্গল (Mars) ও বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহের মধ্যবর্তী অংশে একটা ক্ষুদ্রাকার গ্রহের অবস্থান অনুমান করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এ অংশে একটা ক্ষুদ্র গ্রহ দেখতে পাওয়া যায় এবং তাকে সিরেস (Ceres) নামে অভিহিত করা হয়। এর কিছুদিন পরেই পাল্লাস (Pallas) নামে একটি গ্রহ এবং তারপর জুনো (Juno) এবং ভেস্টা (Vesta) নামে অপর দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এর ৪০ বছর পরে পঞ্চম একটা এবং তার পর এ অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকার অসংখ্য গ্রহ একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিক্রমণ করতে দেখা যায়। এদেরকে একত্রে সাধারণভাবে

www.pathagar.com

গ্রহাণুপঞ্জ (Asteroids) বলা হয়ে থাকে। ক্যামেরায় প্রায় ৪০,০০০-এর মতো গ্রহাণুপুঞ্জ ধরা পড়ে। কিন্তু এটা ছাড়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ এ অঞ্চলে অবস্থান করছে বলে ধারণা করা হয়।

ধুমকেতু ও উল্কা (Comets and Meteoroids)

গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়া সৌরজগতে ধুমকেতু ও উল্কা নামক জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের মধ্যে ধুমকেতু (Comets) দেখতে অদ্ভুত রকমের। এর একটা উজ্জ্বল মস্তক এবং তার পিছনে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ মোটামুটি উজ্জ্বল বাষ্পময় বা ধূলিকণাময় পুচ্ছ থাকে।

ধুমকেতুর এ উজ্জ্বল মস্তকটিকে কোমা (Coma) বলে। ধুমকেতুর পুচ্ছ বা লেজটি সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে। অধিকাংশ ধুমকেতু উল্কার ন্যায় ভিন্ন কেন্দ্রিক উপবৃত্তাকার পথে (Eccentric elliptical orbit) সূর্যের চারপাশে ঘুরে থাকে। ধুমকেতু সূর্যের নিকটবর্তী হলে সূর্যের আকর্ষণে ধুমকেতু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে উল্কার (Meteoroids) সৃষ্টি করে।

হ্যালি ঃ বিজ্ঞানী আর ধূমকেতু

হ্যালির ধূমকেতু একটি অতি পরিচিতি ধূমকেতুর নাম। হ্যালির ধূমকেতু প্রতি ৭৫-৭৬ বছর এটি পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। এডমন্ড হ্যালি যে ধূমকেতু প্রথম দেখেছিলেন তা নয়, তবে তিনি ১৬৮২ সালে এ ধূমকেতুর গতিবিধি পরীক্ষা করে ধূমকেতুরা যে আমাদের আকাশে ঘুরে ঘুরে আসা নিয়মিত অতিথি—এ তথ্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি সঠিক ভবিষ্যত বাণীও দিয়েছিলেন যে, ১৬৮২ সালে দেখা ধূমকেতুর ১৭৫৭ সালে পুনরায় আবির্ভাব ঘটবে। হ্যালি এক সময় আইজাক নিউটনের স্পর্শে আসেন। এর মধ্যে তিনি ধূমকেতু নিয়ে বেশ চিন্তা-ভাবনা করেন। হ্যালি নিউটনকে পরামর্শ দেন, এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে। পরে হ্যালির উৎসাহে ও অর্থ ব্যয়ে সেই বিখ্যাত বই 'প্রিনসিপিরা ম্যাথমেটিক' ১৭৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। হ্যালির মৃত্যু হয় ১৭৪২ সালে। বয়সকাল ছিল ৮৬ বছর। কাজেই এ ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব তিনি নিজে দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু ১৭৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনের রাতে জার্মানীর ড্রেস ডেনেডনে পালিংশ নামে একজন সৌখিন জ্যোতির্বিদ একটি ছোট দূরবীণ দিয়ে ধূমকেতুকে প্রথম দেখতে পেলেন। ১৭৫৯ এর শুরুতে আরও অনেকে দেখলেন। হ্যালির হিসেবের যথার্থতা প্রমাণিত হলো। ধূমকেতুরা যে সত্যি সূর্যের চারপাশে

www.pathagar.com

ঘুরপাক খায় অতি লম্বা উপবৃত্তাকার পথে তার এ আবিস্কারের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে হ্যালির নাম চিরতরে যুক্ত হলো ধূমকেতুটির নামের সাথে। ১৯৮৬ সালের হ্যালি পর্যবেক্ষণ অভিযানে বেশ ক'টি উপগ্রহ সক্রিয় হলো। বিজ্ঞানীদের প্রচণ্ড কৌতূহল ধূমকেতুটির কেন্দ্রীয় অংশ নিউক্লিয়াস নিয়ে। কি দিয়ে তৈরি সেটা ? বাষ্পীয় মেঘের অসচ্ছ আবরণ হলো কোমা। কোমার আবরণে ঢাকা থাকে নিউক্লিয়াস। ঐ অঞ্চলটা রয়েছে অদৃশ্য। ঐ অঞ্চলে হয়ত ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়ও আছে। ১৯৮২ সালের ১৬ অক্টোবর তারা দেখলেন কক্ষপথ ধরে এগিয়ে আসার সময় ঐ ধূমকেতুটি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে হচ্ছে নিষ্প্রভ। তখন পৃথিবী থেকে হ্যালির দূরত্ব ১০০ কোটি মাইল। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন না এমন কেন হচ্ছে ?

১৯৮৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী ধূমকেতুটির নয় হাজার কিলোমিটার দূরত্ব থেকে ভেগা-১ প্রথম ছবি তুললো। দেখা গেল ধূমকেতুর মাঝখানটা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ৯ মার্চ তারিখে ভেগা-২ এর ক্যামেরা ধূমকেতুর আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছবি তোলে। এতে দুটি অসাধারণ নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। এ প্রথমবারের মতো কোনো ধূমকেতুর কেন্দ্রের চেহারা দেখা গেল। ছবি বিশ্লেষণ করে জানা গেল হ্যালির কেন্দ্র ভীষণ অসম ও লম্বাটে। দেখতে অনেকটা আলুর মতো। এটা নিজের চারদিকে ঘুরছে। এর কক্ষপথ ছোট।

চিত্র ৮.

উপরোক্ত আলোচনা হতে সৌরজগত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। নিম্নে সৌরজগতের অন্তর্গত প্রধান দশটি গ্রহের কতগুলো বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

www.pathagar.com

বুধ (Mercury) ঃ সূর্যের নিকটতম গ্রহ (৫.৮ কোটি কিলোমিটার) বুধকে খালি চোখে কেবলমাত্র সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে অথবা সূর্যাস্তের কিছু পরে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য দেখতে পাওয়া যায়। উজ্জ্বলতার দিক থেকে বিচার করলে বুধের স্থান চতুর্থ। সূর্যের চারপাশে একবার পরিক্রমণ করতে বুধের ৮৮ দিন এবং নিজ অক্ষের ওপর একবার আবর্তন করতে ৫৮ দিন ১৭ ঘণ্টা সময় লাগে। ফলে সূর্যকে দুবার পরিক্রমণ করার মধ্যে বুধ তার নিজ অক্ষের ওপর তিনবার আবর্তন করে থাকে। অনুমান করা হয় যে, সূর্যের অপসূর (Perihelion) অবস্থানের সময় বুধের যে দিকটি সূর্যের দিকে অবস্থান করে তথায় উত্তাপের পরিমাণ ৪১০° সেন্টিগ্রেড (৭৭০° ফাঃ) এবং অপরদিকে উত্তাপ প্রায় সর্ব নিম্নে (Absolute Zero) নেমে যায়। অন্য কোনো গ্রহে উত্তাপের এ চরম পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। বুধগ্রহে সম্ভবত কোনো বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) নেই। কারণ বুধের উপরিভাগে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা ১০.৩ ভাগ কম। বুধ গ্রহে কোনো প্রাণীও নেই। বুধ গ্রহের গড় ঘনত্ব হলো ৫.০, যা পৃথিবীর প্রায় সমান (৫.৫)। এজন্য অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীর ন্যায় বুধের কেন্দ্রেও লোহার অবস্থান রয়েছে। বুধের কোনো চন্দ্র বা উপগ্রহ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

শুক্র (Venus) ঃ সূর্য হতে দূরত্ব অনুসারে শুক্রের অবস্থান দ্বিতীয় এবং এটা পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। পৃথিবী হতে এর দূরত্ব মাত্র ৪.২ কোটি কিলোমিটার বা ২.৬ কোটি মাইল। সন্ধ্যায় বা ভোরের আকাশে এটা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহরূপে অবস্থান করে থাকে। শুক্রগ্রহেও পৃথিবীর ন্যায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট একটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে। এ বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই (শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ) কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসপূর্ণ এবং এতে মুক্ত অক্সিজেন (Free oxigen) পরিমাণ প্রায় নেই বললেই চলে। শুক্রগ্রহ পৃষ্ঠে বায়ুচাপ ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুচাপ অপেক্ষা প্রায় ১০০ গুণ বেশী। শুক্রের পরিক্রমণ ও আবর্তনের সময় যথাক্রমে ২২৫ ও ২৪৩ দিন। শুক্রেরও কোনো চন্দ্র আবিষ্কৃত হয়নি।

পৃথিবী (Earth) ঃ সূর্য হতে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে তৃতীয় গ্রহ রূপে (সূর্য হতে দূরত্ব অনুসারে) এ বসুন্ধরা (পৃথিবী) অবস্থান করছে। পৃথিবীর গঠন, উত্তাপ, বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রভৃতি প্রাণীজগতের জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ হলো ৬,৩৭১ কিলোমিটার, (৩,৯৬০ মাইল)। এর গড় ঘনত্ব (৫.৫২) যে কোনো গ্রহ অপেক্ষা অধিক এবং কাঠিন্য ইস্পাত অপেক্ষা দ্বিগুণ। পৃথিবীর একটা মাত্র

www.pathagar.com

চন্দ্র রয়েছে। এ চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর জলভাগের ওপর জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হয়।

মঙ্গল (Mars) ঃ সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে মঙ্গল চতুর্থতম গ্রহ। মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা প্রায় অর্ধেক এবং এর ভর (MASS) পৃথিবীর ভরের ১০.১ ভাগ। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ৩.১ ভাগ। মঙ্গলের দুটি চন্দ্র বা উপগ্রহ রয়েছে। বাইরের দিকের উপগ্রহটির নাম ডিমোস (Deimos) এবং ভিতরের দিকের উপগ্রহটির নাম ফোবোস (Phobos) যা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র এবং মঙ্গলের খুবই কাছে অবস্থান করছে। মঙ্গল গ্রহের আবর্তনের সময় (২৪ ঘঃ ৩৭ মিঃ) পৃথিবীর আবর্তনের সময় অপেক্ষা মাত্র ৪১ মিনিট অধিক। পৃথিবীর নিরক্ষীয়তল, তার কক্ষতলের সাথে সর্বদা যেরূপ ২৩.৫০° কোণে হেলে থাকে, তদ্রূপ মঙ্গল গ্রহের নিরক্ষীয়তলের সাথে কক্ষতলের মধ্যস্থ ২৩° থেকে ২৪° ডিগ্রীর মধ্যে কোণ উৎপন্ন করে থাকে।

মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগেও পৃথিবীর ন্যায় কতকগুলো বিশেষ ধরনের ভূমিরূপের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে গাঢ় (যা সমুদ্ররূপে অভিহিত) ও হালকা রং এর অবস্থান (যাকে মরু অঞ্চলরূপে অভিহিত করা হয়) দেখা যায়। এছাড়া মঙ্গল গ্রহের ওপর বহু পর্বত, আগ্নেয়গিরি ও সমভূমির অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। এ সমভূমি অংশে সূক্ষ্ম লম্বা ফিতার ন্যায় বহু দাগ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলোকে জলসেচের খালের মতো দেখায়। মঙ্গলের মেরুদ্বয়ে বরফ জমতে এবং ঋতু পরিবর্তনের সাথে বরফের পরিমাণ কমতে ও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গল গ্রহেও দুই গোলার্ধে বিপরীত ঋতু পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্ম এবং উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্ম, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীত।

মঙ্গল গ্রহের বিভিন্ন অংশে প্রায়শঃই রং-এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ রং কখনও সবুজ, কখনও নীলাভ সবুজ, আবার কখনও ইটের রং এর মতো দেখায়। রং-এর এ পরিবর্তনকে বছরের বিভিন্ন সময়ে উদ্ভিদ ও কৃষিজ দ্রব্যের রং বলে অনুমান করা যায়। গাঢ় বাদামী বা ইটের রংগুলো অনাবাদী পতিত জমিসমূহ বলে মনে হয়। মঙ্গল গ্রহের গড় ঘনত্ব (৩.৯) পৃথিবী অপেক্ষা কিছু কম বলে অনুমাণ করা হয় যে, মঙ্গল গ্রহের কেন্দ্রে লোহার পরিমাণ কম এবং প্রস্তরের পরিমাণ অধিক। মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল অধিক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। এটা সম্ভবত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ১০.১ ভাগ মাত্র। মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ উভয়ই

www.pathagar.com

খুব কম রয়েছে। মঙ্গল গ্রহে উত্তাপের পরিমাণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে ৩০° সেঃ —৪০° সেঃ (৮৫° ফাঃ—১০০° ফাঃ) এবং উত্তরে ও দক্ষিণে এ উত্তাপের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে গেছে। রাত্রিকালে তাপমাত্রা ১৮° সেন্টিগ্রেড বা ০ ফাঃ ও নিম্নে নেমে যায়।

পৃথিবী ছাড়া অন্য সকল গ্রহের মধ্যে মঙ্গল গ্রহেই জীবনের স্পন্দনের সম্ভবনা খুবই উজ্জ্বল বলে মনে করা হতো। সাম্প্রতিক উপগ্রহ সমীক্ষায় জানা গেছে, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল জীবন ধারণের অনুকূল নয়।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ মনে করছেন যে, মঙ্গল গ্রহের বিভিন্ন অংশে রং এর এ পরিবর্তন হয়তো উত্তাপের তারতম্যে, নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ডের পরিবর্তনের ফলে ঘটছে। এটা যদি সত্য হয় তবে মঙ্গলগ্রহ মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলেই বিবেচিত হবে।

বৃহস্পতি (Jupiter) ঃ সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। এজন্য একে গ্রহগণের গুরু বলা হয়। আয়তনে বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা ৩০ গুণ এবং এর নিরক্ষীয় অঞ্চলের ব্যাসার্ধ পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১১ গুণ বড়। সূর্য হতে দূরত্ব অনুসারে বৃহস্পতির স্থান পঞ্চম। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃহস্পতিকে দেখলে একটা চ্যাপ্টা গোলাকার চাকতির ন্যায় দেখায়, যার উপরিভাগে কতগুলো হালকা ও গাঢ় রং-এর রেখা বৃহস্পতির নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমান্তরালে অবস্থান করতে দেখা যায়। এ সমান্তরাল রেখাগুলো কতকগুলো বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের অবস্থানের ফলে অসমান দেখায়। এ মেঘপুঞ্জগুলোকে বেশ কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহব্যাপী লক্ষ্য করলে তাদের আকৃতির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বায়ু বলয়ের ন্যায় বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলেও যে প্রবাহ চলে তার জন্যই এ রেখাগুলোর উৎপত্তি হয়ে থাকে। বৃহস্পতিরও শনি গ্রহের ন্যায় বলয় দেখা গেছে। তবে বলয়টি শনির বলয়ের মতো অতটা উজ্জ্বল নয়।

বৃহস্পতি গ্রহ থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তা পরীক্ষা করে (Spectroscopic analysis) দেখা গেছে যে, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল প্রধানত অ্যামোনিয়া (NH_3) ও মিথেন (CH_4) গ্যাস দ্বারা গঠিত। এ সকল গ্যাসে হাইড্রোজেনের আধিক্য বৃহস্পতির গঠনে হাইড্রোজেনের প্রাধান্যের কথা প্রমাণ করিয়ে দেয়। বৃহস্পতির আবর্তন ও পরিক্রমণের সময় যথাক্রমে ৯ ঘন্টা ৫০ মিনিট ও ১২ বছর। বৃহস্পতির চন্দ্রের সংখ্যা ১২, অর্থাৎ অন্যান্য সকল গ্রহ অপেক্ষা বেশী। এ চন্দ্রগুলোর মধ্যে লো (Lo), ইউরোপা (Europa), গ্যানিমেডি (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto) নামে

www.pathagar.com

চারটি বৃহৎ চন্দ্রকে সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও (Galileo) সর্বপ্রথম এ চারটি চন্দ্রকে দেখেন বলে এরা গ্যালিলিও উপগ্রহ (Galilean Satellites) নামেও পরিচিত।

শনি (Saturan) ঃ শনিগ্রহ তার বলয়ের জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এ গ্রহের চতুর্দিকে মাঝ বরাবর তিনটি বলয়যুক্ত একটা চক্র রয়েছে যা শনি গ্রহকে চিনতে সাহায্য করে। আয়তন হিসেবে এটা দ্বিতীয় (বৃহস্পতির পরেই) এবং সূর্য হতে দূরত্ব হিসেবে এর স্থান ষষ্ঠ। শনির ১০টি চন্দ্র বা উপগ্রহ রয়েছে। এর মধ্যে ফোব (Phoebe) নামক চন্দ্রটি দূরতম। এটা ১২৮ লক্ষ কিলোমিটার বা ৮০ লক্ষ মাইল ব্যাসার্ধে শনির চারপাশে ঘুরছে। শনির গঠন অনেকটা বৃহস্পতিরই মতো এবং এতেও হাইড্রোজেনের পরিমাণ বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক।

ইউরেনাস (Uranus) ঃ এটা তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ (বৃহস্পতি ও শনির পরেই) এবং সূর্য হতে দূরত্ব অনুসারে এর স্থান সপ্তম। পৃথিবী হতে এ গ্রহের দূরত্ব (সম্প্রতি শনি গ্রহের আর একটি বলয় অর্থাৎ চতুর্থ বলয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে) এতো অধিক যে, ভালোভাবে একে দেখা যায় না। এ গ্রহে মিথেনের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় এবং অ্যামোনিয়া খুব অল্প পরিমাণে এ গ্রহে রয়েছে। ইউরেনাসের ৫টি চন্দ্র রয়েছে। সম্প্রতি ইউরেনাসেও শনি গ্রহের ন্যায় বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে।

নেপচুন (Neptune) ঃ নেপচুন গ্রহটিও পৃথিবী হতে এতো অধিক দূরে অবস্থিত যে, খালি চোখে একে প্রায় দেখাই যায় না। সূর্য হতে দূরত্ব অনুসারে এর স্থান অষ্টম। নেপচুনের গঠনও ইউরেনাসেরই মতো এবং এখানেও মিথেন গ্যাসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। নেপচুনের দুটি চন্দ্র রয়েছে।

প্লুটো (Pluto) ঃ প্লুটো সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রহ এবং সূর্য হতে দূরত্ব হিসেবে এর অবস্থান নবম। এর কক্ষপথ কিছুটা ভিন্নকেন্দ্রী (Eccentric) বলে অন্যান্য গ্রহসমূহের কক্ষপথের সাথে এর কক্ষপথ কিছুটা অংশে মিলে গেছে। এ কারণে প্লুটোকে তার নিজস্ব একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ গ্রহটি মাত্র ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

ভলক্যান (Volcan) ঃ সম্প্রতি জ্যোতির্বিগণ আরও একটা গ্রহ অর্থাৎ দশম গ্রহের অসিত্বে কথা বলেছে। এটা প্লুটো হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এটাই হলো বর্তমানে শীতলতম গ্রহ এবং সূর্য হতে এর দূরত্ব সর্বাধিক।

www.pathagar.com

৫. মহাশূন্যে বিবর্তনের ধারা

বিজ্ঞানীদের মতে নেবুলা বা নীহারিকা থেকে বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা। নীহারিকা ভেঙে ভেঙে শত শত নক্ষত্রের সৃষ্টি। সৌরমণ্ডলীয় পদ্ধতি অনুসারে মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয় এবং কোনো কোনো সময় একটির সাথে অন্য আর একটির সংঘর্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অনেক সময় তারকা ঊর্ধাকাশ থেকে নিম্নদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ শয়তানকে তাড়া করার জন্য উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে থাকেন। এখন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কক্ষচ্যুত ও কুরআনের দৃষ্টিতে শয়তানকে তাড়ানোর মধ্যে একই ভাব প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○ - الانفطار : ١-٢

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। যখন নক্ষত্ররাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-২

وَاذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ○ - المرسلت : ٩

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।"–সূরা আল মুরসালাত ঃ ৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○ - ابرهيم : ١٩

"তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১৯

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ○ - حم السجدة : ١١

"অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিলো ধূম্রকুণ্ড বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।"–সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ১১

www.pathagar.com

এখানে দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর। তারপর তিনি যখন বিশ্বজগত সৃষ্টি করতে মনোনিবেশ করেন তখন উর্ধাকাশের দিকে তাকালেন এবং ধুম্রপুঞ্জ বিশ্বলোকে রূপ নিলো। ধুয়া ছিল বস্তুর আদিম অবস্থা। সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব গ্রহণের পূর্বে এক নিরাকার বিশৃঙ্খল অংশ বিশিষ্ট ধূলিকণার মতো মহাশূন্যে বিস্তীর্ণ হয়েছিল। বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা এ জিনিসকে নেবুলা বা নীহারিকা বলেন। বিশ্বসৃষ্টির মৌল উপাদান, ধুম্র বা নীহারিকার রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এ থেকে তিনি (আল্লাহ) বিশ্বজগত, আসমান, যমীন ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছিলেন।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ لقمن : ٢٩

"তিনি চন্দ্র সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"
–সূরা লুকমান ঃ ২৯

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط ـ فاطر : ١٣

"তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই।"–সূরা আল ফাতির ঃ ১৩

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ـ الزمر : ٥

"তিনি যথাযথভাবে আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্র তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখো তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"
–সূরা আয যুমার ঃ ৫

www.pathagar.com

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - يس : ٣٨

"এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○ - يس : ٤٠

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০

এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ আছে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর সূর্যের এ পরিক্রমণ তথা বিবর্তন পরিবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং চন্দ্রের পরিক্রমণেরও একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থলে পৌঁছানোর পর। আধুনিক বিজ্ঞান আজ যে সম্পর্কে অনেক কিছুই নির্দিষ্ট করে বলতে সক্ষম যেমন নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হবার ব্যাপারটা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। ফলে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার ঘটেছে পরিসমাপ্তি। বিবর্তনের একই ধারায় সূর্যের উত্তাপ হ্রাস পাচ্ছে বলেও নিরীক্ষায় ধরা পড়েছে। অতএব এভাবে নক্ষত্রসমূহ যখন বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে যায় তখন তাদের উত্তাপ আলো বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় সেসব নক্ষত্রের উপরিস্তরের ঘনত্ব। এমনিভাবে বিবর্তনের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যা কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○ - الرحمن : ٣٧

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৭

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ○ - الرحمن : ٢٦

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সকলই নশ্বর।"–সূরা আর রহমান ঃ ২৬

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○ - القيمة : ٨-٩

"এবং যখন হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে।"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৮-৯

www.pathagar.com

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ○ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ○ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ○

"যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, এবং যখন পবর্তমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে।"

–সূরা আল মুরসালাত ঃ ৮-১০

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ○ - التكوير : ١-٢

"সূর্য যখন নিক্ষিপ্ত হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।"

–সূরা আত তাকবীর ঃ ১-২

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○

"এতে যেনো আকাশজগত বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পবর্তরাজী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৯০

এখানে দেখা যায় যে, মহাশূন্য বিবর্তনের ধারা সৃষ্টি লগ্ন থেকে আজও চলছে। বিজ্ঞানীগণ প্রায়ই আকাশজগতে নতুন নতুন গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কার করছেন এবং একটি গ্রহ বা উপগ্রহ এক একটা থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন দূরত্বে অবস্থান করছে। আবার কখনো অজানা গ্রহ-নক্ষত্র খসে পড়ছে আমাদের চোখের অন্তরালে। আবার অনেক গ্রহ-উপগ্রহ নিজ বলয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু যার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "একদিন সূর্য অস্ত গেলে নবী করীম (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে পৌছে (আল্লাহকে) সিজদা করে। অতপর (পুনরায় উদিত হবার) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবুল হবে না এবং (যথারীতি উদিত হবার) অনুমতি চাইবে, কিন্তু সে অনুমতি আর মিলবে না। (বরং) তাকে নির্দেশ দেয়া হবে, যে পথে এসেছো, সে পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণীর যথার্থতা এবং সূর্য তার নির্ধারিত (কক্ষ) পথে চলে। ওটাই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার বিধান।"–বুখারী

www.pathagar.com

৬. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পুনঃ সৃষ্টি

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলেন। তাঁদের ধারণায় একটা ছায়াপথ থেকে আর একটা ছায়াপথ ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ছায়াপথের দূরে সরে যাবার দরুন মহাবিশ্বের পরিসীমার পরিধি ততটাই বিস্তৃতি লাভ করবে।

এ ব্যাপারে কুরআনের সমর্থনে বিজ্ঞান এবং কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝ - الذريت : ٤٧

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۝ وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝

"আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে, আমার আদেশতো একটা কথায় নিষ্পন্ন চক্ষুর পলকের মতো।"–সূরা কামার ঃ ৪৯-৫০

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝ - الشمس : ٥-٦

"শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর, শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাঁকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর।"–সূরা আশ শামস ঃ ৫-৬

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে দেখা যায় যে, আল্লাহই মহা-সম্প্রসারণকারী। বৈজ্ঞানিক ইউটুন হাবলের দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, দূরবর্তী গ্যালাক্সিই মিলকীওয়ে গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর অর্থ হলো মহাবিশ্ব সর্বদা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এখন থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ও রসূল (স)-এর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরাও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও পশ্চাদপসরণ স্বীকার করেছেন। তাঁরা আরো স্বীকার করেছেন যে, মহাবিশ্বে মিলকীওয়েই একমাত্র গ্যালাক্সি নয়। এ মহাবিশ্বে এক গ্যালাক্সির পর আর এক গ্যালাক্সি কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। একটির সাথে কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই আর একটির সংঘর্ষ হয় না। বৈজ্ঞানিকদের মতে, আমাদের নিকটবর্তী গ্যালাক্সিগুলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩ শত মাইল বেগে পশ্চাদপসরণ করছে। আর দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো প্রতি সেকেণ্ডে

www.pathagar.com

প্রায় ১,৫০,০০০ মাইল বেগে পশ্চাদপসরণ করছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্ব সর্বদা সম্প্রসারিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ○ - التكوير : ١٥

"আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের।"-সূরা তাকবীর ঃ ১৫

وَالسَّمَاۤءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○ - الذريت : ٤٧

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

মহাবিশ্বে নক্ষত্রসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনে হলেও তারা বিক্ষিপ্ত নয় বরং বিভিন্ন গ্যালাক্সিতে আবদ্ধ। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো দিগন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যারপর আর কোনো গ্যালাক্সি নেই। আর মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত আবিষ্কার করাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ যাবতকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ১০০ কোটির বেশী গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন। তবে পাশাপাশি দুটি গ্যালাক্সির দূরত্ব হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। তাই এ মহাবিশ্বে বিদ্যমান ১০০ কোটি গ্যালাক্সি কতো বিশাল এলাকা জুড়ে আছে তা মানুষের কল্পনাতীত। যদি একটা গ্যালাক্সি প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার মাইল বেগে এগিয়ে আসে বা পশ্চাদপসরণ করে তা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ডপলার ইফেকট আবিষ্কার করেন যে, গ্যালাক্সির নক্ষত্রসমূহ প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে বা পশ্চাদপসরণ করছে। এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে যে—

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ○ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ○ - التكوير : ١٥-١٦

"আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।"–সূরা আত তাকবীর ঃ ১৫-১৬

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, নক্ষত্রগুলো পশ্চাদপসরণ করে কিন্তু এগুলো এতো দূরে যে মানুষের চোখে বা যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলো যেমন মিলকীওয়ের কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে তদ্রূপ অন্যান্য গ্যালাক্সির নক্ষত্রসমূহেরও গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে নিজস্ব গতি থাকতে পারে কিন্তু তার সাথে যুক্ত হয়েছে পশ্চাদপসরণ গতি। গ্যালাক্সির এ পশ্চাদসরণের অর্থ দাঁড়ায় যে, মহাবিশ্ব সর্বদা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে যে—

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝- الذريت : ٤٧

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

এখানে আরো দেখা যায় যে, আল্লাহ তাঁর সপ্ত আসমান ও যমীন সম্প্রসারিত করছেন। সুতরাং বিজ্ঞানীদের মতের সাথে কুরআনের হুবহু মিল আছে। কারণ বিজ্ঞানীরা কুরআনের ওপর নির্ভর করেই আবিষ্কারের দিকে এগুচ্ছেন বলে মনে হয়।

অপরদিকে মহাবিশ্বে মহাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এক সময় শুরু হতে পারে মহাবিশ্বের সংকোচন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে—

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝- الانبياء : ١٠٤

"সেদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

এ আয়াতে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরা কুরআনকে সমর্থন করে। না করে উপায় কি ? কুরআন হলো বিজ্ঞানের মূল।

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝- الانفطار : ١-٢

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্ররাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-২

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ ..... وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝- الانشقاق : ١، ٣

"যখন আসমান দীর্ণ হবে ...... আর যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে।"

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে উল্লেখ আছে যে, যখন নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, তখন নিশ্চয়ই এগুলো মহাকর্ষণ শক্তির বলে মূল কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ঝরে পড়বে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের মতে সংকুচিত হবে।

www.pathagar.com

নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়ার অর্থ এ নয় যে, তা পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়বে। কারণ যে কোনো এক একটি নক্ষত্র পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী বড়, যেমন সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। তবে গ্রহ নক্ষত্রগুলো কেন্দ্রে ঝরে পড়ে সৃষ্টি হবে এক বিশাল ভূপিণ্ড। শেষ বিচারের দিন এটাই হবে হাশরের মাঠ, সেখানে আল্লাহর বান্দাদের নেকী-বদীর বিচার করা হবে।

তবে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থের একস্থানে মিলিত হবার কারণে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হবে অকল্পনীয় শক্তিশালী। ফলে এ একত্রিত বিশাল ভূপিণ্ড ক্রমান্বয়ে আরও বেশী সংকুচিত হতে থাকবে একটা বিন্দুতে এবং এর অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ ও তাপের কারণে পুনরায় বিস্ফোরণের ফলে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পুনঃ সৃষ্টি হবে এক মহাবিশ্ব যা সূরা আল আম্বিয়ার ১০৪ আয়াত এবং সূরা আল আনকাবুতের ১৯ ও ২০ আয়াতে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে। যেমন—

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُّعِيدُهُ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ - الانبياء : ١٠٤

"সে দিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

"তারা কি লক্ষ করে না যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন, এতো আল্লাহর জন্য সহজ।"
–সূরা আল আনকাবুত ঃ ১৯

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ - العنكبوت : ٢٠

"বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ২০-২১

www.pathagar.com

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ ○ - يونس : ٣٤

"বলো, তোমরা যাদেরকে শরীক করো তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটায়? বলো আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান। সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছো।"-সূরা ইউনুস ঃ ৩৪

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○ - الروم : ١٩

"তিনি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।"-সূরা আর রূম ঃ ১৯

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ق مِّنَ
الْاَرْضِ ق اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ○وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ
قٰنِتُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ
الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তার জন্য অতি সহজ। আকাশজগত ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"-সূরা আর রূম ঃ ২৫-২৭

পৃথিবী ক্রমেই সম্প্রসারণ হচ্ছে

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। এর আকৃতি কুমড়ার মত। এর মধ্যভাগ চওড়া, দুই মেরু অপেক্ষাকৃত সরু। বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, এমন কি পৃথিবী ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, গত দু দশক ধরে বিষুব রেখা অঞ্চলে পৃথিবীর কটি রেখা সংকুচিত হয়। এরপর ৯৮ সাল থেকে এটি পুনরায় সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছে। গত ২৫ বছর মহাকাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গবেষকরা বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করেছেন।

তারা বলেছেন, পৃথিবীর হিম মুকুট গলতে শুরু করার কারণে পৃথিবীর ঘন শিলাস্তরে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। প্রায় ৪ বছর আগে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবী পুনরায় প্রশস্ত হতে শুরু করেছে এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু বলেননি। এর পরিবর্তে তারা বলেছেন, এ কারণে পৃথিবীর ভরের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

ক্রিস্টোফার কক্স ও বেঞ্জামিন চাও নামের দুই বিজ্ঞানী গত ২৫ বছর যাবত পর্যবেক্ষণের পর বললেন, আগের চেয়ে পৃথিবী স্ফীত হয়েছে। যদিও এ স্ফীতির পরিমাণ খুবই সামান্য। তাদের হিসাবে আগের চেয়ে পৃথিবীর পরিধি মাত্র এক কিলোমিটার বেড়েছে। ভূ-গর্ভস্থ শীলাস্তরে ফাটল এ স্ফীতির অন্যতম কারণ বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু বাকরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন কাল (এর আবর্তন) যে রূপ ছিলো, (বছর) আবর্তিত হতে হতে আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।”–বুখারী

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (স) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্যকে সংকুচিত করা হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটো নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখো তখন আল্লাহকে স্মরণ করো।–বুখারী

❒

www.pathagar.com

৭. আন্তঃ আকাশ সীমান্ত গঠন

পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বজগতে সপ্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক একটা স্তর এক একটা স্তর হতে পৃথক। যদি একক হতো তবে সপ্ত আসমান ও যমীন বলা হতো না। এ সপ্ত আকাশের সীমানা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, গ্যাস, ধূলিকণা, নক্ষত্রপু ইত্যাদি ও অন্যান্যভাবে দেয়াল সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন যে—

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ○ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ○ - الحجر : ١٥-١٦

"তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে ; বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। এটা আমাদের কীর্তি বিশেষ যে, আসমানে আমরা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ বানিয়েছি, সে সবকে দর্শকদের জন্য (তারকারাজি দ্বারা) সুসজ্জিত করেছি।"–সূরা আল হিজর ঃ ১৫-১৬

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ○ - النبا : ١٩

"আর আসমানকে খুলে দেয়া হবে এবং তাতে বহু দুয়ার হয়ে যাবে।"–সূরা আন নাবা ঃ ১৯

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○ - الذريت : ٤٧

"আমি আকাশজগতকে সৃষ্টি করেছি আমার ক্ষমতার বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

উপরোক্ত আয়াতগুলো হতে বুঝা যায় যে, সপ্ত আসমান সম্প্রসারণশীল তথাপি এক আকাশ হতে অন্য আকাশে যে কোনো স্থান দিয়ে গমন করা সম্ভব নয়। এক আসমান থেকে অন্য আসমানে গমন করার নির্দিষ্ট পথ ও দরজা আছে। পাশাপাশি দুই স্তর আসমানের মধ্যবর্তী আন্ত আকাশ সীমানা আছে, নতুবা দরজা খোলা বা দরজার কথা বলা হতো না।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

www.pathagar.com

"আল্লাহ তো তিনিই যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী পর্যায় হতেও তারই মতো। এ দুয়ের মধ্যে বিধান নাযিল হতে থাকে। তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"–সূরা আত তালাক ঃ ১২

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সপ্তস্তর আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক স্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যমীন বা গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন। যমীন বলতে শুধু পৃথিবীর যমীনকেই বুঝায় না, যে কোনো গ্রহ নক্ষত্রকেই যমীন বলা যায়। প্রতিটি আসমানের অজস্র নক্ষত্রই ঐ আসমানের যমীন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

"আমিতো তোমাদের ঊর্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টির বিষয়ে অসতর্ক নই।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৭

এ বিশ্বজগতে কতো গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র জানা অজানা কতো যে সৃষ্টি বিরাজমান, আমাদের ধারণা সীমিত বলে তা অনুধাবন করতে পারি না। প্রত্যেকটা সৃষ্টি একে অপর হতে আলাদা। প্রত্যেক সৃষ্টির গণ্ডী ভিন্ন, কেউ কারো গণ্ডিতে প্রবেশ করে না। যদি কোনো সময় কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে তবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

❐

www.pathagar.com

৮. মহাকাশে মহাপ্রাচীর

সেবা রহস্য পত্রিকা, প্রকাশনী অক্টোবর '৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে যে, মহাশূন্যের গ্যালাক্সিপুঞ্জে মহা এক প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। পত্রিকায় বলা হচ্ছে যে, এটাই এ যাবতকালের মধ্যে আবিষ্কৃত মহাবিশ্বের সর্ববৃহৎ কাঠামো। তারকারাজী, আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণার এ বিশাল দেয়ালটি দৈর্ঘে ৫৬০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ এবং পুরুত্ব ১৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। মহাকাশের এ মহাপ্রাচীরের খোঁজ পেয়েছেন হাভার্ডস্মিথ সোনিয়ান মহাকাশ পদার্থ বিদ্যা কেন্দ্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্গারেট জেলেনার এবং জন. বি. হুচারা।

এমন হতে পারে এটাই শুধু প্রথম আকাশ, সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হয়তো সমতল। সাতস্তর আকাশ হয়তো সাতটি তাকের মতো একটার অনেক ওপর আর একটা। এমনও হতে পারে, সম্প্রতি আবিষ্কৃত এ মহাপ্রাচীর প্রথম আকাশের একটা অংশ। হয়তো এ রকম অনেকগুলো খণ্ডের মাধ্যমে প্রথম আকাশ গঠিত হয়েছে এবং তাদের মধ্য দিয়ে পথ আছে। যা হোক মহাবিশ্বে যখন একটা মহাপ্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গেছে সেহেতু সাতস্তর আসমান অযৌক্তিক কিছু নয়। সম্ভবত এ মহাপ্রাচীর সর্বনিম্ন আকাশ কিংবা সর্বনিম্ন আকাশের অংশবিশেষ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ـ النبا : ١٢

"আর নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধদেশে সুবিনস্ত সপ্ত আকাশ।"
–সূরা আন নাবা ঃ ১২

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ـ النبا : ١٩

"আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।"
–সূরা আন নাবা ঃ ১৯

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

"সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তার বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বে।"–সূরা আল হাক্কা ঃ ১৫-১৬

www.pathagar.com

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ - الانفطار : ٢

"যখন নক্ষত্ররাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"-সূরা আল ইনফিতার ঃ ২

সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ঝরে পড়বে এবং একত্রিত হয়ে হাশরের মাঠ প্রস্তুত করবে।

❑

www.pathagar.com

৯. সৃষ্টির পরিবর্তন

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ○ - ق : ١٥

"আমি কি প্রথমবারই সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে পুনঃ সৃষ্টির বিষয় তারা সন্দেহ পোষণ করবে।"–সূরা কাফ : ১৫

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ○ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ○

"তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।"–সূরা ফাতির : ১৬-১৭

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ

بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْىِ الْمَوْتٰى ط بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

"তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সকলের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল আহকাফ : ৩৩

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ○ - ابرهيم : ٤٨ - ٤٩

"যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশ-জগত এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে যিনি এক মহা-পরাক্রমশালী। সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়।"–সূরা ইবরাহীম : ৪৮-৪৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ

بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ○ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ○- ابرهيم : ١٩-٢٠

"তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে

www.pathagar.com

পারেন এবং নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন এবং এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১৯-২০

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○ - الروم : ١١-١٢

"আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীগণ হতাশ হয়ে পড়বে।"–সূরা আর রূম ঃ ১১-১২

এবং তাঁরই নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি, অতপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে ওঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ - الروم : ٢٦-٢٧

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই। সকলে তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনরবার, এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশজগত ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আর রূম ঃ ২৬-২৭

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ - العنكبوت : ١٩-٢٠

"তারা কি লক্ষ করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন ? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। বলো পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আনকাবূত ঃ ১৯-২০

www.pathagar.com

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা বর্তমান এমন একটি পৃথিবীর চেয়ে আরো শত শত পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন এ বিশ্বজগতে কত বিলিয়ন গ্রহ উপগ্রহ আছে যার আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী ধারণাও করতে পারে না। পূর্বে মানুষ ভাবতো আমরা যে সূর্য বা চন্দ্র দেখি এটা ছাড়া আর কোনো চন্দ্র বা সূর্য নেই। কিন্তু জানা যায় যে, পৃথিবীর বাইরেও আরো পাঁচ বা ততোধিক সূর্য আছে। এরূপ চন্দ্রও আছে। গ্রহ উপগ্রহের কোনো হিসাব নেই। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোনো কিছু সৃষ্টিতে আনয়ন করতে পারেন এবং ধ্বংস করে দিতে পারেন। কারণ আল্লাহ একক সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টিকে তিনিই রূপদান করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা সর্বকৌশলের শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

হাদীসে বর্ণিত আছে, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) একদা জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যতবার আমার নিকট এসে থাকেন, তার চেয়ে অধিক আমার সাথে দেখা দেন না কেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ○ - مريم : ٦٤

"আমরা আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া আসতে পারি না। আমাদের আগে-পিছের এবং এ উভয়ের মাঝখানের সবকিছুই তারই নিয়ন্ত্রণে। আর আপনার রব কখনোও ভুলেন না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৬৪

এখানে দেখা যায় যে, আগে পিছে এবং উভয়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যেভাবে ইচ্ছা চালান, সৃষ্টি করেন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং পরিবর্তনকারী।

❑

www.pathagar.com

১০. পৃথিবী

সূর্যের মতো পৃথিবীও একটা জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড ছিলো। কিন্তু আবর্তন ও বিবর্তনে এবং তাপ কিরণের ফলে ঠাণ্ডা হয়ে কালক্রমে পৃথিবী উদ্ভিদ, মনুষ্য ও প্রাণীর বসবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। পৃথিবী সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মনুষ্য ও প্রাণীর বসবাস উপযোগী করে। তাই কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাঁদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৭

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ

تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে আল্লাহ আকাশ হতে যে বারীবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে,

www.pathagar.com

বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○ - الانعام : ١

"প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। এতদসত্ত্বেও কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"–সূরা আল আনআম ঃ ১

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الرعد : ٣

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৩

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ - الرعد : ٤

"পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, তাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুরবৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসেবে তাদের কতককে কতকের ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৪

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ○ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ○

"পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পবর্তমালা স্থাপন করেছি, আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদগত করেছি সুপরিমিতভাবে। এবং তাতে

www.pathagar.com

জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাদের জীবিকা দাতা নও তাদের জন্যও।”–সূরা আল হিজর ঃ ১৯-২০

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

“এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো।”

–সূরা আন নাহল ঃ ১৫

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○ ـ طه : ٥٣ـ٥٤

“যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার করো ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য।”–সূরা ত্ব-হা ঃ ৫৩-৫৪

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ○

“বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসোপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি ? তবুও তাদের অনেকেই জানে না।”–সূরা আন নামল ঃ ৬১

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ○ ـ حم السجدة : ١٠ .

“তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।”–সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ১০

www.pathagar.com

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"রাত-দিনের পার্থক্যে, আবর্তনে, আর সেই আহারে যা আল্লাহ আসমান থেকে নাযিল করেন, পরে তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত করে দেন ; আর বাতাসের আবর্তে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায়।।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ৫

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○ فِيْهَا فَاكِهَةٌ صلے وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○ - الرحمن : ١٠-١٢

"তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। এতে রয়েছে ফলমূল এবং খর্জুরবৃক্ষ যার ফল আবরণমুক্ত এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।"–সূরা আর রহমান ঃ ১০-১২

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○ - الملك : ١٥

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ করো, পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।"–সূরা মুলক ঃ ১৫

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ○ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ○ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○ - النزعات : ٣٠-٣٢

"এবং পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা হতে বহির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ। এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর ভোগের জন্য।"–সূরা আন নাযিয়াত ঃ ৩০-৩৩

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে দেখা যায় মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসোপযোগী করে। পৃথিবীর ভিতর সৃষ্টি করেছেন সাগর ও নদনদী এবং বর্ষার পানি ধরে রাখার জন্য করেছেন জলাধার। বারিপাত হওয়ার নিমিত্ত সৃষ্টি করেছেন

www.pathagar.com

তথায় উদ্ভিদ। পৃথিবীকে ঠিক রাখার জন্য এর মধ্যে রেখেছেন সুউচ্চ পর্বতমালা। গৃহপালিত পশুর জন্য করেছেন সবুজ প্রান্তর। মাছের জন্য সাগর আর নদনদী, ডোবা জলাধার। প্রস্রবণে সৃষ্টি করেছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। প্রাকৃতিক বৈচিত্রময় করে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিজগত। আর এ বৈচিত্র না থাকলে কাউকেই হয়তো রাখতেন না। তাই পৃথিবীতে জীবনের সমাহার আর এ সমাহারের মূল উৎস পানি। সে জন্য বলা হয় পানির অপর নাম জীবন। কারণ পানি না থাকলে মাটি শুষ্ক হয়, তাতে কোনো ফসল হয় না। কিন্তু পানি পেলে মাটিও সতেজ হয় এবং তার বুক ফেড়ে বের হয় তৃণ, গুল্মলতা ও উদ্ভিদ। জীব ও উদ্ভিদ জীবনের উন্মেষের জন্য অত্যাবশ্যক হয় পানি। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ○

........وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ○

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ○ ....رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ

بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○ - ق : ٧، ٩-١١

"আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদগত করেছি নয়নপ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। .... আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। ...... আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুত্থান ঘটে।"

–সূরা ক্বাফ : ৭, ৯, ১১

❐

www.pathagar.com

১১. মহাশূন্য অভিযান ও সাফল্য

নিত্য নতুন আবিষ্কারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশী। তাই পৃথিবীতে থেকে সে ভাবে নিলাভ আকাশে কি আছে, কোথা থেকে সসার আসে, আলোর ঝিল্লী কোথায় ? চন্দ্রের সীমানা কোথায় ? নক্ষত্রপুঞ্জের স্থিতি, তারকার মিটি মিটি আলো কোথা থেকে আসে ? এসব চিন্তা করতে করতে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রথম উপগ্রহ স্ফুটনিক-১ উৎক্ষেপণ করলেন। তার সাথে পাল্লা দিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও এক্সপ্লোরার-১ ছাড়লো এবং এভাবে উপগ্রহের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলো। প্রথমত পাঠানো হলো লাইকা নামের একটি কুকুর, পরে বানর এবং শেষে মানুষ। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল রাশিয়ার বিজ্ঞানী ইউরি এ্যালেকাস এডিক গ্যাগারিন প্রথম মহাকাশ পরিভ্রমণ করেন। তার পরে টিটভ, নিকোলায়েভ, পোপোভিচ, বাইকোভস্কি, লিওনিভ প্রমুখ মহাকাশ ঘুরে আসেন। এঁদের মধ্যে একজন মহিলাও অংশ নিয়েছিলেন তাঁর নাম ভ্যালেনটিনা তেরেশকোভা। এদের পরে ১৯৬২ সালে আমেরিকান গ্লেন প্রায় ৫ ঘণ্টায় তিনবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। অপরপক্ষে কুপার ৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ২২বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। পরে রাশিয়ার নিকোলায়েভ ৯৪ ঘণ্টা ২২ মিনিটে ৬৯বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন এবং বাইকোভস্কি ১১৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট মহাকাশে কাটান। আর কোমারভ, ইয়েগোরাভ, ওফিওকতিস্তভ তিনজন মহাকাশে এক সাথে ২৪ ঘণ্টা কাটান। শেষে আমেরিকার বরম্যান ও লোভেল একাধিক্রমে ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট মহাশূন্যে এক সাথে কাটিয়ে এবং ২০৬ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে নেমে এলেন পৃথিবীতে।

১৯৬৫ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মহাকাশে দুটি মহাকাশযানকে পাঠিয়ে দিয়ে একটার সাথে আর একটার গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলেন। জেমিনি-৮, জেমিনি-৯, জেমিনি-১০ এ তিনটি যান এ কাজ হাসিল করলো এবং আমেরিকার মহাকাশচারী শারম্যান ২ ঘন্টারও বেশী সময় সীমাহীন মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন। এর পরই ১৯৬৫ সালের ১৮ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়ার আলেকসি লিওনভ ভোস্কদ-২ নামক মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে সীমাহীন মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ান। মহাশূন্যে হাঁটার সময় শূন্যে ভাসমান মহাশূন্যের ধূলো জানাকি উল্কা গুড়ো থেকে তৈরী হয়, তাও তারা সংগ্রহ করেছিলো।

www.pathagar.com

এরপর চাঁদ ও মংগল গ্রহে যাবার পালা। ১৯৬৯ সালে ২১ জুলাই অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান ও তার ভেলা আমেরিকার কেম্পকেনেডী থেকে মাইকেল কলিন্‌স, নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন-ই অলড্রিনকে নিয়ে চন্দ্রে যাত্রা করে এবং মূল মহাকাশযানে মাইকেল কলিন্‌স থেকে গেলো এবং ভেলাতে চড়ে নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদে নামলো। নীল আর্মস্টিং প্রথমে চাঁদে নেমে কিছু নুড়ি পাথর ও মাটি তুলে স্পেস স্যুটের পকেটে পুরে ছিলেন। প্রথমত সে চন্দ্রে একটা ধাতুর ফলক আটকে দিয়ে পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পতাকা পুঁতে দিলেন। এডউইন-ই অলড্রিন পরে লুনার মডিউলে ফিরে পৃথিবীতে নেমে এলেন। এরপরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অভিযানের মাধ্যমে চাঁদ সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মধ্যে একটি বিভক্তিকরণ দাগ দেখতে পান যা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অংগুলি ইশারায় বিভক্ত হয়েছিলো। এ ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। পঞ্চম অভিযানে আলট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মিতে ফটো তুলতে পারে এমন একটা ক্যামেরা, আর বর্ণালীবিক্ষণ যন্ত্র বসিয়ে আসেন যাতে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

পরের অভিযান ছিলো অ্যাপেলো-১৭, ১৯৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে। আর ১৯৭৫ সালের ১৬ জুলাই আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ মহাকাশ অভিযান। সবাই চায় মহাকাশে কি আছে তা দেখতে।

১৯৬২ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেরিনার-২ নামে একটা রকেট শুক্র গ্রহে পাঠায়। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২২ জুলাই ১৯৭২ সনে শুক্র গ্রহের বুকে রকেট নামিয়ে দেয়। এদিকে মংগল গ্রহেও রকেট পাঠানো হয়। রাশিয়ার মার্স-৫ নামক রকেটটি মংগল গ্রহের বুকে নেমেছিলো।

১৯৭২ সালের ৩ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা গ্রহান্তর অভিযানে আর একধাপ এগিয়ে যায় এবং পাইওনীয়ার-১০ নামে একটি মহাকাশযান সেকেণ্ডে ১০ মাইল গতিতে উড্ডয়ন করে। সে ৮২ দিন পরে মংগল গ্রহের কক্ষপথ পার হয়ে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির রাজ্য পার হয়ে শনি এবং শনির রাজ্য ছাড়িয়ে ইউরেনাস ও প্লুটোতে যাওয়ার পরিক্রমণ অব্যাহত রাখে। আজও আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এদের সাথে চীন, ভারত, পাকিস্তানও বিভিন্ন গ্রহে যাবার পরিকল্পনা করছে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মানুষ তাদের জ্ঞান ও কৌশল দ্বারা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগুচ্ছে। তারা কুরআনের ওপরই বেশি

www.pathagar.com

নির্ভরশীল বলে মনে হয়। এভাবেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

মহাকাশাভিযান সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ইংগিত পাওয়া যায়—

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ - الانعام : ١٢٥

"আল্লাহ কাউকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকেও বিপদগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এরূপ লাঞ্ছিত করেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১২৫

এখানে আকাশে আরোহণ এবং এ সূরা আল আনআমের ৩৫ আয়াতে আকাশে সোপান অন্বেষণ, সৌরজগত, গ্রহ, উপগ্রহ, চাঁদ ইত্যাদিতে পরিভ্রমণ করার বাস্তব নির্দেশাবলী নিহিত আছে। এটাই বলা যায় যে, ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে যা লিখিত ছিলো মানুষের গবেষণার ফল স্বরূপ তা আজ কাজে পরিণত হতে চলছে। সৌরজগত ভ্রমণ এখন তেমন কিছুই নয় তবে তার মধ্যস্থিত অবয়ব জানা মানুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط - الانعام : ٣٥

"যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ংগ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের নিকট কোনো নিদর্শন পেশ করো।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৫

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াতে মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক কর্মনীতির ভিত্তিতে এক দায়িত্বশীল মাখলুক রূপে সৃষ্টি করেছেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগের ইখতিয়ার দিয়েছেন, তা মেনে চলা অথবা অমান্য করার আযাদী দান করেছেন, পরীক্ষার অবকাশ

www.pathagar.com

দিয়েছেন এবং তার চেষ্টা সাধনা অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা শাস্তিদানের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করেও দিয়েছেন। ভূগর্ভে অন্বেষণ করার জন্যও বলেছেন, আবার আসমানে সোপান অন্বেষণ করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। আসমান ও যমীনে যদি কিছু না থাকবে তবে আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশ দিতেন না। মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য আসমান ও যমীনে রেখেছেন অফুরন্ত খোরাক, ফলে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। মানুষ ভূগর্ভে অন্বেষণ করে তেল, গ্যাস ও খনিজ পদার্থ পাচ্ছেন তা কুরআনের এ আয়াতেরই পরিপূরক। আবার আসমানে সোপান অন্বেষণ করা, এদিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহে যাচ্ছে, গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি সমন্ধে যে নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে তা আসমানে সোপান অন্বেষণেরই ফল।

আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে এরশাদ করেছেন যে,

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○ - ال عمران : ٥٤

"এবং তারা চক্রান্ত করেছিলো, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ কৌশলী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৪

আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ কৌশলী, একথা থেকেই বুঝতে হবে যে, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক। তিনি তাঁর কৌশলের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন মানুষের অচিন্তনীয় জগত যেখানে রেখেছেন গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজী ইত্যাদি। তিনি কুরআনে জিন ও ইনসানের কথা উল্লেখ করেছেন। ইনসান বা মানুষ তাই আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কিন্তু জিন কোথায় বাস করে, কিভাবে থাকে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। এরূপভাবে আসমান ও যমীনে অনেক কিছু আছে তা কেবলমাত্র মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝা সম্ভব। কৌশলগত দিক কেবল কৌশল দ্বারা বুঝা যায় যেমন আকাশে সোপান অন্বেষণের দ্বারা গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজী ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আর ভূগর্ভের সুড়ংগ অন্বেষণ করলে ভূগর্ভস্থ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে। এখন এ 'সন্ধান' করাটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ এবং এর কার্যকারিতা হলো সফল ফসল। তাই আজ মানুষ সৌরজগত, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকার রাজ্যে কি আছে তা জানার জন্য মহাকাশযান নিয়ে ভ্রমণ করছে, অপরদিকে ভূগর্ভে অনুসন্ধান করছে তা কুরআনের এ আয়াতেরই পরিপূরক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তারা যদি আসমানে আরোহণ করতে পারে, তাহলে তাই যেনো করে।" কুরআনে আরোও উল্লেখ আছে ঃ

www.pathagar.com

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَاتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطٰنٍ ۝ - الرحمن : ٣٣

"হে জিন ও মানবজাতি আকাশজগত ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পারো, অতিক্রম করো, কিন্তু তোমরা তা করতে পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৩

আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। অর্থাৎ তিনি সকল সময় কৌশলগত কাজ করেন। এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে যে—

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۝

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যা আছে, সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।"–সূরা আর রহমান ঃ ২৯

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۝ لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۝ - الحجر : ١٤-١٥

"যদি তাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে। তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।"
–সূরা আল হিজর ঃ ১৪-১৫

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۝

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দুটি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।"–সূরা আদ দুখান ঃ ৩৮-৩৯

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।"
–সূরা আয্ জাসিয়া ঃ ৩

www.pathagar.com

আকাশজগত ও পৃথিবীতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন, তাই ভূগর্ভে এবং আসমানে অন্বেষণ করার জন্য বলা হয়েছে।

মহাকাশ ও পৃথিবী পরিভ্রমণ করা একদিন মানুষের কাছে একটা অস্বাভাবিক ও অচিন্তনীয় ব্যাপার বলে মনে হতো কিন্তু আধুনিক যুগে নিত্য নতুন কলাকৌশল আবিস্কারের ফলে তা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। কারণ মানুষ ভূগর্ভে অন্বেষণ করে পেয়েছে অফুরন্ত গ্যাস, তৈল, খনিজ পদার্থ, মণিমুক্তার রত্নরাজ্য আর আকাশে সোপান অন্বেষণের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে গ্রহ নক্ষত্রের সন্ধান। সৌরজগত পরিমণ্ডলে পেয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের সন্ধান। মহাকাশে সোপান সন্ধানের জন্য সম্ভব হয়েছে চাঁদ, মংগল গ্রহ, শুক্র গ্রহে অভিযান। সেখানে পেয়েছে নতুন নতুন তথ্য যা বিশ্বকে করেছে অবিভূত।

উল্লেখ্য, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবর্তন থেকে বের হয়ে বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে সৌরজগতে পৌঁছা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কর্তৃক সূর্যের আলো পরিশোষণের দরুন পৃথিবী থেকে ওপরের দিকে তাকালে সুবিস্তৃত নীলাকাশ নজরে পড়ে। আর মহাশূন্যচারীদের চোখে আকাশ দেখা দেয় কালো হয়ে। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীটাকে একটা ফাঁপা নীল রঙের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে বলে মনে হয়। কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কর্তৃক সূর্যের আলো পরিশোষণের জন্যই এমনটি ঘটে থাকে। চাঁদের কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। সুতরাং নভোচারীদের চোখে কালো আকাশে সুবিস্তৃত পটভূমিতে চাঁদ তার সঠিক স্বরূপেই ধরা পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর বেলায় ঘটে সম্পূর্ণভাবে ভিন্নরূপে। তাই মহাশূন্য থেকে দেখা দৃশ্য ও পৃথিবী থেকে দেখা দৃশ্যের মধ্যে ঘটে অনেক তারতম্য যা বর্তমান বিশ্বে নতুনত্ব বলে কিছুই নয়। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত তথ্যের সাথে কুরআনের বর্ণিত বাণীর তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে, কুরআনের শাশ্বত বাণীর বিশ্লেষণ ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রায়।

আজ যেখানে মানুষ মহাশূন্যে অভিযান পরিচালনা করছে এবং এর কৃতিত্ব দাবী করছে তৎপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মে'রাজ পালনের মাধ্যমে সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ করেন এবং আল্লাহর দিদার লাভ করেন। সপ্ত আসমান পরিভ্রমণের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

৬—

www.pathagar.com

হযরত কাতাদা আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে, তিনি মালেক ইবনে সা'সা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (মালেক) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আমি কাবা ঘরের পাশে নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। আর নবী (স) দু ব্যক্তির মাঝে নিজকে উল্লেখ করে (বলেন), আমার নিকট সোনার তশতরী নিয়ে আসা হলো—যা হিকমত ও ঈমানে পূর্ণ ছিলো। আমার বক্ষ থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা (কাটা) হলো। তারপর পেট যমযমের পানিতে ধৌত করা হলো এবং তা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। পরে আমার কাছে একটা সাদা চতুষ্পদ জন্তু আনা হলো যা খচ্চর থেকে ছোট এবং গাধা থেকে বড়। অর্থাৎ বোরাক। অতপর (তাতে আরোহণ করে) আমি জিবরাঈল সহ চলতে লাগলাম এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো কে ? জবাব দেয়া হলো, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন হলো, তোমার সাথে কে ? উত্তর দেয়া হলো, মুহাম্মাদ। জানতে চাওয়া হলো, তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল ? জিবরাঈল জানালেন, হ্যাঁ। বলা হলো, মারহাবা! আপনার শুভাগমন কতোই না উত্তম। এরপর আমি আদমের কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা।

অতপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো ইনি কে ? জানালেন, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হলো, তোমার সাথে কে ? বললেন—মুহাম্মাদ। প্রশ্ন করা হলো তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, মারহাবা! আপনার শুভাগমন কতোই না উত্তম। তারপর ঈসা ও ইয়াহইয়ার কাছে পৌঁছলাম। তাঁরা বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। এরপর আমরা তৃতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো কে ? উত্তর দেয়া হলো জিবরাঈল। প্রশ্ন হলো সাথে কে ? জবাব হলো, মুহাম্মাদ (স)। জানতে চাওয়া হলো, তাকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল। জানানো হলো, হ্যাঁ। বলা হলো মারহাবা! আপনার আগমন কতোই না আনন্দের। অতপর আমি ইউসুফের কাছে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে ভাই ও নবী ! এবার আমরা চতুর্থ আসমানে গেলাম। প্রশ্ন হলো, কে ? বললেন, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন হলো, সাথে কে ? বলা হলো মুহাম্মাদ (স)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জানানো হলো, হ্যাঁ। বলা হলো, মারহাবা! আপনার আগমন কতোই না উত্তম। এরপর ইদরীসের খেদমতে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে ভাই ও নবী ! তারপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। অনুরূপ প্রশ্নোত্তর হলো। (যেমন) প্রশ্ন কে ? উত্তর

www.pathagar.com

ঃ জিবরাঈল। প্রশ্ন ঃ সাথে কে ? উত্তর ঃ মুহাম্মাদ (স)। প্রশ্ন ঃ তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? উত্তর, হ্যাঁ। বললো মারহাবা! আপনার শুভাগমন কতোই না আনন্দের। পরে আমরা হারুনের খেদমতে হাযির হলাম, তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী ! অতপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। এখানেও অনুরূপ প্রশ্নোত্তর হলো। প্রশ্ন ঃ কে ? উত্তর ঃ জিবরাঈল। প্রশ্ন ঃ সাথে কে ? উত্তর ঃ মুহাম্মাদ (স)। প্রশ্ন ঃ ডাকা হয়েছে কি ? উত্তর ঃ হ্যাঁ। মারহাবা, তাঁর শুভাগমন কতোই না উত্তম। তারপর আমি মূসার কাছে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে ভাই ও নবী। যখন আমরা এগিয়ে চললাম, তখন মূসা কেঁদে দিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো কেনো কাঁদছেন ? বললেন, হে আল্লাহ্! এ ছেলে আমার পরে যে নবী হয়েছে—তার উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে। এরপর সপ্তম আসমানে উঠলাম। এখানেও সেই প্রশ্নোত্তর। প্রশ্ন ঃ কে ? উত্তর ঃ জিবরাঈল। প্রশ্নঃ তোমার সাথে কে ? উত্তর ঃ মুহাম্মাদ (স)। তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? হ্যাঁ, মারহাবা! তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। অতপর আমি ইবরাহীম (আ)-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সন্তান ও নবী ! তারপর আমার সামনে বায়তুল মামুরকে উন্মুক্ত করে আনা হলো। আমি এটি সম্পর্কে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা বায়তুল মামুর।

প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত কায়েম করেন। এ সত্তর হাজার একবার এখান থেকে বের হলে দ্বিতীয়বার (কিয়ামত পর্যন্ত) তারা এখানে আর ফিরে আসবে না। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা দেখান হলো। দেখলাম, এর ফল (কুল) হাজারা নামক স্থানের মট্‌কির সমান বিরাট পুরু। তার পাতাগুলো যেন একটা হাতীর কান। এর মূল দেশে চারটি ঝরণাধারা প্রবহমান। এর দুটো অভ্যন্তরে আর দুটো বাইরে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দুটো জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দুটো হলো (ইরাকের) ফুরাত ও (মিসরের) নীল নদ। অতপর আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত (নামায) ফরয করা হয়। এরপর আমি ফিরে চলি এবং মূসার কাছে এসে পৌঁছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি করে আসলেন। বললাম, আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষ (এর মানসিকতা) সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের (মানসিক) চিকিৎসার ভীষণ চেষ্টা চালিয়েছি। আপনার উম্মত

www.pathagar.com

(এতো সালাত আদায়ে) কিছুতেই সমর্থ হবে না। আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং (তা কমানোর) প্রার্থনা করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং প্রার্থনা করলাম। সুতরাং তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে সালাত ত্রিশে নেমে আসলো। আবার সেরূপ হলে আল্লাহ বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবারও তদ্রূপই ঘটলো। আল্লাহ দশে নামিয়ে দিলেন। তারপর মূসার কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের মতোই বললেন, এবার আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন। অতপর মূসার কাছে আসলাম। কি করে এসেছি তিনি তা জানতে চাইলেন। বললাম, আল্লাহ সালাত পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। এবার তিনি তাই বললেন। বললাম, আমি তা সানন্দে মেনে নিয়েছি। তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ডাক আসলো। আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের থেকে (কষ্ট) লাঘব করে দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকীর দশ গুণ সওয়াব দিবো।–বুখারী

এখানে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) মি'রাজের মাধ্যমে বোরাকে চড়ে মহাবিশ্বের সপ্ত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল, জান্নাত জাহান্নাম অবলোকন করেছেন। আজ যেখানে মানুষ খেয়াযান ও রকেটের মাধ্যমে কেবল পৃথিবীর উপরিভাগে রক্ষিত চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহ প্রভৃতিতে যেতে সফল হচ্ছে কিন্তু তথায় কি আছে, তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) প্রথম আসমান থেকে আরম্ভ করে সপ্তম আসমান পর্যন্ত কি আছে বা সেখানে কি ঘটছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তবে মি'রাজের ধারাবাহিকতায় মানুষ অজানাকে জানার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং মহাশূন্য অভিযানের পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোনো সাফল্য পেলেও পেতে পারে। তবে সহজে কোনো ফল আশা করা সঠিক হবে না। রাসূল (স)-এর পক্ষে যেটা সম্ভব হয়েছিলো, তা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূল (স) সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ করেছিলেন কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর ডাকে বা আহ্বানে। এ সুযোগ কেবল নবীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। শয়তানী খেয়াল মানুষের জন্য নয়। তবে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সৌরগতি সম্পন্ন Space Shuttle খেয়াযানের মাধ্যমে মহাশূন্য অভিযানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—তা বোরাক এরই প্রতিফলন মাত্র।

www.pathagar.com

১২. মঙ্গল গ্রহে পানি ও প্রাণের উন্মেষ

প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতির বুকেই মানুষ বিচরণশীল এবং লালিত-পালিত। বহু কোটি বছরের পরিচর্যা দিয়ে প্রকৃতি মানুষকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। আর মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির সেইসব অজানা রহস্য দু হাতে উন্মোচন করে চলেছে। মানুষ তার জন্মস্থান পৃথিবীকে ছেড়ে নিকট প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহে অবাধ অভিযান চালাচ্ছে। এসব অভিযানের সাফল্য আজ মানুষের দোর গোড়ায়। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে, পৃথিবীর নাবিকরা পাড়ি জমিয়েছে অজানা ভূমিতে। সেসব আবিষ্কার মানুষের জন্য বয়ে এনেছিল প্রভূত কল্যাণ। আজ আর বাকি নেই পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত ভূমি। কিন্তু মানুষের অভিযান থেমে নেই। মানুষ চাঁদের পৃষ্ঠে পা রেখেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের এমন সব আবিষ্কার যা মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনাকে অবাধ করে তুলেছে। মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এমন কথা আর মানুষ বিশ্বাস করছে না। এমন কি বিজ্ঞানীরা প্রাণীর ক্লোনিং করেছেন। এ আবিষ্কার মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ তা জানে না।

সম্প্রতি মানুষের অগ্রযাত্রার সাথে যোগ হয়েছে পাথফাইণ্ডার। এটি একটি মহাশূন্যযান। পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী গ্রহ মংগল-এ এটি সফল অভিযান চালিয়েছে। এ মহাশূন্যযানের রোবট সোজার্নার মংগল গ্রহের বুকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আবিষ্কার করছে অদ্ভূত সব অজানা তথ্য। বিজ্ঞানীরা এ গ্রহে প্রাণের আবিষ্কারের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। আর প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেই মানুষ মংগলে বসবাসের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠবে। সোজার্নার ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সাথে মংগলের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে। এমনিতেই পৃথিবীর ন'টা গ্রহের মধ্যে মংগলের অবস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। এমনকি মংগলের পরিবেশের সাথেও পৃথিবীর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। পৃথিবীর মতো মংগলের দিন রাতও প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার কাছাকাছি। মংগলের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে কিছুটা কম। এ পর্যন্ত জানা তথ্যের মধ্যে মংগলের বাতাসের প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে কার্বনডাই অক্সাইড। আর বাতাসের ঘনত্বও খুব কম। মংগলের বেশীর ভাগ জায়গা মরুভূমির মতো। পৃথিবীর তাপমাত্রার চেয়ে

www.pathagar.com

মংগল গ্রহের তাপমাত্রা কম। পাথফাইন্ডারের আগেও ১৯৬৫ সালে মেরিনার-৪ নভোযান মংগল গ্রহে পাড়ি জমিয়েছিল। এ নভোযানটি মংগল গ্রহের কাছ থেকে বেশ কিছু ছবি পাঠায়। এ ছবিতে ইতালির জ্যোতির্বিদ জিওতান্নি শিয়াপারেলির মংগল গ্রহ সম্বন্ধে অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। জিওতান্নি বলেছিলেন, মংগল গ্রহে পানিবাহী খালের অস্তিত্ব আছে। মেরিনারও মংগল গ্রহের যে ছবি পাঠায় তাতে খালের কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। কিন্তু সোজার্নারের আবিষ্কার আমাদের পুনরায় আশাবাদী করে তুলেছে। পৃথিবীর মতো মংগল গ্রহেও প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য পানির প্রয়োজন। তবে এ পানি মংগল গ্রহে এখন না থাকলেও একদিন ছিল বলে বিজ্ঞানীদের জোর ধারণা। মংগল গ্রহের একটি শিলার রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর বিজ্ঞানীদের এ ধারণা আরো পোক্ত হয়েছে। তাদের ধারণা, এখন থেকে একশ' কোটি কিংবা তার বেশী সময় আগে মংগল গ্রহে প্রচুর বন্যা হয়েছিল। এমনকি বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে যখন প্রাণের অস্তিত্ব প্রথম অংকুরিত হচ্ছিল তখনও মংগলে পানি ছিল।

মংগল গ্রহের শিলাটি রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর বিজ্ঞানীরা তাতে সিলিকার সংমিশ্রণ দেখেছেন। পৃথিবীতেও এ ধরনের শিলা পাওয়া যায়। এ শিলাখণ্ডটি বিশ্লেষণের পর মংগল গ্রহ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। এ গ্রহে প্রথম থেকেই পানির অস্তিত্ব ছিল এ ধারণা এখন সুদৃঢ় হয়েছে। আর এ পানির ফলে এখানে প্রাথমিক ধরনের প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মংগলের মাটির নিচে এখনও বরফস্তরে পানি জমে আছে। সে যাই হোক, মানুষ মংগলকে আজ তার আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয়নি এ গ্রহ। আমাদের জানা নেই বিশাল এ গ্রহের কোথায় কি লুকিয়ে আছে। এই যে আমাদের এ পৃথিবী, প্রতিনিয়তই আমাদের কাছে তার সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে। এন্টার্কটিকা নামক যে মহাদেশটি সেটি তো সম্পূর্ণ কয়েক কিলোমিটার বরফের নিচে ঢাকা। বহু শ্রম আর প্রাণের বিনিময়েও তার সব কথা জানা হয়নি মানুষের। কিন্তু এ বরফেও প্রাণ জেগে আছে। হয়ত এ বরফের নিচে মাটিতে লুকিয়ে আছে মানুষের অমিত সম্ভাবনা। মানুষ একদিন তার নিজের প্রয়োজনে তা বের করে আনবে। তবে এ বরফ গলে গেলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৬০ মিটার বেড়ে যাবে। যা হবে মানুষের জন্য

www.pathagar.com

প্রাণঘাতী। অবশ্য পরিবেশ দূষণের ফলে এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এ বরফ একদিন গলে যাবে।

তবে মানুষ অমৃতের সন্তান। মানুষ উচ্চ অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। মানুষ হয়তো আল্লাহর হুকুমে রুখে দিতে পারবে সকল প্রকার বিনাশ প্রক্রিয়া। তাই তো এতো সব আয়োজন মানুষের। ক্রমবর্ধমান মানুষের সংখ্যা, মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে। মানুষ যেভাবে বাড়ছে। এ প্রক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহলে একদিন সবকিছু থমকে যাবে। কিন্তু তা কিভাবে, মানুষ তার সম্ভাবনাকে ছড়িয়ে দেয়ার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে। মংগলে সাফল্য না হলে মানুষ হয়তো একদিন অন্য গ্রহে আবিষ্কার করে বসবে তার বসবাসযোগ্য ভূমি। অবশ্য এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও বসবাসযোগ্য ভূমি গড়ে তুলবার জন্য মংগলই সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক স্থান। আর এ লক্ষ্যে আমেরিকার পাথফাইণ্ডারের রোবটযাত্রী সোজার্নার পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস এ পরীক্ষা একদিন সাফল্য বয়ে আনবে।

পাথফাইণ্ডার ছাড়াও ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নাসা গোটা দুই করে নভোযান পাঠাবে মংগল গ্রহে। হয়তো বিশাল এ গ্রহের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে মানব বসবাসের উপযোগী ভূমি। সেই ভূমিতে বাসা বাঁধবে মানুষ। গড়ে উঠবে কল-কারখানা। হয়তো একদিন মধ্যপ্রাচ্যে যাবার মতো হয়ে উঠবে মংগলে যাওয়া। আমরা থাকবো সেই দিনের প্রত্যাশায়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ٢٣٩

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

"আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা করো আল্লাহ তাআলা তা বিশেষভাবে অবহিত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"আল্লাহ তাআলা আকাশজগত ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।"

–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৮

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে জ্ঞান দান করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে কুরআন দিয়েছেন। কুরআন একটি বিজ্ঞানও বটে। তবে মানুষের জ্ঞান সীমিত। মানুষ যদি তাদের জ্ঞানের চর্চা করে এবং জ্ঞান দ্বারা কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করে তবে সকল তথ্যের সন্ধান পেয়ে যাবে। কুরআন হলো চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের জন্য যা কুরআনের বহু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানের সীমা বর্ধিত করতে পারলে একদিন না একদিন অন্যান্য গ্রহে কি আছে তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

❒

www.pathagar.com

১৩. ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন তা তিনি সৃষ্টি করেছেন। জেনে রেখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ্।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ - يونس : ٣

"তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতএব তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদাত করো। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ?"–সূরা ইউনুস ঃ ৩

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاۤءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ - هود : ٧

www.pathagar.com

"তিনিই আকাশজগত ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর, তোমাদের মধ্যে কে কাজে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তুমি এটা বললেই কাফেরগণ নিশ্চয় বলবে, এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।"-সূরা হূদ ঃ ৭

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○ - ق : ٣٨

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।"-সূরা ক্বাফ ঃ ৩৮

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○- ابرهيم : ١٩

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ আকাশজগত ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ১৯

আল্লাহ্ তাআলা ছয় দিনে আকাশজগত ও যমীন অর্থাৎ সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টির পূর্বে আসমান ও যমীন ছিলো কোনো বস্তুর দ্রবীভূত রূপ অর্থাৎ পানি। আল্লাহ্ তাআলা যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন বলেই সেই সৃষ্টির রূপ দেয়ার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা ছিলো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ জাগতিক কর্তৃত্বভার মানুষের ওপর চাপিয়ে তাঁর খেলাফতের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অর্পণ করাই ছিলো মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে রূপ দেয়াই ছিলো সকল সৃষ্টির মূল। মানুষ সৃষ্টির জন্য আসমান, যমীন, গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, উদ্ভিদ, গুল্মলতা, প্রাণী, কীট-পতংগ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছিলো কেবল সৃষ্টিকর্তার রহস্য উন্মোচিত করা ও সৃষ্টিকে বুঝার জন্য।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○ - السجدة : ٥

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সম্মিলিত হবে, যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বছরের সমান।"-সূরা সাজদা ঃ ৫

www.pathagar.com

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

"আল্লাহ তিনি আকাশজগত পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?"–সূরা আস সাজদা ঃ ৪

আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এ ব্যাপারে অনেকে অনেক রকম ধারণা করে থাকেন। দিনকে সময়কাল হিসেবে গণ্য করতে চান। এখানে বলা যায় যে, কোনো জিনিস বা বস্তু সৃষ্টি করতে আল্লাহর এক মুহূর্তও সময় লাগার কথা নয়। কারণ তিনি যখন বলেন, 'হও' তখন হয়ে যায়। আমরা অনেক কিছু ধারণা করতে পারি। কিন্তু আমাদের ধারণা সঠিক নয়। আল্লাহর বাণীই সঠিক। সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে বিশ্ব সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন হয় না। সকল সৃষ্টি ও সময় কেবল আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর।

আল্লাহ তাআলা সূরা হা-মীম-আস সাজদায় ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ○ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ○ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ ـ حم السجدة : ٩ـ١٢

"বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে এতে

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনকারীদের জন্য। অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিলো ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়। অতপর তিনি আকাশজগতকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থা।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৯-১২

পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য দুদিন এবং তার বুকে পাহাড়-পর্বত সংস্থাপন, তাতে বরকত সংরক্ষণ ও খাদ্যসামগ্রী পয়দা করার জন্য চার দিন যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে পরে আকাশজগত সৃষ্টির জন্য আরো যে দুদিনের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আরো দুদিন মিলিয়ে মোট আট দিন হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি মোট ছয় দিনে সম্পন্ন হয়েছে। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৪ ; সূরা ইউনুস ঃ ৩ ; সূরা হূদ ঃ ৭ ; সূরা আল ফুরকানঃ ৫৯)।

এ কারণে প্রায় সকল তাফসীরকারগণই বলেন যে, এ চার দিনের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির দুদিনও শামিল আছে। অর্থাৎ দুদিন পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দুদিন পৃথিবীতে অবস্থিত অবশিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর সৃষ্টিতে লেগেছে। এভাবে মোট চার দিনে পৃথিবী তার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্যসামগ্রীসহ পূর্ণ মাত্রায় তৈরী হয়ে গেলো। কিন্তু একথা কুরআন মজীদের বাহ্যিক শব্দেরও বিপরীত। মূলত পৃথিবী সৃষ্টির দুদিন সেই দুদিন হতে আলাদা কিছু নয়, যাতে সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টিলোক অস্তিত্ব লাভ করেছে। পরবর্তী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায়, পৃথিবী ও আকাশজগত উভয়েরই সৃষ্টির কথা এক সাথে বলা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ দুদিনে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। এ সাত আসমান বলতে সমগ্র সৃষ্টিলোক বুঝানো হয়েছে। এ পৃথিবীও তার একটা অংশ। পরে সৃষ্টিলোকের অন্যান্য অসংখ্য তারকা, নক্ষত্র ও গ্রহের ন্যায় ও পৃথিবীও সেই দুদিনের মধ্যেই একটা গোলকের রূপ পরিগ্রহ করলো তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জীব-জন্তুর উপযোগী করে তৈরি করতে শুরু করলেন। আর চার দিনের মধ্যে তাতে পূর্বোল্লেখিত সব দ্রব্য সামগ্রী সৃষ্টি করলেন।

এখানে আসমান বলতে গোটা সৃষ্টিলোক বুঝানো হয়েছে। অন্য কথায় আকাশজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অর্থ হলো, "আল্লাহ তাআলা বিশ্বলোক সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হলেন।"

www.pathagar.com

ধুয়া বা ধূম্র অর্থ বস্তুর আদিম অবস্থা। সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব গ্রহণের পূর্বে এক নিরাকার বিশৃংখল অংশ বিশিষ্ট ধূলিকণার মতো মহাশূন্যে বিস্তীর্ণ হয়েছিলো। বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা এ জিনিসকেই নেবুলা বা নিহারিকা বলেন। অচ্ছোদ পটলের ঈষৎ ঘোলাটে ভাব সৃষ্টি সূচনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণাও এই যে, সৃষ্টি রূপে লাভ করার পূর্বে বস্তু বিশ্ব সৃষ্টির মৌল উপাদান ধূম্র বা নীহারিকার রূপে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আদিতে আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি পৃথক পৃথক সত্তা ছিলো না। তখন মহাবিশ্ব ছিলো অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি নীহারিকা। এ নীহারিকা পরবর্তীতে বহু খণ্ডে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাদির সৃষ্টি হয়।

পরে তিনি আকাশজগতের দিকে মনোনিবেশ করলেন। অতপর তাতে পাহাড় সংস্থাপন করলেন, তাতে বরকতসমূহ রাখতে ও খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করার কাজ সম্পন্ন করলেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○- البقرة : ٢٩

“তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।”

অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ط بَنٰهَا ○ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ○ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ○ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ○ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ○ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ○ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○

“তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ। এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এ

www.pathagar.com

সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর ভোগের জন্য।"
–সূরা আন নাযিআত ঃ ২৭-৩৩

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যে ইচ্ছা, যে রূপ তাঁর মনে ছিলো তাকেই অস্তিত্ব লাভ করার হুকুম দিলেন। অর্থাৎ ধুম্রাকারে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা উপাদান সেইসব নীহারিকা, তারকা ও গ্রহরূপে রূপায়িত হয়ে গেলো যা তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। একদিকে হুকুম হলো যে, 'হও', আর হয়ে গেলো। অর্থাৎ মালিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করলো। ফলে দিনকাল ও সময়ের মধ্যে পৃথিবীসহ গোটা বিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করলো।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۝

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৭

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ط اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۝

"সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কী ভাবে ? তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৭

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ۝ - ال عمران : ٥٩

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত, আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, অতপর তাকে বলেছিলেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেলো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৯

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۝- النحل : ٤٠

"আমি কোনো কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি 'হও' ফলে হয়ে যায়।"–সূরা আন নাহল ঃ ৪০

www.pathagar.com

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ - مريم : ٣٥

"সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"
–সূরা মারইয়াম ঃ ৩৫

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ - يس : ٨٢

"তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, 'হও' ফলে হয়ে যায়।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২

هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"
–সূরা মু'মিন ঃ ৬৮

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○ - الرعد : ٢

"আল্লাহই ঊর্ধদেশে আকাশজগত স্থাপন করেছেন, স্তম্ভ ছাড়া তোমরা এটা দেখছো। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেককে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।"–সূরা আর রা'দ ঃ ২

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ
رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

www.pathagar.com

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ج وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○ وَهُوَ

الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশজগত ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতোপ্রতভাবে অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ? এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০-৩৩

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○ اَلَمْ

تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ط

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ

لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ - الحج : ٦٤-٦٥

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যাকিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর ওপর তাঁর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৪-৬৫

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ

لَقٰدِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

"আমি তো তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই। এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ১৭-১৮

الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○ - الفرقان : ٥٩

"তিনি আকাশজগত ও পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৯

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○ - فاطر : ٤١

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা কক্ষচ্যুত না হয়। তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ছাড়া কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে ? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"

–সূরা ফাতির ঃ ৪১

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○ - الزمر : ٥

"তিনি যথাযথভাবে আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"–সূরা আয যুমার ঃ ৫

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ - المؤمن : ٥٧

www.pathagar.com

"মানুষ সৃজন অপেক্ষা আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৫৭

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ○ - الشورى : ٢٩

"তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে সমবেত করবেন।"–সূরা আশ শূরা ঃ ২৯

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই সম্প্রসারণকারী। এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কতো সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭-৪৮

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○ - نوح : ١٥ـ١٦

"তোমরা কি লক্ষ্য করোনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত স্তরে সাজানো আকাশ আর সেখানে চন্দ্রকে আলো হিসেবে ও সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন।"–সূরা আন নূহ ঃ ১৫-১৬

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ - المؤمنون : ٨٦ـ٨٧

"জিজ্ঞেস করো সাত আকাশ ও আরশের অধিপতি কে ? ওরা বলবে, আল্লাহ। বলো তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?"

–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৮৬-৮৭

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○ - الملك : ٣ـ٤

www.pathagar.com

"যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটিও দেখতে পাও কি ? অতপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।"–সূরা মুল্‌ক ঃ ৩-৪

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ـ النبا : ١٢

"আমি তোমাদের ঊর্ধদেশে সুদৃঢ় সপ্তাকাশ নির্মাণ করেছি।"
–সূরা আন নাবা ঃ ১২

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ الطلاق : ١٢

"আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন ও পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন। সেভাবে তাদের মাঝে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান আর সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞান গোচর।"–সূরা আত তালাক ঃ ১২

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ الفتح : ٧

"আল্লাহরই আকাশজগত ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আল ফাতহ ঃ ৭

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ المائدة : ١٧

"আসমান ও যমীনের এবং এদের মধ্যে যাকিছু আছে তাঁর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৭

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ـ الانعام : ٣

"আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও তিনি অবগত আছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবু বাকরা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন কাল (এর আবর্তন) যেরূপ ছিলো, (বছর) আবর্তিত হতে হতে আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বছরে বার মাস এর মধ্যে চার মাস মহিমান্বিত। ঐ চাঁদ মাসের মধ্যে যুলকা'দা, যুলহাজ্জ ও মুহাররম মাস—তিনটি পর পর রয়েছে বাকী মাসটি একক রজব। তা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে (অবস্থিত)।–বুখারী

www.pathagar.com

১৪. অবিরাম ও অবিশ্রান্তরূপে আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি

সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন যে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি নয় এবং অবিরাম ও অবিশ্রান্তরূপে সৃষ্টি হয়েছে তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পরিলক্ষিত হবে।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ قف۔ الاعراف : ٥٤

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৪

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَی الْمَآءِ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط۔ هود : ٧

"তিনিই আকাশজগত ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তার আরশ ছিলো পানির ওপর। তোমাদের মধ্যে কে কাজে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।"–সূরা হূদ ঃ ৭

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ○ وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِیْهَا وَقَدَّرَ فِیْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِیْۤ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِیْنَ ○ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا ط قَالَتَاۤ اَتَیْنَا طَآئِعِیْنَ ○ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ ق وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ○۔ حم السجدة : ٩-١٢

"বলো তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিই তো

www.pathagar.com

জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য। অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিলো ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে। অতপর তিনি আকাশজগতকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"–সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৯-১২

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ

فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ○- البقرة : ٢٩

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৯

تَنْزِيْلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى○ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ

اسْتَوٰى○ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ

الثَّرٰى○- طه : ٤-٦

"তিনি সমুচ্চ আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এটা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ। দয়াময় আরশে সমাসীন। যা আছে আকাশজগতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ৪-৬

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ○- يونس : ٣

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"–সূরা ইউনুস ঃ ৩

الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ ج- الفرقان : ٥٩

www.pathagar.com

"তিনি আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৯

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ط ـ السجدة : ٤

"আল্লাহ তিনি আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"
–সূরা সাজদা ঃ ৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق وَمَا
مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ـ ق : ٣٨

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করে না।"–সূরা কাফ ঃ ৩৮

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج

"তিনিই ছয় দিনে আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অতপর আরশে সমাসীন হন।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ৪

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ○ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ○ وَاَغْطَشَ
لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ○ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ○ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا ○
وَمَرْعٰهَا ○ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ○ ـ النزعت : ٢٧ـ٣٢

"তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন। তিনিই একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক। এবং পৃথিবীকে এর ওপর বিস্তৃত করেছেন। তিনিই তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ। এবং পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।"
–সূরা আন নাযিআত ঃ ২৭-৩২

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

"আমি তো তোমাদের ঊর্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর, এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৭

www.pathagar.com

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

"যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না, আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি ?"–সূরা আল মুল্‌ক ঃ ৩

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○ - نوح : ١٥-١٦

"তোমরা কি লক্ষ্য করোনি ? আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশজগত। এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।"–সূরা নূহ ঃ ১৫-১৬

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○

"আর নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।"–সূরা আন নাবা ঃ ১২-১৩

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○ - الطلاق : ١٢

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, তাদের অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"–সূরা আত তালাক ঃ ১২

বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ইরশাদ করেছেন, আদিতে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। অতপর পানির ওপর তাঁর আরশ স্থাপিত হলো। পরে আল্লাহ্ যিকিরের আধারে প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন।

❑

www.pathagar.com

১৫. আসমান, যমীন ও আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সৃষ্টি

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করে তাকে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করেছেন বিভিন্ন নক্ষত্র ও তারকারাজী, প্রাণী ও উদ্ভিদের সমন্বয়ে। আবার আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানকেও সুসজ্জিত করেছেন গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজী ও আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা। পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও যে প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান তা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। নিম্নে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মতো আকাশজগত ও এর মধ্যবর্তী, অন্তর্বর্তী, ভূগর্ভ ও সমুদ্রে কৌশলে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টি। মহাবিশ্ব এমনিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে কোনো খুঁত পরিলক্ষিত হয় না। আর কোনো বৈজ্ঞানিকও আজ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে পারেনি যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রে আল্লাহর সৃষ্টিজীব নেই। যেহেতু অদ্য পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী সপ্তমণ্ডল ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানেও সঠিকভাবে গবেষণা চালাতে পারেননি সেহেতু সৃষ্টির স্রষ্টার কৌশল উপলব্ধি করা সহজ নয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ـ

"যা আছে আকাশজগতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ৬

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ ج ـ الفرقان : ٥٩

"তিনিই আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৯

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ ط ـ السجدة : ٤

www.pathagar.com

"আল্লাহ, তিনি আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"

–সূরা আস সাজদা ঃ ৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○ - ق : ٣٨

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।"–সূরা কাফ ঃ ৩৮

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○ - ص : ٢٧

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফেরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।"–সূরা আস সোয়াদ ঃ ২৭

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا ق اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○ - الانبياء : ١٦-١٧

"আকাশ ও পৃথিবী এবং যা তাদের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়ে তা করতাম ; আমি তা করিনি।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৬-১৭

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○ - الانبياء : ١٩

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই ; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকারবশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিবোধ করে না।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৯

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا م اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○ - الدخان : ٧

"যিনি আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।"–সূরা আদ দুখান ঃ ৭

www.pathagar.com

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ - الدخان : ٣٨-٣٩

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দুটো অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।"–সূরা আদ দুখান ঃ ৩৮-৩৯

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ○

"যিনি প্রতিপালক আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর যিনি দয়াময়, তাঁর নিকট আবেদন নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না।"–সূরা আন নাবা ঃ ৩৭

وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج - الدخان : ٨٥

"কতো মহান তিনি যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি।"–সূরা যুখরুফ ঃ ৮৫

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

"আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ৩

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করো। তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।"–সূরা আল হিজর ঃ ৮৫-৮৬

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, পৃথিবীর মতো আকাশজগত ও উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজির মধ্যেও আল্লাহর সৃষ্টি বিদ্যমান। বিজ্ঞানীদের মতে, মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। যদি বিজ্ঞানীগণ সপ্ত আকাশে এবং অন্যান্য গ্রহে তাদের গবেষণা চালাতে পারেন তবে সর্বত্রই সৃষ্টি অর্থাৎ জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। যেহেতু কোনো সৃষ্টিই অনার্থক করা হয়নি। প্রতিটি সৃষ্টির

www.pathagar.com

পিছনে কোনো গূঢ় রহস্য আছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রকাশ ঘটান। তাই সপ্ত আসমান ও গ্রহ নক্ষত্রে যদি সৃষ্টির আধিক্য প্রকাশিত না হয় তাহলে সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন হতো না। প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহর গুণগান করে। কারণ প্রত্যেক সৃষ্টিই প্রাণীজগতে ভরপুর তা অস্বীকার করার কোনো শক্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না, তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط - يونس : ٦٦

"জেনে রাখো, যারা আকাশজগতে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬৬

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○ - الذريت : ٤٧

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

সূরা আল আম্বিয়ার ১৬ আয়াতে এবং সূরা আদ দুখানের ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী ও নভোমণ্ডল এবং তাদের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। সূরা আল আহকাফের ৩ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই তিনি যথাযথভাবে একটা নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আবার সূরা ইউনুস-এর ৬৬ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, যারা আকাশজগতে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই। আবার সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৪ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো না। এর অর্থ আসমান ও যমীনের

www.pathagar.com

মধ্যেও পানি ও উদ্ভিদ বিদ্যমান। যদি তা না হয় তবে কে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে গবেষণা চালাচ্ছেন হয়তো একদিন এ মহাসত্যকে জানতে পারবেন। একদিন তাঁরা চাঁদে যাবার কথা ভাবতে পারতো না এখন চাঁদ তাঁদের কজার মধ্যে। তাঁরা যদি বাড়ীঘর করে সেখানে গবেষণা চালাতে পারতো তাহলে অনেক সৃষ্টির কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতো। আল্লাহর সৃষ্টির কৌশলের সাথে মানুষের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম গবেষণার কৌশল এক ফোঁটা পানি ফেলার মতো। বর্তমান বিশ্বে যেভাবে মানুষ আল্লাহর কুরআন ও রসূলের হাদীস সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট হয়েছে তাতে হয়তো আল্লাহর সৃষ্টিকে মোটামুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী কুরআন ভিত্তিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করতে পারেননি, আর কখনও পারবেন না। মানুষ যেমন জন্ম নেয় এবং তাদের মৃত্যু হয় এটা যেমন সত্য, আল্লাহর বিধান তেমনি সত্য।

www.pathagar.com

১৬. মহাবিশ্বের পুনঃসৃষ্টি

মহাবিশ্বের সংকোচনের ফলে সমস্ত পদার্থের একস্থানে মিলিত হবার কারণে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হবে অকল্পনীয় শক্তিশালী। একত্রিত ভূপিণ্ডের পদার্থ ভাণ্ডারের প্রচণ্ড চাপের ফলে আরো সংকোচিত হয়ে বিন্দুতে পরিণত হবে। এক সময় অতিরিক্ত চাপ ও তাপের কারণে বিশাল ভূপিণ্ডটি বিস্ফোরিত হয়ে খণ্ডেবিখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পুনঃ এক মহাবিশ্বের সৃষ্টি হবে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ○ - الانبياء : ١٠٤

"সেইদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর। যেভাবে আমি প্রথম সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন মহাবিশ্বকে গুটিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে এক নতুন মহাবিশ্ব যেভাবে প্রথমবার মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি, তার সম্প্রসারণ, সংকোচন ও নতুন এক মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা তাদের বিগ ব্যাংগ থিওরী-১ এর ২-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল আনকাবূতে উল্লেখ করেছেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ - العنكبوت : ١٩-٢٠

"তারা কি লক্ষ্য করেনি, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন ? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ

www.pathagar.com

করেছেন। অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ১৯-২০

উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখ আছে কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেন অতপর পুনরায় সৃষ্টি করেন। আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, 'কুন' অর্থাৎ হও 'ফাইয়াকুন' অতপর হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছা এ মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে একটি পিণ্ডে পরিণত হবে এবং ঐ পিণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ق مِّنَ الْاَرْضِ ق اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ○ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

"তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। অতপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে ওঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তাঁর জন্য খুব সহজ। আকাশজগত ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আর রূম ঃ ২৫-২৭

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায়, যেভাবে মৃত ভূমিকে বারিবর্ষণ দ্বারা পুনর্জীবিত করেন সেভাবেই মৃতকে জীবিত করবেন তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। তিনি জীবিতকে মৃত করেন এবং মৃতকে জীবিত করেন। এটা পরাক্রান্ত পরাক্রমশালী আল্লাহর সর্বোচ্চ কৌশল। আর একদিন যে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে খসে পড়বে এবং একটা বিশাল ভূমিতে পরিণত হবে—সেটাই আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। আকাশ ও পৃথিবী স্থিতিশীল অবস্থায় আসলে আল্লাহর

www.pathagar.com

একবার আহ্বানের সাথে সাথে সব জীবিত হবে। আরো এখানে উল্লেখ আছে যে, সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে অতপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার এটা তার জন্য অতি সহজ।

হাদীসে উল্লেখ আছে, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে সংকুচিত করবেন।–বুখারী

কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ـ يونس : ٣٤

“বল আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছো।”

–সূরা ইউনুস ঃ ৩৪

هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ○ ـ يونس : ٥٦

“তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।”–সূরা ইউনুস ঃ ৫৬

এ আয়াত থেকে দেখা যায় যে, কোনো সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে আল্লাহর কোনো কষ্ট হয় না। সুতরাং এক মহাবিশ্বজগত ধ্বংসের পর আর এক মহাবিশ্ব জগত সৃষ্টি তাঁর জন্য কোনো কষ্টকর ব্যাপার নয়।

উল্লেখ্য, রাসূল করীম (স) যখন মি'রাজে গেলেন তখন তিনি বোরাকে সওয়ার হয়ে সপ্ত আসমান পাড়ি দিয়ে বায়তুল মামুর হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ উর্ধালোকের শেষ প্রান্তে পৌছান। কোনো কোনো বর্ণনা মতে উর্ধাকাশে আরোহণের জন্য সিঁড়ি আনা হয় যাতে নীচ থেকে ওপরে আরোহণের ধাপ বসানো ছিল। তবে সিঁড়ির আকৃতি প্রকৃতি আল্লাহই ভালো জানেন। ইদানিংকালে অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলন আছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারেও সিঁড়ি আছে। সিদরাতুল মুনতাহায় এসে হযরত জিবরাঈল (আ) সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করলে সেখান থেকে নবী করীম (স) রফরফ নামক একটি সবুজ বাহনে চড়ে আল্লাহর আরশে আযীমে গিয়ে পৌছেন। এ বর্ণনাটি এখানে এজন্য দেয়া হলো যে, শেষ বিচার অনুষ্ঠিত হবার পর মানুষ পুলসিরাতে গিয়ে উঠবে। মানুষ যখন পুলসিরাত অতিক্রম করতে থাকবে তখন ঐ সংকুচিত ভূপিণ্ডটি বিস্ফোরিত হয়ে নতুন এক মহাবিশ্বের সৃষ্টি হবে। হযরত

www.pathagar.com

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে দেখা যায় যে, রাসূল (স) বলেছেন, ঐদিন (সমস্ত) মানুষ পুলসিরাতের ওপর থাকবে। পরবর্তীতে খণ্ডবিখণ্ডিত পিণ্ডটি নতুন মহাবিশ্বের রূপ নিবে, সেখানে সাতস্তর বিশিষ্ট জাহান্নামের সৃষ্টি হবে। আর মহাবিশ্বটি ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে আট স্তর বিশিষ্ট জান্নাত সৃষ্টি হবে। পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে গমন করার জন্য যে সিঁড়ি ব্যবহৃত হবে সেটাই পুলসিরাত। যারা জান্নাতী তারা সহজেই পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর যারা পাপী তারা পুলসিরাত থেকে নিচে পড়ে জাহান্নামে অনন্ত অসীম কাল থাকবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের পর চাঁদ ও সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআনে বর্ণিত আছে যে ঃ

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ـ القيمة : ٨ـ٩

"এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে।"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৮-৯

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ـ الحاقة : ١٦

"এবং আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে পড়বে এবং তার বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বে।"–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৬

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে একই কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হবে। ঝরে পড়া সকল নক্ষত্ররাজীর সমন্বয়ে গঠিত হবে একটা একক বিশাল ভূপিণ্ড।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

"তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশজগত থাকবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধে।"

–সূরা আয যুমার ঃ ৬৭

www.pathagar.com

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ
نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○ - الانبياء : ١٠٤

"সেদিন, যেদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর। যেভাবে আমি প্রথম সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য ; আমি এটা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

বিশাল ভূপিণ্ডটি সাতস্তর আসমান যমীনের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এজন্য হাদীসেও কিয়ামতের দিন সেই যমীনকে সাতস্তর যমীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমরা যাকে একত্রিত বিশাল ভূখণ্ড বলছি, বিগ ব্যাংগ থিওরিতে তাকে সুপার ডেনস সিনগুলারিটি বলা হয়েছে। তাকেই হাদীসে সাতস্তর যমীন বলা হয়েছে। এতো সাতস্তর যমীন কিন্তু পৃথিবীর যমীন নয়। কিন্তু এটা হলো একত্রিত বিশাল ভূপিণ্ডের বিস্ফোরণ জনিত কারণে সৃষ্ট নতুন মহাবিশ্ব সেটাই সাতস্তর বিশিষ্ট দোযখ। যারা পুলসিরাত পার হতে অক্ষম হবে তারাই জাহান্নামে ইন্ধন হবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। আর মহাবিশ্বের ওপর স্থাপিত হবে আট জান্নাতের সেথায় থাকবে পুণ্যবানগণ। এক এক স্তরে পরিপূর্ণ থাকবে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র, যার বাসিন্দা হবে জান্নাতীগণ। তাদের সঙ্গী হবে হুরগণ। জান্নাতের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে দুধের নহর। কুরআনে বহু জায়গায় এর উল্লেখ আছে।

❑

www.pathagar.com

১৭. মহাবিশ্বের ভবিষ্যত ও হাশরের মাঠ

আমরা জানি একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আর বিস্ফোরণের কারণে গ্যালাক্সিগুলো তাদের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল থেকে সরে যাচ্ছে। তবে মহাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ একসময় সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং শুরু হতে পারে সংকোচন। মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হলে শক্তিশালী চুম্বক পিণ্ডের আকর্ষণের মতো অন্য চুম্বককে আকর্ষণের মাধ্যমে নিজ কক্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে আটকে দিতে পারে। তেমনি পৃথিবী চাঁদকে আকর্ষণ করে এবং চাঁদও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রগুলোকে আকর্ষণ করে এবং অন্যান্য নক্ষত্রও সূর্যকে আকর্ষণ করে। এমনিভাবে মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্যালাক্সি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তথাপি ঐ গ্রহ নক্ষত্রগুলো পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে পারে না। কারণ একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই বিস্ফোরণের কারণে এখনো নক্ষত্রগুলো এমনকি গ্যালাক্সিগুলোও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাকর্ষ বল সদাসর্বদা গ্যালাক্সিগুলোকে পরস্পরের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করছে। আর মহাকর্ষ বলের কারণেই ধীরে ধীরে একদিন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে গ্যালাক্সিগুলোর পশ্চাদপসরণ। তারপরই শুরু হবে মহাবিশ্বের সংকোচন। হয়তো এক সময় গ্যালাক্সিগুলো তাদের গ্রহ নক্ষত্র সহ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে মিলিত হয়ে যাবে। মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলো একস্থানে মিলিত হয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়ে সৃষ্টি হবে এক বিশাল পিণ্ড। আর বিশাল পিণ্ডটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হবে প্রচণ্ড বা মহাশক্তিশালী। আবার সেই পিণ্ডটি ক্রমান্বয়ে আরো বেশি সংকুচিত হতে থাকবে। ফলে প্রচণ্ড চাপ ও তাপের কারণে পিণ্ডটি আবার বিস্ফোরিত হবে যাকে বলা হয়েছে বিগ ব্যাংগ-২। আর বিস্ফোরণের ফলে পিণ্ডটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পুনঃ সৃষ্টি হবে মহাবিশ্ব। আবার মহাবিশ্ব চিরকাল সম্প্রসারিত হতে থাকবে নাকি মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণে সংকুচিত হতে শুরু করবে তা বিজ্ঞানীদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ

نُّعِيْدُهُ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

www.pathagar.com

"সেদিন, যেদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর। যেভাবে আমি প্রথম সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য ; আমি এটা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলা হবে যেভাবে একটা লিখিত দপ্তর বা একটা কাগজকে গুটানো হয়। অর্থাৎ মহাবিশ্ব একটি পিণ্ডে পরিণত হবে যেভাবে প্রথম অবস্থায় ছিলো। আবার সেই পিণ্ডকে খণ্ডবিখণ্ড করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি করা হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আবার উল্লেখ করেন ঃ

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○ - يونس : ٣٤

"বল, তোমরা যাদেরকে শরীক করো তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটায়? বল, আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছো ?"–সূরা ইউনুস ঃ ৩৪

এ আয়াত থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এরপরে তার পুনরাবর্তন ঘটান। সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। আর এটাই সত্য যে, তিনিই মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছিলেন এবং তিনিই তাকে সংকুচিত করবেন যেমন একটা কাগজকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ছোট করা হয়। তিনি সমগ্র বিশ্বজগতকে একটা বস্তুতে অর্থাৎ পিণ্ডে রূপান্তরিত করবেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় তা আবার পুনঃ অবস্থায় ফিরে আসবে বা তাঁর ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে নবী করীম (স)-কে বলতে বলা হয়েছে যে, তুমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করো সৃষ্টির এ সূচনা ও তার পুনঃ সৃষ্টি উভয় কাজই একমাত্র আল্লাহর।

বিজ্ঞানীরাও তাই বলে থাকেন যে, মহাবিশ্ব একদিন সংকুচিত হয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হবে এবং মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে স্তরে স্তরে সপ্ত আসমান সহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে। এ আয়াতসমূহে ক্লোজ ইউনিভার্স এর ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানীদের ক্লোজ ইউনিভার্স এর ধারণা, বিগ

www.pathagar.com

একসৃপ্লোশন বা বিগ ব্যাংগ-২ এবং নতুন মহাবিশ্বের ধারণার সাথে কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ মিল আছে। হয়তো বিজ্ঞানীগণ কুরআনের এ আয়াত বিশ্লেষণ করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও সংকোচন তথ্য উদঘাটন করেছেন। কারণ কুরআন হলো মহাবিজ্ঞানময়।

কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط

فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝- الملك : ٣

"যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ কোনো ত্রুটিও দেখতে পাবে না।"–সূরা আল মুল্‌ক ঃ ৩

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝- يس : ٢

"শপথ মহাবিজ্ঞানময় (জ্ঞানগর্ভ) কুরআনের।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ২

অর্থাৎ এ কুরআনকে মহাবিজ্ঞানময় কুরআন বলা হয়েছে। এতে বিজ্ঞানের সকল দিক বর্ণনা করা হয়েছে। এটা কেবল জ্ঞানীদের জন্য। কেউ যদি তার বিবেক ও জ্ঞান খাটায় তবে সৃষ্টি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে পারবে। আর কোনো জ্ঞান যদি কাজে লাগাতে না পারে বা তার উপলব্ধি না জাগে তবে সে কি করে আল্লাহর সৃষ্টি ও হিকমত বুঝতে সক্ষম হবে। অজ্ঞানী বা ভাসা ভাসা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির কৌশল বুঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র, মহিমা ও কৌশল ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের এমন একটি দিক নেই, যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। আমরা যদি বুঝতে না পারি তা আমাদের অক্ষমতা মাত্র।

আমরা যদি আবার মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের দিক লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একদিন বন্ধ হয়ে যাবে এবং একটা পিণ্ডে পরিণত হবে এবং পুনরায় তা আবার আল্লাহর হুকুমে মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্বে আসবে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝

"যখন তারকা সকল ঝরে পড়বে সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে।"

–সূরা আত তাকবীর ঃ ১-২

www.pathagar.com

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে যখন নক্ষত্ররাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-২

এ আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, যখন তারকাসমূহ এবং নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে অর্থাৎ মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ঝরে পড়বে। এতে বুঝা যায় যে এ কার্যক্রমে মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হবে। এরূপ অবস্থায় এক সময় গ্রহ নক্ষত্রগুলো বিশ্বের কেন্দ্রে মিলিত হবে এবং একটা বিশাল পিণ্ডের সৃষ্টি হবে। কুরআনে যেখানে নক্ষত্র ঝরে পড়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সেখানে বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণে মহাবিশ্বের সংকোচনের কথা এবং সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একটা পিণ্ড আকারে স্থিতির কথা বলেছেন। আরো বলেছেন যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অভিকর্ষের উৎপাটন দ্বারা বৈপরিত্য পূর্ণ হবে। এটা একটা সুপার ডেনস সিনগুলারিটিতে পিণ্ডরূপে কলাপ্স হবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে যা পুনঃ পুনঃ ঘটতে পারে। তবে পুনঃ পুনঃ ঘটার যে কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন তা ঠিক নয়। এটা মহাবিশ্ব ধ্বংসের পর একবারই পুনর্বিবর্তন হবে। ঝরে পড়া সকল গ্রহ নক্ষত্র মিলিত হয়ে যে পিণ্ড তৈরী হবে এটাই হবে হাশরের মাঠ। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে,

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ○ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ○ وَاَلْقَتْ

مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ○ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ – الانشقاق : ١–٥

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে ও পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে। এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর এটাই তার করণীয়।"-সূরা আল ইনশিকাক ঃ ১-৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আকাশ ফেটে যাওয়া এবং নক্ষত্রসমূহের ঝরে পড়া পরস্পর সম্পূরক ঘটনা। আর গ্রহ নক্ষত্র মহাবিশ্বের কেন্দ্রে ঝরে পড়ে একটা বিশাল ভূপিণ্ডের সৃষ্টি করবে সেটিই

www.pathagar.com

হবে প্রসারিত যমীন। আর এ যমীন থেকেই জীব জগত পুনর্জীবিত হবে। তাহলে স্পষ্টরূপে বলা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ বা মহাবিশ্বের ভূপৃষ্ঠই হবে শেষ বিচার দিনের অর্থাৎ হাশরের মাঠ।

❑

www.pathagar.com

১৮. ব্লাক হোল

ব্লাক হোল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা

Black holes -এর শাব্দিক অর্থ অন্ধকার গহ্বর। ১৯৬৯ সালে প্রথম মার্কিন বিজ্ঞানী জন হুইলার (Johon Wheeler) এ শব্দ ব্যবহার করেন। আলোক রশ্মির দুটি ধর্ম বস্তুধর্ম ও তরঙ্গধর্ম একই সাথে বিদ্যমান থাকে। আলোক কণা যদি সরল পথে সমবেগে চলতে থাকে তবে তার উপর মাধ্যাকর্ষণ বল কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না বলে সবাই জানতো। কিন্তু বিজ্ঞানী রোয়েমারের (Roemer) আবিষ্কার থেকে বলা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণ বল আলোক কণার গতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। বৃটিশ বিজ্ঞানী জন মিচেল ১৭৮৩ সালে তাঁর এক গবেষণা পত্রে লিখেছিলেন যে, যদি কোনো নক্ষত্র অতিমাত্রায় সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয় তবে আলোকরশ্মি তার মাধ্যাকর্ষণের টানে আকৃষ্ট হতে পারে। কোনো নক্ষত্র থেকে বিচ্ছুরিত আলো তার বহিরাবরণ থেকে বের হবার আগেই মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে বেশীদূর আগাতে পারে না। মিচেল ধারণা দিয়েছিলেন যে, এ ধরনের অসংখ্য নক্ষত্র বিশ্বে অবস্থান করছে এবং তার থেকে আলো আমাদের কাছে পৌছানোর আগেই মাধ্যাকর্ষণের কারণে কেন্দ্রের দিকে ফিরে যায়। যার ফলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই বুঝা যায় না। এ ধরনের নক্ষত্রগুলোকে এক কথায় Black holes বলা হয়ে থাকে। Black holes-কে ভালভাবে বুঝতে হবে। নক্ষত্রের জীবনচক্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। একটি নক্ষত্র প্রথমে পুঞ্জিভূত গ্যাস (মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস) থেকে সৃষ্টি হয়। গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের কারণে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করে ও প্রচুর তাপ উৎপাদন করে। শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ সময়ে হাইড্রোজেন বোমার মত যে বিস্ফোরণ ঘটে তার কারণে নক্ষত্রে প্রচুর আলো তৈরী হয় যা আমরা তারার আলো হিসেবে চিনি। উৎপাদিত তাপের ফলে সৃষ্ট গ্যাসের বহির্মুখী চাপ বিপরীতে কেন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টানে নক্ষত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। দিনে দিনে এ ধরনের বিস্ফোরণ ও অণুর গঠনের ফলে নক্ষত্র ক্রমেই তার জ্বালানী বা হাইড্রোজেন হারাতে থাকে। যতই নক্ষত্রের ওজন বাড়তে থাকে ততই বেশী শক্তি তৈরী করতে হয় ভারসাম্য রক্ষা করতে। এ ঘটনা চলতে পারে লক্ষ কোটি বছর ধরে।

www.pathagar.com

এক সময় যখন সব জ্বালানী শেষ হয়ে যায় নক্ষত্র তখন ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং সংকোচিত হতে শুরু করে। ১৯২০ সালের দিকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়। ১৯২৮ সালের দিকে ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর এ সম্পর্কে আরো ধারণা দেন যে, নক্ষত্র যতই ছোট হতে থাকে বস্তুসমূহের কণাগুলো ততোই কাছাকাছি চলে আসে এবং বিভিন্ন গতিতে ছুটাছুটি করতে থাকে। এর ফলে কণাগুলোর বিকর্ষণবল ও মাধ্যাকর্ষণবল মাধ্যমে নক্ষত্র তার নির্দিষ্ট ব্যাস ধরে রাখার যোগ্যতা অর্জন করে। তিনি বলেন, যদি কোনো শীতল নক্ষত্র সূর্যের তুলনায় দেড়গুণ বেশী বড় হয় তবে তা নিজ মাধ্যাকর্ষণ টানকে ঠেকাতে পারে না এবং ধ্বংসের দিকে চলে যায়। এ মাত্রাকে বলা হয় চন্দ্রশেখর মাত্রা যার জন্য তিনি ১৯৮৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। যদি কোনো শীতল নক্ষত্র সূর্যের তুলনায় দেড় গুণের ছোট হয় তবে তার জীবনচক্র ভিন্ন পথে চলে। এসব নক্ষত্রের শেষ পর্যায়কে শ্বেতবামন বা White dwarf বলা হয়। এ সময় এর ব্যাস খুব কমে গিয়ে মাত্র কয়েক হাজার মাইলে চলে আসে। White dwarf-এর ইলেকট্রনগুলোর বিকর্ষণের বিপরীতে মাধ্যাকর্ষণবল ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। সাধারণত এরা খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে এবং রাতের আকাশে দেখা যায়। রুশ বিজ্ঞানী লানদাউ (Lev Davidovich Landau) নক্ষত্রের পরিণতি সম্পর্কে আরেকটি ধারণা দেন যে, যদি কোনো নক্ষত্র সূর্যের তুলনায় এক বা দুগুণ বড় হয় কিন্তু শ্বেতবামন থেকে ছোট হয়, তবে এর নিউট্রন ও প্রোটনের বিকর্ষণ বলের বিপরীত মাধ্যাকর্ষণবল ভারসাম্য রক্ষা করে। এ ধরনের নক্ষত্রকে নিউটন নক্ষত্র বলা হয়। এর দৈর্ঘ মাত্র ১০ মাইলের মত হয় কিন্তু ঘনত্ব হয় প্রতি ঘন ইঞ্চিতে শত কোটি টনের ওপরে। নিউট্রন নক্ষত্র সাধারণত চোখে দেখা যায় না। এর থেকে বিচ্ছুরিত রেডিও তরঙ্গ থেকে এদের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। যদি নক্ষত্রের ওজন চন্দ্রশেখরের মাত্রার বেশি হয় তবে কি ঘটনা ঘটতে পারে তার সম্পর্কে মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেন হেইমার (Robert Oppenheimer) ৬০ দশকের দিকে একটি ধারণা দেন। তিনি বলেন যে, নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের কারণে কোনো আলোক রশ্মি তার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। আলোক রশ্মি নক্ষত্রের বহিরাবরণের দিকে বেঁকে যায়। যদি এ আকর্ষণকে বহুগুণে বাড়ানো যায় তবে আলো আর নক্ষত্র থেকে পালাতে পারে না। দূর থেকে আলোক রশ্মিকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, শেষে লাল হয়ে যেতে দেখা যায়। যদি নক্ষত্র ভীষণভাবে সংকোচিত হয়ে চরম মাত্রার নীচে চলে যায় তবে এর মাধ্যাকর্ষণবল অসম্ভব বেড়ে যায়। আলোক রশ্মি এ বলকে আর

www.pathagar.com

কখনই ছেড়ে যেতে পারে না। আলোক রশ্মি থেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন আর কোনো বস্তুই বিশ্বে নেই। সেই আলো যখন সম্পূর্ণভাবে মাধ্যাকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন বিশ্বের আর কোনো বস্তুই এর থেকে পালাতে পারে না। দূর থেকে আলোক ক্রমেই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে দেখা যায়। এ কারণে এ ধরনের নক্ষত্রগুলো Black hole বা অন্ধকূপ নামে পরিচিত হয়েছে। নক্ষত্রের এ শেষ দশা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking) ও পেনরোজ (Penrose)। Black hole-কে খালি চোখে দেখা না গেলেও এক্স-রে ও গামা-রে চিত্র থেকে এদের অবস্থান বুঝা যায়। Cygnus x-1 Black hole হিসেবে পরিচিত। ধারণা করা হয় যে, প্রতি ঘন আলোক বর্ষে ৩০০ এর মত Black hole থাকার সম্ভাবনা আছে।

স্টিফেন হকিং দেখিয়েছেন, যদিও ব্লাক হোল থেকে আলোক রশ্মি বেরিয়ে আসতে পারে না তথাপি বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে এর মধ্য হতে মৌলিক কণিকাগুলো রূপান্তরের ফলে এক বিকিরণের সৃষ্টি হতে পারে যারা ব্লাক হোল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম। বিজ্ঞানীদের ভাষায় তা হকিং বিকিরণ যার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে ব্লাক হোলের ধীরে ধীরে ডুবে যাওয়া। এর জন্য প্রয়োজন পড়বে লক্ষ কোটি বছরের। সর্বশেষ এক একটা গামা রশ্মির বিকিরণের ঝলকের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে ব্লাক হোল ও তার অপরিমেয় বস্তুভর শূন্য বা সম্পূর্ণ বিলয় অর্থে অন্তহীন হয়ে যাবে। বস্তু অবিনাশী তত্ত্বটা এখন আর ঠিক নয়। কারণ বস্তুর বিনাশ, শূন্য অস্তিত্বের মাত্রায় প্রমাণিত হবার পর আরো এক তরফা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ওপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তুই দয়াশীল।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

"ভূপৃষ্ঠে যাকিছু আছে সবই নশ্বর—অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা। যিনি মহিমাময়, মহানুভব।"-সূরা আর রহমান ঃ ২৬-২৭

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

"আল্লাহর সত্ত্বা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"-সূরা আল কাসাস ঃ ৮৮

মহাবিজ্ঞানময় এ কুরআন। এ পবিত্র কুরআনে এমন কোনো বিজ্ঞানের তথ্য নেই যা আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছেন। আজকের দুনিয়াতে সর্বশেষ হতবুদ্ধিকর আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে এমন অচিন্তনীয় তথ্য প্রদান করছে আল কুরআন যা বিজ্ঞানের কল্পনাতীত। এখন বিজ্ঞানের যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় তাতে মনে হয়, সূক্ষ্ম গণিত, পদার্থ বিজ্ঞানী যেন কুরআনের কাছে মাথা হেট করে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের জটিলতা প্রকাশ পেলেও কুরআনে কোনো জটিলতা নেই। কুরআন মহাবিজ্ঞানময় বলে এখানে সামান্য পরিমাণ দ্বন্দ্ব বা ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায় না।

তাই ১৪০০ বছর ধরে কুরআন চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে ঃ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○ - الملك : ٣-٤

"দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কখনোও কোনো অসংগতি দেখতে পাবে না। তোমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখ, কোনো অসংগতি দেখতে পাও কি, অতপর আবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করো এবং আবারও। তোমার দৃষ্টি তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ব্যথিত, ক্লান্ত লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়ে।"–সূরা আল মুলক ঃ ৩-৪

❐

www.pathagar.com

১৯. জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো অগ্নিকুণ্ড। শেষ বিচারের দিন গুনাহগারদেরকে তাদের কর্মফলানুসারে নিক্ষেপ করা হবে জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত জাহান্নামে। যার মধ্যে গুনাহগারদের খাবারের জন্য থাকবে গরম পানি যা পান করার সাথে সাথে সমস্ত নাড়িভুড়ি জ্বলে যাবে। গুনাহগারদের আর্তচিৎকারে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ জাহান্নাম কিভাবে সৃষ্টি হবে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, এ মহাবিশ্ব সাতস্তর আসমান ও যমীন নিয়ে গঠিত। এ আসমান ও যমীনের মধ্যে ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানেও অনেক গ্রহ নক্ষত্র বিদ্যমান। মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। কোথায় এর ঠিকানা কেউ জানে না। আবার মহাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে সংকোচন। মহাবিশ্বের সংকোচন আরম্ভ হলে গ্যালাক্সিগুলো তাদের গ্রহ নক্ষত্রগুলো সহ পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে থাকবে। আর এ সংকোচনের শেষ পর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র এক স্থানে মিলিত হয়ে সৃষ্টি হবে এক বিশাল ভূপিণ্ড। এ ভূপিণ্ডের ওপরই জীব জগত পুনর্জীবিত হবে। আর আট স্তর বিশিষ্ট বেহেশত এর উপরিভাগে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এদের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থায় থাকবে পুলসিরাত। শেষ বিচারের দিন নেক্‌কারগণ পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে আর জাহান্নামীগণ পুলসিরাত থেকে টপটপ করে জাহান্নামে পড়ে যাবে এবং গুনাহগারদের জন্য জাহান্নামই হবে শেষ আবাসস্থল যেখানে তাদেরকে থাকতে হবে অনন্তকাল।

উল্লেখ্য, বিশাল ভূপিণ্ডটি প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে আরো সংকোচিত হতে থাকবে এবং এক সময় ভরের কেন্দ্রস্থলে প্রচণ্ড চাপ ও তাপের ফলে সেটা পুনরায় বিস্ফোরিত হবে যাকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বিগব্যাংগ-২ বলা হয়।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ الصفت : ١٩

"তা একটা মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।"

–সূরা আস সাফফাত ঃ ১৯

www.pathagar.com

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ○ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ○

"সেইদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত এবং পর্বতসমূহ রঙিন পশমের মত।"–সূরা আল মাআরিজ ঃ ৮-৯

সাতস্তর আসমান যমীনই কিয়ামতের পর সাতস্তর বিশিষ্ট দোযখে রূপান্তরিত হবে। প্রত্যেক স্তর গঠিত হবে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রের সমন্বয়ে।

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○ - الرحمن : ٣٧

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্ত-রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৭

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ○ - الرحمن : ٣٩

"সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিন কে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৯

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ○

"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুটি ধরে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৪১

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○ - الرحمن : ٤٣

"এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো।"
–সূরা আর রহমান ঃ ৪৩

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

"তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৪৪-৪৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, কেয়ামতের সময় আসমান ফেটে যাবে এবং তা লাল চামড়ার মত বর্ণ ধারণ করবে। অর্থাৎ লোহাকে পোড়া দিলে যেমন লাল রঙ ধারণ করে সেরূপ অবস্থা হবে। এ অবস্থায় ওটাকে ইচ্ছামত বিভিন্ন আকারে রূপ দেয়া সম্ভব। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিশাল একত্রিত ভূপিণ্ডটি

www.pathagar.com

পুনরায় বিস্ফোরিত হয়ে সাতস্তর জাহান্নাম সৃষ্টি হবে। সাতস্তর জাহান্নামে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্ররাজি বিদ্যমান থাকবে। কেয়ামতের সময় আসমান যমীনের সকল গ্রহ নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিগুলোও জাহান্নামে পরিণত হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের পর চাঁদ ও সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি দোষ করলো যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর যে রকম ইচ্ছা। সূর্য আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় সেটাকে যদি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় তবে সেটা জাহান্নামের ক্ষুদ্র একটা অংশে পরিণত হবে। যদি একজন গুনাহগারকে জাহান্নামে ফেলা হয় আর যদি সে সূর্যের ওপর পড়ে তাহলে সে বলবে, "আমি জাহান্নামে চলে এসেছি।" সেহেতু হাদীসের আলোকে সূর্যকে জাহান্নামের একটা ক্ষুদ্র অংশ বলা যায়। তবে চাঁদ সুরুজ, গ্রহ নক্ষত্র কেয়ামতের দিন জাহান্নামের অংশে পরিণত হবে। আমরা যে গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রগুলো দেখি তা জাহান্নামের অংশ নয়। তবে এগুলোর মাধ্যমেই জাহান্নাম সৃষ্টি করা হবে বা হয়েছে। এখনো চন্দ্র ও সূর্যের মত অনেক গ্রহ নক্ষত্র আছে যা জাহান্নামের অংশ হিসেবে পরিণত হয়নি, কেয়ামতের পর ঐগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে জাহান্নামের জ্বালানি বা অংশে পরিণত করা হবে। সূর্যের তাপ পৃথিবী থেকেই সহ্য করা কঠিন তবে কেয়ামতের দিন যে কি হবে তা বলা মুশকিল। হয়তো সেদিন সূর্যের প্রখর তাপে অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাবে কিন্তু মৃত্যু হবে না।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ۝ - المعارج : ١٥-١٦

"না কখনোই নয় এটাতো লেলিহান অগ্নি যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে।"–সূরা আল মাআরিজ ঃ ১৫-১৬

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝

"আমার নিকট আছে শৃঙ্খল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"

–সূরা আল মুয্যাম্মিল ঃ ১২

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝ - القارعة : ٩-١١

www.pathagar.com

"যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া। তা কি , তা তুমি জান ? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।"–সূরা আল কারিআহ ঃ ৯-১১

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ○ـ الاعراف : ١٧٩

"আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা দেখে না, এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা শোনে না। এরা পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত, তারাই গাফেল।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৭৯

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ○ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ○

"যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকে আমি শোভন করে দিয়েছি ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। এদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।"
–সূরা আন নামল ঃ ৪-৫

সূরা আল মাআরিজের ১৫-১৬ আয়াতে দেখা যায় যে, জাহান্নামের লেলিহান শিখা গুনাহগারদের গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। অর্থাৎ কতো না কঠিন শাস্তি। জ্বলবে তবে মরবে না। যন্ত্রণায় ভুগবে, ছটফট করতে থাকবে।

সূরা আল মুয্যাম্মিলের ১২ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। অর্থাৎ গুনাহগারদের শাস্তি প্রদানের জন্য সত্তর হাত দীর্ঘ অগ্নিজ্জ্বল লোহার শিকল পরিয়ে দেয়া হবে। কারণ তারা আল্লাহতে বিশ্বাস করতো না। আর অভাবীকে অন্নদানে উৎসাহ দিতো না। তাই সেদিন সেখানে ঐ জাহান্নামীদের কোনো বন্ধু থাকবে না, ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া কোনো খাবার থাকবে না, যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না। পেট পূর্তির জন্য বিষাক্ত অগ্নির কাটাযুক্ত যাক্কুম থাকবে যা দেখতে শয়তানের মাথার মতো।

www.pathagar.com

অপরদিকে কুরআনে আরো বর্ণিত আছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

"যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস (প্রত্যাখ্যান) করে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করবোই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৬

আল্লাহ তাআলা বলেন, কিছু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। যারা আমাকে এবং আমার আয়াতকে বিশ্বাস করে না তাদের স্থান হবে হাবিয়া দোযখ। তা অতি উত্তপ্ত জাহান্নাম। এখানে জাহান্নামীগণ কঠিন শাস্তি পাবে। আল্লাহর হুকুমে বিভিন্ন পন্থায় শাস্তি পাবে। যেমন পৃথিবীতে একজন বিদ্রোহী অপরাধীকে ডাণ্ডাবেরী পড়িয়ে রাখা হয় এবং নানা রকম শাস্তি প্রদান করে থাকে। পৃথিবীতেই যদি একজন মানুষ আর একজন অপরাধীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতে পারে তবে সেই মহান আল্লাহ যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অবাধ্যতার শাস্তিতো আরো কঠিন। তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে গুনাহগারদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ○ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ○ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ لا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ج اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ○ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ج فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ – الملك : ٥-١١

www.pathagar.com

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ; তা কতো মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। যখন তারা তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা জাহান্নামের শব্দ শুনবে আর তা হবে উদ্বেলিত। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখন তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদের রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি ? তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেনি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো। এবং তারা আরো বলবে যদি আমরা শুনতাম বা বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য।"–সূরা আল মুলক ঃ ৫-১১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর নিম্নতম আকাশে কিছু মিটিওরাইট আছে যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে জ্বলন্ত উল্কায় পরিণত হয়। অর্থাৎ এ নিম্নতম আকাশেই বিভিন্ন নক্ষত্র বা গ্যালাক্সিতে জাহান্নাম প্রস্তুত করা হচ্ছে বা হয়েছে যা জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত। শেষ বিচারের পর গুনাহগাররা সাতস্তর জাহান্নামে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং 'অনন্ত' কাল পর্যন্ত তাদের গুনাহের মাত্রা অনুসারে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তখন কোনো সুপারিশকারী পাবে না কারণ জাহান্নমীরা আল্লাহকে ও আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছিল।

অনেকে জাহান্নামকে একটা কালো গভীর গর্তের মত প্রজ্জ্বলিত বা দাউ দাউ করা আগুনের গভীর ফার্নেস মনে করে থাকে। মানুষের চিন্তায় জাহান্নাম একটা বিশাল গভীর গর্তের মত কিন্তু আল্লাহর চিন্তায় জাহান্নাম কেমন হবে তা যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তাহলে কি দাঁড়ায় ?

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ○ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○

"আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের (পতন স্থানের যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়) অবশ্য এটা এক মহাশপথ যদি তোমরা জানতে।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৫-৭৬

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াত দুটোতে অস্তাচলের কথা বলা আছে। মাওয়াকিয়ি এখানে মাওয়াকিয়ি নক্ষত্ররাজীর অস্তাচল বা অস্ত যাওয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিতে সাধারণভাবে চিন্তা করলে 'মাওয়াকিয়ি অস্তাচল হিসাবে বলা হবে। কিন্তু যদি মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, নক্ষত্রসমূহের অস্তাগমনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ নক্ষত্ররাজি কোথায় অস্তাগমন করবে বা কিসের পশ্চাতে অস্তাগমন করবে। তাই ওকায়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরা হয় তাহলে বলতে হবে, ধ্বংস হওয়া বা ধ্বংসের টানে পতিত হওয়া, বা বিস্ফোরিত হওয়া, তাই 'মাওয়াকি'য়ি এর অর্থ ধ্বংসের স্থান বা পতন স্থান হওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। মহাবিশ্বের বিশাল অঙ্গনে নক্ষত্রদের ধ্বংসের স্থান ব্লাক হোল। কুরআনের ভাষায় গ্রহ নক্ষত্রের সংকোচিত স্থান আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান তার জ্ঞানে শুধুমাত্র ব্লাক হোলকেই চিহ্নিত করেছে যেখানে নক্ষত্রসমূহ পতিত হয় ও ধ্বংস হয়।

বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে দেখতে হয় বা বুঝতে হয় এমনিভাবে যেমন অণুর মাঝের ফাঁকটি হলো ইন্টার এ্যাটেমিক স্পেস বা আন্তঃআণবিক ফাঁক। বস্তু যখন বায়বীয় হয়, আন্তঃআণবিক দূরত্ব তখন সবচেয়ে বেশী হয় এবং অণুগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ থাকে না বললেই চলে। তাই অণুগুলো বিভিন্ন দিকে মুক্তভাবে ছুটাছুটি করতে পারে। আর বস্তু যখন তরল হয় আন্তঃআণবিক ফাঁক কমে আসে এবং অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ হয়। ফলে তা সহজে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে না। আবার বস্তু যখন কঠিন হয় আন্তঃআণবিক ফাঁক সবচেয়ে কমে যায়। অণুগুলোর মধ্যে প্রবল আকর্ষণের কারণে নড়াচড়া খুব কম করে। এমনকি এক অণুর ইলেকট্রোন অন্য অণুর মধ্যে সহজে চলাচল করতে পারে। কিন্তু বস্তু যখন সুপারসলিড হয় আন্তঃআণবিক ফাঁক তখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ অণুগুলো কেন্দ্রে ভীষণভাবে সংকোচিত হয়ে পড়ে। সাধারণ দূরত্বের চেয়ে লক্ষগুণ কমে আসে। ফলে এর ওজন অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে এর থেকে যে মাধ্যাকর্ষণ বল অনুভূত হয় তা সাধারণ মাত্রার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশী। এর ফলে আলোর কণা পর্যন্ত বস্তুর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, জাহান্নামের আবর্জনাসমূহের এক বালতি যদি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হতো তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো। অর্থাৎ ব্লাক হোলের পদার্থ অকল্পনীয় সংকোচিত অবস্থায় থাকে। এর এক বালতি পদার্থের ওজন পৃথিবীর

www.pathagar.com

ওজনের চেয়ে বেশী হতে পারে, যা পৃথিবীতে আনলেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। শুধু ব্লাক হোলেই এটা বিদ্যমান। গ্রহ নক্ষত্র ব্লাক হোলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সংকোচিত হলেও এর ওজনের কোনো তারতম্য ঘটে না। একটা জিরো পয়েন্টের ওজন সমগ্র পৃথিবীর ওজনের সমান হতে পারে। জাহান্নাম যে ভয়ানক ও খারাপ তা মানুষের চিন্তার বাইরে।

পৃথিবীর মানুষ কোনো কোনো বছর খুব ঠাণ্ডা ও গরমে ভোগে। গরম ও ঠাণ্ডার তীব্রতা কেবল জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে হে আল্লাহ ! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দুটো নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেন। একটি শীত কালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা (যে) শীতের তীব্রতা ও গরমের প্রচণ্ডতা পেয়ে থাক তা ঐ নিঃশ্বাসের প্রভাব মাত্র।

এখন কথা হলো জাহান্নাম যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে এবং পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে দেয়, এটা কোথা থেকে আসে। যতখানি মনে হয় সূর্য যখন জাহান্নামের অংশ, সূর্যও নিঃশ্বাস ছেড়ে থাকে। হাদীস অনুসারে এটাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তবে কথা হলো শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা কেবল জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণ। সেহেতু বলা যায় যে, দেশ ও অঞ্চল প্রকার ভেদে অঞ্চলভিত্তিক জাহান্নামের নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। মিডেল ইস্ট এবং আফ্রিকার কোনো অঞ্চলে গরমের তীব্রতা খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। অপরপক্ষে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, চীন, জাপান ও পূর্ব ইউরোপে শীতের তীব্রতা খুব বেশী। কোথাও মাইনাস ডিগ্রীর নীচেও মাসের পর মাস থাকে। কোনো অঞ্চল পুরো বছর বরফে আচ্ছাদিত থাকে। হাদীস অনুসারে এটা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণ মাত্র। তবে দোযখ যে শ্বাস গ্রহণ করে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যখন জাহান্নাম নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন এটা প্রণিধানযোগ্য যে, শ্বাসও গ্রহণ করে। যার ফলে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়ে আছে। তবে জাহান্নামের শ্বাস গ্রহণ করা ও নিঃশ্বাস ছাড়ার প্রতিক্রিয়ায় আজ পৃথিবী তথা বিশ্ব বিপর্যয়ের মুখে। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। জাহান্নামের আযাব বড় কঠিন আযাব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহান্নামের এক বালতি আযাব বা পদার্থ যদি পৃথিবীর বুকে ফেলা হয় তবে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তবে জাহান্নামের

www.pathagar.com

নিঃশ্বাসের কারণে মহাবিশ্বের বিপর্যয় ঘটে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সূর্যের বাহ্যিক তাপ সঞ্চালনের প্রচণ্ডতা প্রায়ই চৌম্বক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে যার জন্য প্রায়ই হাজার মাইল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কোথাও মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল অগ্নিদগ্ধ হয়। যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। চৌম্বক বিশৃঙ্খলা আবহাওয়ায়ও পরিবর্তন ঘটায় ও ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত করে থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সূর্য প্রতি ১১.৫ বছর পর পর একবার নিঃশ্বাস ফেলে যা পৃথিবীর আবহাওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অন্যান্য নক্ষত্রও যেমন জাহান্নামের অংশ তদ্রূপ তারাও সূর্যের মত নিঃশ্বাস ছাড়ে। এখন কথা হলো রসূল করীম (স) যদি সেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে বলতেন যে, নক্ষত্রগুলো পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এবং তারা জাহান্নামেরই অংশ তাহলে তৎকালীন লোকদের মধ্যে হয়তো মতবিরোধ দেখা দিত বা সহজবোধ্য হতো না। কারণ সে সময় লোকদের মহাবিশ্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। আর যদি তিনি তখন বলতেন, কিয়ামতের সময় চাঁদ ও সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রগুলোর মতো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাহলে তৎকালীন মানুষেরা দোযখকে এক মহা আনন্দের জায়গা বলে মনে করতো। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা বিজ্ঞানীদের ধারণার সাথে মিলে গেছে। এতে কারো সন্দেহের উদ্রেক হবে না। তবে পদ্ধতিগতভাবে জাহান্নামকে বুঝতে হলে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান ও কার্যক্রম জানা উচিত। সে কারণে এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসকে ভালভাবে পড়তে হবে এবং প্রতিটি আয়াত ও. কথাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই স্বার্থকতা আসবে।

মানুষদেরকে সাবধান করার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে আরো বর্ণনা করেন ঃ

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ○ لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ ○ لَوَّاحَةٌ
لِّلْبَشَرِ ○ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ○ وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص
وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ

www.pathagar.com

اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَمَا

يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ط وَمَا هِيَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ○

"অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে (সাকার) নিক্ষেপ করবো। আর তুমি কি জানো, সে জাহান্নাম (সাকার) কি ? এটি অবশিষ্ট রাখে না, ছেড়েও দেয় না। এটাতো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। উনিশজন কর্মচারী তার উপর নিয়োজিত। আমি জাহান্নামের (সাকার) এ কর্মচারী ফেরেশতা বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা ফিতনা বানিয়েছি। যেন আহলে কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমান যেন বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহলি কিতাব ও জনগণ কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে এবং দিলের রোগী ও কাফেরগণ বলবে, এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলে আল্লাহ কি বুঝাতে চান। এভাবে আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন, আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আর তোমার আল্লাহর সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউই জানেন না। আর এ জাহান্নামের উল্লেখ কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, লোকদের পক্ষে এটা নসীহত লাভ সম্ভব হয় ।"

–সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ২৬-৩১

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ○ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ○ - المدثر : ٣٥-٣٦

"এ জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী।"–সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩৫-৩৬

www.pathagar.com

২০. জাহান্নাম বনাম ব্লাক হোল

আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনকে হিকমতময় (বিজ্ঞানময়) গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সূরা ইয়াসীন এর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, "শপথ জ্ঞানগর্ভ (বিজ্ঞানময়) কুরআনের।" উক্ত আয়াতের অর্থ হলো কুরআন পূর্ণ হিকমতময় বা বিজ্ঞানময়। হিকমতের নানা অর্থ হয়। তবে একে কৌশলগত দিক দিয়ে বিজ্ঞানময় বলা যেতে পারে। কারণ কুরআনে বিজ্ঞানের সকল দিকের কথাই উল্লেখ আছে। তবে এটা ভাসা ভাসা জ্ঞানে বুঝা যাবে না। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থের গভীরে যেতে হবে তবেই তার ব্যাপ্তি, সত্ত্বা ও অন্তর্নিহিত ভাব বুঝা যাবে। এ কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।"–সূরা আস সাজদা ঃ ২। তাই এ কুরআনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কোনো অবকাশ নেই।

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ـ النساء : ٨٢

"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হতো তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেতো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮২

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ـ الملك : ٣

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ কোনো ত্রুটিও দেখতে পাবে না।"–সূরা আল মুলক ঃ ৩

অনেক কিছুর মধ্যে কুরআনে একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, যা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বুঝা কঠিন। ব্লাক হোল সেই বিষয় যার সম্বন্ধে বুঝতে হলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অনুধাবন করতে হবে ঃ

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ○ - الاعراف : ٤٠ .

"যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না—যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিব।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৪০

সুইয়ের ছিদ্র এতো সূক্ষ্ম যে, তার মধ্য দিয়ে সামান্য একটা সূতোর ক্ষুদ্র পরতোও তার মধ্যে প্রবেশ করানো কোনো কোনো সময় দুষ্কর হয়। সেই ছিদ্র দিয়ে একটা মরুভূমির জাহাজ বা উটকে প্রবেশ করানো কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? আল্লাহ তাআলার হুকুমে সবই সম্ভব হতে পারে। একটা সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে একটা কেন হাজার হাজার উটও প্রবেশ করানো যেতে পারে। বিস্ময়করভাবে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তার সত্যতার দাবী দেখে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীগণ আনতমস্তকে এর সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছেন। মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ আজ এর সত্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন।

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○ - القيمة : ٨-٩

"এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে।"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৮-৯

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ○ - التكوير : ١-٢

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।"
–সূরা আত তাকবীর ঃ ১-২

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ○ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○ - الانفطار : ١-٢

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-২

এখানে যে সমস্ত আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে তা সকলই শেষ বিচারের দিনের অবস্থার। সে দিন চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং

www.pathagar.com

নক্ষত্রগুলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হবে এবং খসে পড়বে। চন্দ্র ও সূর্য ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে খসে পড়ে জাহান্নামের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। যে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় তা ঝরে পরে জাহান্নামের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজি সকলেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ঝরে পড়বে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এও বলা হয় যে, এ সমস্তগুলো ঝরে পড়ে হাশরের মাঠ তৈরি করবে, সে সময় সূর্যের গ্যাস ধূয়ার সৃষ্টি করবে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

انْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ - اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ○ - المرسلت : ٢٩-٣١

"তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে, চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে অগ্নিশিখা হতে।"–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২৯-৩১

কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে ধূয়া নির্গত হবে এবং তা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে কাফেরদের বেষ্টন করে রাখবে। এ আয়াতে ধূয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যা শীতল নয় এবং তা রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হতে।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, শেষ বিচারের দিন (কিয়ামতের) চন্দ্র ও সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটা শুনে একজন সাহাবী রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! তাদের কি দোষ, তাদের কেন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ? রাসূল (স) তখন বললেন, আল্লাহর সেই রকমই ইচ্ছা। তাতে বুঝা যায় সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা সেই রকমই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। পৃথিবীতে বসে আমরা সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে পারি না। যদি কাছে হতো তাহলে বেঁচে থাকার কোনো উপায় থাকতো না। আর জাহান্নামের আগুন কতো প্রখর ও তীব্র তা ভাষায় প্রকাশ করা দুসাধ্য। আল্লাহ তাআলা তাই সূর্য ও চন্দ্রকে জাহান্নামের ইন্ধনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এ তেজস্ক্রিয় অগ্নি যদি জাহান্নামে পড়ে তবে তার তীব্র প্রখরতা শত সহস্রগুণে বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামের ক্ষুদ্র একটা অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ - الانبياء : ١٠٤

"সেদিন, যেদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ - العنكبوت : ٢٠

"বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো ; কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ২০

আল্লাহ তাআলা সূরা আল আম্বিয়ার ১০৪ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন বা আভাস দিয়েছেন যে, যেভাবে মহাবিশ্ব একটা মহা-বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই নিয়ম এখনও সৃষ্টির ব্যাপারে প্রযোজ্য। কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর হতে আজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। যতো দূরে যাচ্ছে আরো ততো চলার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবের জন্য তা ঘটে থাকে। আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণের ফলে একটা তারকাগুচ্ছ বা একটা নক্ষত্র একে অপরের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য আবার সম্প্রসারণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এখন পর্যন্ত মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের ক্ষমতা মাধ্যাকর্ষণের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করে আছে। একটা সময়ে হয়তো এটা জিরো পয়েন্টের দিকে ধাবিত হবে, তবে তারপরও মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকবে। আবার একটা সময়ে মাধ্যার্কষণ শক্তি যদি সম্প্রসারণের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে তখন সম্প্রসারণ বন্ধের দিকে চলতে থাকবে এবং এমন একটা সময় আসবে তা জিরো পয়েন্টে চলে আসবে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন হতে থাকবে। তখন কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করতে থাকবে। আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপও তাপের ফলে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এটা কেবলমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে সৃষ্ট

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের কারণ। এটা আবার মহাবিশ্বের পুঞ্জিভূত পদার্থের ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। যদি পদার্থের গড় ঘনত্ব ক্রিটিক্যাল ভেল্যুর চেয়ে কম হয় তবে সম্প্রসারণ শক্তির নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যায় এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চলতে থাকে এবং তা চিরকালের জন্য ওপেন থাকবে। আর যদি এর বিপরীত ঘটে তবে মহাবিশ্ব সংকোচিত হয়ে পড়বে যে পর্যন্ত না মহাবিস্ফোরণ ঘটে। তবে মহাবিশ্বের বর্তমান স্থিতিতে পদার্থের গড় ঘনত্বের ক্রিটিক্যাল ভেল্যু চন্দ্রপিণ্ডের প্রতি কিউটিক আলোক বর্ষের সমান। এখন যদি মহাবিশ্বের সকল জ্ঞাত পদার্থের পরিমাণ (ম্যাস)-কে বিবেচনায় আনা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, ক্রিটিক্যাল ভেল্যুর গড় ঘনত্ব ৩০%। এতেও প্রতীয়মান হয়, পৃথিবী সম্প্রসারণ হতে থাকবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং যাচ্ছে যে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে বহু পরিমাণ কালো এবং অদৃশ্য পদার্থ বিদ্যমান। এ কালো পদার্থগুলো নিয়েই ব্লাক হোল সৃষ্টি হয়েছে। যা আবার কিনা মহাবিশ্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রহ নক্ষত্র মাত্র। এখানে আকর্ষণীয় হলো ছোট ছোট নিউট্রোনস যা মহাবিস্ফোরণের সময় সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ নিউট্রোনসগুলো হলো চার্জলেস এবং ম্যাসলেস এনার্জি। ১৯৮০ সালে সোভিয়েট এবং আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, ক্ষুদ্র নিউট্রোনস এর মধ্যেও ম্যাস বিরাজমান। তবে বিগ ব্যাংগ নিউট্রোনসগুলো শত সহস্র আলো কণার মতো। একদিন মহাবিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আবার সাতস্তর বিশিষ্ট জাহান্নাম এবং তার উপরে আট স্তর বিশিষ্ট বেহেশত প্রতিষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজীর সমাহার থাকবে।

তবে জাহান্নাম সম্পর্কে যদি আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, কোয়াসার এর সাথে জাহান্নাম সৃষ্টি ও বর্ণনার হুবহু মিল আছে। এখন কোয়াসার কি তা জানা প্রয়োজন। কোয়াসার-কে নক্ষত্র বলা যায় না। এগুলো একটা বড় ব্লাক হোল এবং তা কোটি কোটি নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত। কোনো কোনো নক্ষত্র ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে লোহায় পরিণত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহান্নামের জ্বালানী লোহা।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"জাহান্নামের অগ্নিকে সহস্র বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করার পর তা রক্তবর্ণ ধারণ করে। পুনরায় তা সহস্র বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা শুভ্রবর্ণ হয়। তারপর সহস্র বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং তা সেই অবস্থায় আছে।"–মুসলিম

www.pathagar.com

কুরআনে সূরা আল কিয়ামার ৮-৯ আয়াতে বর্ণিত আছে যে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। এর অর্থ হলো চন্দ্রও তার সৌষ্ঠব হারিয়ে কালো হয়ে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় জাহান্নামের অগ্নি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আবার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূল (স) বলেছেন, "জাহান্নামের আবর্জনাসমূহের এক বালতি যদি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হতো, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।" আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "জাহান্নামের জ্বালানী লোহা।"

এ হাদীসগুলোকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে, দোযখের অগ্নিকে সহস্র বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করার পর তা রক্তবর্ণ ধারণ করে। পুনরায় সহস্র বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা শুভ্র বর্ণ ধারণ করে। তারপর সহস্র বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এবং তা সেই অবস্থায়ই আছে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে নক্ষত্রের মৃত্যুর তিনটি মৌলিক স্তর, হাদীস মোতাবেক জাহান্নাম সৃষ্টির তিনটি মৌলিক স্তর একই।

বিজ্ঞানীদের মতে, Red gaint state এটি তারকার মৃত্যুর প্রথম পর্যায়। নক্ষত্রের অন্তস্থ সমস্ত হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়।

হিলিয়াম দ্বারা প্রস্তুত এ কোর তাপ উৎপাদন করতে পারে না। ফলে পদার্থের কেন্দ্রভিমুখী চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ কেন্দ্রে তাপ উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় বহির্মুখী চাপ কমে যায়। ফলে পদার্থ কেন্দ্রের দিকে সংকোচিত হতে থাকে। প্রথমত হাইড্রোজেন এই হিলিয়াম কোর এর চারদিকে জ্বলতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে আরো বেশি হিলিয়াম প্রস্তুত হয়। এক সময় নক্ষত্রের বাইরের খোলক বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রসারিত হতে থাকে এবং কয়েক শত গুণ আকৃতি বৃদ্ধি ঘটায়। অন্যদিকে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে সংকুচিত হতে থাকে। নক্ষত্রের কেন্দ্রাভিমুখে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে পদার্থের চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এক সময় হিলিয়াম প্রজ্জ্বলিত হয়। তখন শুরু হয় ফিউশন রিএ্যাকশন। যার ফলে সৃষ্টি হয় আরো জটিল পদার্থ যেমন কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন ইত্যাদি। নক্ষত্রের এ অধ্যায়কে Red gaint বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ○ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ○

www.pathagar.com

"সেইদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মতো।"–সূরা আল মাআরিজ ঃ ৮-৯

এখন লেখা চিত্র থেকে দেখা যাবে ঃ

নক্ষত্র

⬇

নক্ষত্রগুলো একত্রিত হয়ে বিশাল নক্ষত্রে রূপ নেয় এবং স্বাভাবিকভাবে দেখতে বড় লাগে।

⬇

Red Gaint

⬇

আবার তাপ বিকিরণ করতে করতে ছোট হয় Ziro তে পৌঁছে যায়।

⬇

স্বেত বামন বা White Dwraf

⬇

এ সময় পদার্থের ভিতরে কেবল Neutron Particle থাকে। সে জন্য একে Neutron তারকা বলে এবং এক সময় বিন্দুতে পরিণত হয়। তখন একে একটা কালো গহ্বরের মতো দেখা যায়। কারণ তখন আলোর বিচ্ছুরণ আর হয় না। এটাই হলো ব্লাক হোল (Black Hole)।

আবার স্টিফেন হাওকিং আবিষ্কার করলেন যে, ব্লাক হোলের ভিতর থেকে শক্তির বিকিরণ ঘটে।

কুরআন হাদীস ও উপরের লেখা চিত্র থেকে দেখা যায় যে, একটা নক্ষত্রকে হাজার হাজার বছর আগুনে পুড়লে তা লাল রং ধারণ করে। এ লাল রং ধারণ করাটাই হলো Red Gaint অবস্থা।

www.pathagar.com

আবার উপরে বর্ণিত হাদীসের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো একটা নক্ষত্রকে সহস্র বছর প্রজ্জ্বলিত করলে তা শুভ্র বর্ণ ধারণ করে তাকে White Dwarf বলা হয়।

তবে বৃহদায়তন নক্ষত্র হিলিয়ামের বিক্রিয়া শুরু হবার অনেকগুলো পর্যায় আছে। হিলিয়াম জ্বলে শেষ হয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্ট পদার্থ আবার কেন্দ্রের দিকে সংকোচিত হতে থাকে ফলে তার কেন্দ্রে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং এক সময় প্রজ্জ্বলন শুরু হয়। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হতে থাকে। হিলিয়াম পুড়ে কার্বন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। কার্বন ও অক্সিজেন পুড়ে সিলিকন সৃষ্টি হয়। আবার সিলিকন পুড়ে লোহার সৃষ্টি হয়। লোহা সৃষ্টির পরই নতুন পদার্থ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় যখন একটা বিশাল নক্ষত্রের কেন্দ্রে লোহা সৃষ্টি হচ্ছে যার পর্যায়ক্রমিক আবরণগুলো হলো সিলিকন, অক্সিজেন, কার্বন, হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন। যখন আয়রন কোর বিধ্বস্ত হয় তখন নক্ষত্রকে রক্ষা করার কোনো আশা থাকে না। সে জন্য লোহাকে আরো জটিল পদার্থে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। লোহার চেয়ে ভারী ধাতু যেমন ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভাজিত হয় এবং কম জটিল পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকে। নক্ষত্রটির কেন্দ্র যখন ক্রমান্বয়ে সংকোচিত হচ্ছে তখন এমন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। নক্ষত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লোহা সৃষ্টির পরই নতুন পদার্থ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোহা সৃষ্টির পরও পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে যদি না সেখানে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বেশী পরিমাণে ইউরেনিয়াম থাকলে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হয় এবং লোহার চেয়ে ভারী পদার্থের আগমন ঘটে। এ বিস্ফোরণকে সুপার নোভা বিস্ফোরণ বলে।

লোহা সৃষ্টির পর নতুন পদার্থ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলেও গ্রহ নক্ষত্রের সংকোচন চলতে থাকে। শ্বেত বামন বা White Dwarf অদ্ভূত পদার্থের তৈরী। এর আবরণের গ্যাস ক্রমান্বয়ে সংকোচিত হতে থাকে ফলে তা উত্তপ্ত হতে চায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিক আণবিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এ গ্যাস এমন সংকোচিত হয় যে একটা সিগারেট প্যাকেটের গ্যাসের ভর কয়েক টন হতে পারে। যেমন পৃথিবী যদি হোলে ধ্বংস হয়, তবে তার যা ওজন ছিল ক্ষুদ্র পয়েন্টের মধ্যেও সেই ওজন থাকবে বা পাওয়া যাবে। ওজনের কোনো হেরফের হবে না। সামান্য একটা এ্যাটম বোমের মধ্যে তার ওজনের বিক্রিয়া কয়েক শত বা হাজার টন।

www.pathagar.com

শ্বেত বামনের White Dwarf পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে শীতল হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে কালো থেকে আরো কালো হয়ে যায়। এক সময় একটা মৃত নক্ষত্রে পরিণত হয়। আর ইলেকট্রোন এবং প্রোটন যদি একত্রে ভেঙে যায় তাহলে শ্বেত বামনে অবস্থানের চেয়েও বেশি এবং একত্রিত হয়ে নিউট্রোন গঠন করে। তখন নিউট্রোন তার অধঃপতিত চাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যার ক্ষমতা ইলেকট্রোনের চেয়েও বেশি। এটা সূর্যের চেয়েও তিনগুণ বড় নক্ষত্রকে ধারণ করে রাখতে পারে। সূর্যের সমান ভর বিশিষ্ট একটা নিউট্রোন নক্ষত্রের আয়তন ম্যানহাটন শহরের সমান হতে পারে। ক্রমাগত সংকোচন চলতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে সমস্ত পদার্থ কেন্দ্রের দিকে চলতে থাকে অসীম ঘনত্বের দিকে এবং ব্লাক হোল গঠন করে। ঘনত্ব এতো বেশী বেড়ে ওঠে যে আলোক রশ্মিও এর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন একটা সময় আসে যখন মুক্তিবেগ আলোর বেগ থেকে বড় হয়। তবে এখন বা তখন কোনো সময়ই কিছু নিষ্কৃতি পায় না। এভাবে নক্ষত্রটার মুক্তিবেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন এক পর্যায় আসে যখন তা আলোর বেগের সমতুল্য হয়ে যায়। কোনো কিছুই তখন আর সেখান থেকে কখনো কোথাও বেরিয়ে আসতে পারে না। সংকোচনশীল নক্ষত্র একটা অভেদ্য দিগন্তে প্রবেশ করে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় এটাই হলো একটা পরিপূর্ণ ব্লাক হোল।

হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, তৎপর সহস্র বছর প্রজ্জ্বলিত হবার পর তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং তা সেই অবস্থায়ই আছে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্লাক হোলের এক বালতি পদার্থের ওজন পরিমাণ পদার্থ যার ওজন পৃথিবীর চেয়েও বেশী তা যদি পৃথিবীর উপর ফেলা হয় তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।

এখানে দেখা যায় যে, নক্ষত্র ধ্বংসের যে তিনটি স্তর জাহান্নাম সৃষ্টিরও মৌলিক তিনটি স্তর। ব্লাক হোল নক্ষত্রের চরম অবস্থা, সকল নক্ষত্রগুলো ঐ অবস্থায় পৌঁছায় না তাই সব জাহান্নামও এ রকম নয়। মানুষের কর্মের ফল ভেদে, শাস্তির প্রকার ভেদে এক একটি জাহান্নাম এক এক রকম করে সৃষ্টি করা হবে। কারণ লঘু অপরাধের জন্য গুরুশাস্তি বা গুরু অপরাধের জন্য লঘুশাস্তি হতে পারে না।

ব্লাক হোল এর পরবর্তী পর্যায় কোয়াসার। কোয়াসার বিভিন্ন সাইজ ও প্রকারের হতে পারে। কোনো কোনো সময় Radio frequency (Noise) -

www.pathagar.com

এর মত লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। তবে সকলেই তাদের শক্তিকে একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্রিক উৎস থেকে লাভ করে যা তীব্র শক্তির ঝলক সৃষ্টি করতে পারে, যার পরিমাণ মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির প্রায় ১০ লক্ষ বিলিয়ন নক্ষত্রের সম্মিলিত শক্তির ১০ (দশ) হাজার গুণ হতে পারে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ থেকে জানা যায় যে, সকল ম্যাসকে শক্তিতে পরিণত করলে কত শক্তি উৎপাদিত হতে পারে। ধারণা করা যায় যে, এ বিপুল পদার্থের ম্যাস শক্তির একটা অংশই কেবল কোয়াসার-এ রূপান্তরিত হচ্ছে। আমরা জানি যে, সকল শক্তি যা এতে সংশ্লিষ্ট তা সৌরশক্তির চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। তবুও এটা খুব একটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত নয়। বরং সংকোচিত অবস্থায় থাকে। সেই বস্তু কেবল বিশাল ব্লাক হোল এ পাওয়া যাবে। তাই একটা অতি উজ্জ্বল বস্তু একটা বিশাল ব্লাক হোলও হতে পারে। কিন্তু সূত্রমতে ব্লাক হোল রেডিয়েশন গ্রহণ করে, সেগুলো এতো উজ্জ্বল হতে পারে না। তবে এতে কোনো মতবিরোধ নেই। কোয়াসার কোনো আলো দেয় না কিন্তু যে সকল বস্তু এটাকে ঘিরে আছে সেই খোলক আলো প্রদান করে। কোয়াসার হলো একটা সুপারম্যাসিব ব্লাক হোল যা অনেকগুলো পদার্থের একই স্থানে পতনের ফল।

—এনসাইক্লোপেডিয়া অফ স্পেস ট্রাভেল এ্যাসট্রোনমি।

ব্লাক হোল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে বাইরে থেকে আসা পতনশীল পদার্থকে সংকোচিত করে ফেলে। এর ওপর যতই পদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে ততই সেটা আরো বেশী সংকোচিত হতে থাকে। যার ফলে ব্লাক হোলটির চারপাশের চুম্বক ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। সহসা কোনো বস্তু কিংবা আলোক শক্তিও এর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। ব্লাক হোল এর অভ্যন্তরে পদার্থ একটা গাণিতিক বিন্দুতে পতিত হয় এটাই হলো বিগ ব্যাংগ এর আত্মা। কিন্তু এ উদ্ভট প্যাটার্ন আমাদের ধারণার বাইরে।—জ্ঞানকোষ–স্পেস ট্রাভেল এ্যাসট্রানমি

তবে বৈজ্ঞানিক চার্লস এর সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, কোনো পদার্থের আয়তন প্রতি ১° সেঃ তাপ বিশোষণের জন্য ২৭৩.১৬° ভাগের এক ভাগ আয়তন হ্রাস পায়। অতএব ২৭৩.১৬° তাপে যে কোনো বস্তুর আয়তন শূন্য হবে। ব্লাক হোল এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ২৭৩.১৬° সেঃ এর কাছাকাছি অথবা ২৭৩.১৬° সেঃ। অতএব পদার্থ বিলুপ্ত হবার কথা। কিন্তু পদার্থ বা শক্তির বিলুপ্তি নয়। এ যেনো পদার্থ ও মহাশক্তির এক মহাচক্র।

www.pathagar.com

যা হোক ব্লাক হোল এর অভ্যন্তরে কি হচ্ছে সেটা আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে।

তাই ব্লাক হোল সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় ঃ

ব্লাক হোল যদি খুব বড় হতো তাহলে পদার্থ অতি সহজেই বিশাল পরিমাণ শক্তি নিঃসরিত ছাড়া এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারতো। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন পুঞ্জিভূত সূর্যপিণ্ড মিলকীওয়ে বা গ্যালাক্সি যদি সৌরজগতের মধ্যে সংকোচিত হয় তাহলে বিপুল পরিমাণ পদার্থের স্তূপিকরণ যেমন গ্যাস, ধূলা, এমনকি সমস্ত নক্ষত্র যা প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় তা সহসা ব্লাক হোলের নিবিড়ভাবে পূর্ণ গলার মধ্য দিয়ে হোলে প্রবেশ করতে পারবে না।

তবে ব্লাক হোলের প্রান্তে যে কোনো চলমান পদার্থ বিনাশ শক্তির গহ্বরে ঢুকে যায় যা স্পেসে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ঘূর্ণিস্রোত বলয়ের মত। তাই মৃত্যু কূপ। চুম্বক ক্ষেত্রের এ চক্র পতনশীল পদার্থের মতো ফুলে ওঠে। ঘূর্ণায়ন এর ফল এবং চুম্বক ফিলড্ এর সংযোগের জন্য আমরা একটা কর্মক্ষম মহাজাগরুক শক্তির উৎস দেখতে পাই। তার একটা কেন্দ্রীয় ব্লাক হোল যা পদার্থের ঘূর্ণিয়মান ম্যাস দ্বারা পরিবেষ্টিত সে সদাসর্বদা বাইর হতে যোগান পেয়ে থাকে। সেটা আবার প্রবল ধাক্কায় যতোদূর সম্ভব ঘূর্ণিস্রোত ম্যাস এর ২০% উত্তপ্ত শক্তি হয়ে থাকে যা আবার ওয়েব দূরত্বের কারণে আলোকরশ্মিতে পরিবর্তিত হয়। সেটা আবার ইলোট্রোম্যাজনেটিক এসপেকট্রাম এবং মহাজাগতিক রশ্মিতে ঘুরপাক খাওয়ায় তাতে কোয়াসার শত শত মিলিয়ন বছর অথবা অধিক সময় ধরে গ্যালাক্সির মধ্যে আলোকিত হতে পারে। যেমন সেন্ট্রাল ম্যাস স্পীন তার চুম্বম ফিলড্ বন্দ করে দেয়। অপরপক্ষে এটা চুম্বক ক্ষেত্রে ঘূর্ণন সমতলে পতনশীল পদার্থের একটা আবরণ সৃষ্টি করে। শনি গ্রহের বলয় এর মতো কিন্তু তার চেয়েও অনেক বিশাল মাত্রায়।-জ্ঞানকোষ স্পেস ট্রাভেল এসট্রোনমি।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"জাহান্নামের আগুনের বেড়া চারটি পুরু প্রাচীর হবে। প্রত্যেক প্রাচীরের ব্যবধান ৪০ বছর রাস্তার সমতুল্য।"-তিরমিযী

ব্লাক হোলের চারপাশের এ ঘূর্ণিয়মান বিপুল পদার্থ চুম্বক ক্ষেত্রের কারণে চার পর্বে বিভক্ত হতে পারে। সাধারণত চুম্বক ক্ষেত্রের যেমন লাইন অফ ফোর্স থাকে তেমনি কাগজের উপর যদি লোহার গুড়া রেখে নীচে দণ্ড

www.pathagar.com

চুম্বক স্থাপন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, লোহার গুড়াগুলো লাইন অফ ফোর্স বরাবর সজ্জিত হয়। ব্লাক হোলের ওপর পতনশীল পদার্থ তার চুম্বক ক্ষেত্রের লাইন অফ ফোর্স বরাবর সজ্জিত হতে পারে। উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক তা চার পর্বে সজ্জিত।

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"জাহান্নাম একবার তার রবের কাছে অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহ! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দুটো নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেন—একটা শীতকালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং এখন আমরা শীতের ও গ্রীষ্মের যে তীব্রতা অনুভব করি তা ঐ নিঃশ্বাসের প্রভাব মাত্র।"–বুখারী

এখানে উল্লেখ্য যে, কোয়াসার-এর এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলে অর্থাৎ কোয়াসার-এর অভ্যন্তরের ব্লাক হোল তার চারদিকের ঘূর্ণিয়মান পদার্থকে খেয়ে ফেলে। এ ঘূর্ণিয়মান পদার্থের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ সূর্যের সর্বমোট পদার্থের সমপরিমাণ হতে পারে—তাই সম্পূর্ণ পদার্থ খেয়ে শেষ না করতে পারলেও ব্লাক হোল বিপুল পরিমাণ পদার্থ খেয়ে ফেলে। তবে এর ফলে শীতকালে শীত এবং গ্রীষ্মকালে গরম অনুভূত হয়ে থাকে। মহাবিশ্বের আবহাওয়ার ওপরও এর প্রভাব পড়ে থাকে। তবে অঞ্চল ভেদে তার তারতম্য ঘটে থাকে।

হাদীসের বর্ণনা অনুসারে জাহান্নামের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার সাথে কোয়াসার-এর বর্ণনায় মিল লক্ষণীয়। তবে উল্লেখ্য যে, কোয়াসার সম্ভবত ভয়ঙ্কর জাহান্নাম। সকল জাহান্নাম এক রকম নয়। গুনাহগারদের গুনাহর ভার হিসেবে জাহান্নাম বিন্যস্ত করা হবে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ○ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ○ وَمَاۤ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ○ نَارٌ حَامِيَةٌ ○

"আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর হবে তার আশ্রয়স্থল। তুমি কি জান তা কি জিনিস ? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।"

–সূরা আল কারিয়া ঃ ৮-১১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, هاوية শব্দটি هوى হতে নির্গত। এর অর্থ ঃ উচ্চস্থান হতে নিম্নস্থানে পতিত হওয়া। هاوية বলা হয় এমন গভীর গর্তকে যাতে কোনো জিনিস পড়ে যায়। জাহান্নামকে هاوية বলার কারণ হলো তা খুবই গভীর হবে এবং জাহান্নামীদেরকে ওপর হতে

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করা হবে। এ জাহান্নাম একটা গভীর গর্তই হবে না তা জ্বলন্ত আগুনে ভরা গর্ত হবে। উক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, জাহান্নামের কোয়াসার এবং ব্লাক হোল এর সাথে মিল আছে কারণ কোয়াসার এবং ব্লাক হোলে যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য পড়ে আগুনের ইন্ধন হবে তেমনি জাহান্নামও গুনাহগারদের দ্বারা পূর্ণ হবে।

তবে মহাবিশ্বে কোয়াসারই একমাত্র ভয়ঙ্কর বস্তু নয়। তথায় বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরণ, অসংখ্য গ্যালাক্সীও বিদ্যমান। সম্ববত সমস্ত গ্যালাক্সি বিভিন্ন সময় সক্রিয় ছিলো। মিলকীওয়ে সহ অন্যান্য সকল গ্যালাক্সীরই কেন্দ্রে ব্লাক হোল থাকতে পারে। বিস্ফোরণরত গ্যালাক্সিসমূহের আদর্শ উদাহরণ হবে Seyfert গ্যালাক্সীসমূহ। এন গ্যালাক্সীসমূহ তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। যেমন হাবিয়া দোযখ অতীব ভয়ঙ্কর।

—জ্ঞানকোষ-স্পেস ট্রাভেল এ্যাণ্ড এ্যাসট্রোনমী।

অপরপক্ষে যে সকল গ্যালাক্সী বেতার তরঙ্গ বিকিরণ করে তাদের মাঝে সক্রিয় নিউক্লিয়াসের লক্ষণ দেখা যায়। খুব শক্তিশালী রেডিও গ্যালাক্সী-সমূহ দ্বৈতলোক বিশিষ্ট হয়। এর কেন্দ্রীয় গ্যালাক্সীর দুপাশ থেকে সবচেয়ে বেশী রেডিও লয়েজ পাওয়া যায় এবং নিউক্লিয়াস থেকে হালকা রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ হয়। নিউক্লিয়াসের পার্শ্বস্থ এ শক্তিশালী রেডিও লয়েজ মধ্যস্থ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলশ্রুতি।

—জ্ঞানকোষ-স্পেস ট্রাভেল এ্যান্ড এ্যাসট্রোনমী।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে সকল আবিষ্কার হয়েছে সেগুলো যদি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রত্যেকটির পিছনে কুরআনের অমূল্য অবদান। উপরোক্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এটা ব্লাক হোল এর যথার্থতা প্রমাণ করে এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তি কিভাবে লক্ষ লক্ষ সূর্যের সমপরিমাণ পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে তারও ব্যাখ্যা দেয়।

মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সি নিশ্চয়ই অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। অতএব চির সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের চিরশীতল হয়ে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ

نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ الانبياء : ١٠٤

"সেদিন, যেদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায়

www.pathagar.com

সৃষ্টি করবো, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবোই।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানময় সূত্র বিগ ব্যাংগ থিওরী এর ক্লোজ ইউনিভার্স কনসেপ্ট কুরআনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা সম্প্রসারণশীল পৃথিবী একদিন সংকোচিত হবে। সংকোচন শুরু হলে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের দিকে অর্থাৎ মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসতে থাকবে এবং এক সময় একত্রিত হয়ে একটা বিশাল ভূপিণ্ড সৃষ্টি করবে এবং একদিন মহা-বিস্ফোরণের মাধ্যমে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে নতুন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হবে। কুরআনেও সেই একই কথা উল্লেখ আছে ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○ ـ الانفطار : ١ـ٢

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-২

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ○ ـ التكوير : ١ـ٢

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।"

–সূরা আত তাকবীর ঃ ১-২

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, সাতস্তর বিশিষ্ট আসমান যমীন বা মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য অর্থাৎ মহাবিশ্বের মধ্যে যাকিছু বিদ্যমান সব এক স্থানে ঝরে পড়বে এবং সৃষ্টি হবে বিশাল ভূপিণ্ড এটাই হবে হাশরের মাঠ। ব্লাক হোল বা কোয়াসার যাই হোক না কেন তারাতো আর মহাবিশ্বের বাইরের নয়, তাই সকলেই ঝরে পড়বে এবং সাতস্তর যমীনের নীচে চাপা পড়বে, তবে নষ্ট হবে না। কারণ আল্লাহর হুকুমেই এর শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র তাকে রক্ষা করবে। শেষ বিচারের দিন ব্লাক হোলগুলো জাহান্নাম হিসেবে পূর্ণতা লাভ করবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সাতস্তর যমীনের নীচ থেকে উপস্থিত করা হবে।

হাদীসে আছে, কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাআলা যখন সকল কুল মাখলুককে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং সকল দরজা খোলা অবস্থায় হাশরবাসীকে নীচে এবং ডান বামে বেষ্টন করে যখন জাহান্নাম আসবে তখন হাশরবাসী রাসূল (স)-এর নিকট ফরিয়াদ করবে,

www.pathagar.com

আর রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-কে ডাকবেন। হযরত জিবরাঈল (আ) তখন বলবেন, ভয় নেই আপনার মোবারক মাথার ধূলিকণা ঝেড়ে নিন। রাসূল (স) তাঁর মাথার ধূলিকণা ঝেরে নিবেন। আল্লাহ্ পাক তার মাথার ধূলিকণাকে বিস্তৃত করতঃ মেঘমালায় পরিণত করবেন এবং এ মেঘমালা মু'মিনদের মাথার ওপর ছাদ স্বরূপ থাকবে।

আরও উল্লেখ আছে, রসূলে করীম (স)-এর দাড়ি ঝেরে ফেলা ধূলিকণা হাশরবাসী ও জাহান্নামের মধ্যে পর্দা হবে।

আর শরীর ঝাড়া ধূলিকণা দ্বারা তাদের পায়ের নীচে একখানা বিছানা পেতে দেয়া হবে যার বরকতে আগুন তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। অর্থাৎ হাশরের মাঠে আগুন প্রবেশ করতে পারবে না। সে স্থান বিচার না হওয়া পর্যন্ত রক্ষিত থাকবে। এর ওপরে থাকবে আট স্তর বিশিষ্ট জান্নাত। বিচার শেষে মানুষ যখন পুলসিরাতের ওপর উঠবে তখনই মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সাতস্তর বিশিষ্ট জাহান্নাম সৃষ্টি হবে। যা বিজ্ঞানীদের ভাষায় নতুন পৃথিবী। হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, (শেষ বিচারের দিন বিচার শেষে) ঐদিন লোকজন পুলসিরাতের ওপর থাকবে। তাতে বুঝা গেল মানুষ যখন পুলসিরাত পার হতে থাকবে তখনই মহাবিশ্বের পরিবর্তন সাধিত হবে।

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"যখন মানবকুল পুলসিরাত পার হবে, তখন জাহান্নামের আগুন তাদের পায়ের নীচে, মাথার ওপর, ডানে বামে, সামনের দিকে ও পিছন দিকে থাকবে। আল্লাহ্ যাদেরকে পসন্দ করেন না তাদেরকে এখান থেকেই উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। আর তাদেরকে নাজাত দেয়া হবে যারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে। যাদেরকে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে, তারা তাদের জন্য নির্ধারিত গ্রহ নক্ষত্রে পতিত হবে সেটাই তাদের জাহান্নাম।"

বর্তমান মহাবিশ্বে যেমন সাতস্তর বিশিষ্ট আসমান যমীন আছে নতুন মহাবিশ্বেও তেমনি সাতস্তর বিশিষ্ট জাহান্নাম হবে। সেই জাহান্নাম হবে কোয়াসার এবং উত্তপ্ত গ্যালাক্সিসমূহ দিয়ে। আমরা বর্তমানে আকাশে যেমন লক্ষ কোটি গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজির সমারোহ দেখতে পাই নতুন মহাবিশ্ব, বা সাতস্তর বিশিষ্ট জাহান্নামেও জাহান্নামের অনুসারে বা নিয়মে অজস্র গ্রহ নক্ষত্র থাকবে। ঐগুলো হবে উত্তপ্ত আগুনের। পাপীরাই হবে জাহান্নামবাসী এবং তারাই তার বাসিন্দা থাকবে চিরকাল।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ - العنكبوت : ٢٠

"বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। অতপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ২০

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দুটো অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই এর জ্ঞান নেই। সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিন।"–সূরা আদ দুখান ঃ ৩৮-৪০

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ - ال عمران : ١٩٠-١٩١

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে বাঁচাও।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১

•

জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে থাকবে। তবে জাহান্নামের অগ্নির লেলিহান শিখা যতই উত্তপ্ত হোক না কেন, সেখানে মানুষ মরবে না। তবে জাহান্নামবাসীদের মধ্যেও যারা পৃথিবীতে থাকাকালীন সময় আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলো কিন্তু কোনো না কোনো সময় আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল বা কোনো ভাল কাজ

www.pathagar.com

করেছিল, সেজন্য শেষ পর্বে হলেও আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর বান্দাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

"সেথায় তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশরাজ্য ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অনুরূপ ইচ্ছা করেন, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশরাজ্য ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অনুরূপ ইচ্ছা করেন। এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।"–সূরা হূদ ঃ ১০৭-১০৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশরাজ্য ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। উল্লেখ্য শেষ বিচারের দিনের সময় বর্তমান মহাবিশ্ব আল্লাহর হুকুমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সাতস্তর বিশিষ্ট জাহান্নাম এবং তার ওপরে আটস্তর বিশিষ্ট জান্নাত গঠিত হবে এবং সেখানে জাহান্নামী ও জান্নাতীগণ চিরকাল বাস করবে। এ নতুন মহাবিশ্বের মধ্যে অনেক গ্রহ নক্ষত্র থাকবে। এক একটি জাহান্নাম বা জান্নাত অর্থাৎ এক একটি নক্ষত্রের মধ্যে একজন দুজন মানুষের বাস হবে। এটি নতুন সৃষ্টি জগতের ইঙ্গিত বহন করে।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী তাপ কমতে কমতে যখন ২৭৩.১৬° সেঃ এ পৌঁছবে পদার্থের আয়তন তখন থাকবে না। অর্থাৎ বিলীন হয়ে যাবে। ব্লাক হোল এ পর্যায় চলে যাবে। তবে পদার্থ ও শক্তির ধ্বংস নেই। ব্লাক হোল বা কোয়াসার পদার্থ ধীরে ধীরে একটা গাণিতিক বিন্দুতে পতিত হয়, ফলে তা স্থান কালের অন্তরালে চলে যায়। তা আমাদের অনুভূতির সীমা অতিক্রম করে। এভাবে কোয়াসার ও ব্লাক হোল বিলীন হয়ে যেতে পারে। আবার মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ হয়তো এভাবে ব্লাক হোল বা কোয়াসার এর মধ্যে দিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। তখন আর আসমান যমীনের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও কুরআনের নিখুঁত মিলটি পাওয়া যায় ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ لا وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ○ - لقمن : ٢٨-٣٠

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটা মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সম্যক দ্রষ্টা। তুমি কি দেখ না আল্লাহ রাতকে দিন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। এগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ তিনি তো সমুচ্চ, মহান।"–সূরা লুকমান ঃ ২৮-৩০

এখানে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটিই বিচরণ করে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কারো কোনো কার্যক্রম চলে না ঃ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ - الملك : ٣

"দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটিও দেখতে পাবে না।"–সূরা মুলক ঃ ৩

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط لاَتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ - يونس : ٦٤

"তাদের জন্য আছে সুসংবাদ, পার্থিব জীবনেও পারলৌকিক জীবনেও। আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, তা মহা সাফল্য।"

(সূত্র ঃ কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য)
A brief History of Time-Stephen W. Hawking.

www.pathagar.com

২১. সৌরজগতের সৃষ্টি ও ধারা

সূর্যের আকর্ষণে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে বামাবর্তে ঘুরছে যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক সুসংগঠিত বিশ্বপরিমণ্ডল। এটা বিশ্বজগতের একটা অতি ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও এর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের দূরত্ব আমাদের ধারণায় অপরিসীম। পৃথিবী সহ মোট নয়টি গ্রহ ও তাদের বিভিন্ন উপগ্রহ, অসংখ্য গ্রহপুঞ্জ, ধুমকেতু এবং উল্কা সৌর-জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। এ সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে সূর্য অবস্থান করে তার আকর্ষণে সৌর পরিবারভুক্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতিষ্ক তার চারদিকে পরিক্রমণ করাচ্ছে। সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্য হতে পরপর বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, অরুণ বা ইউরেনাস, বরুণ বা নেপচুন ও কুবের বা প্লুটো এরূপে অবস্থান করছে। সম্প্রতি কোনো কোনো জ্যোতিষ্ক ভলক্যান নামে দশম গ্রহের অস্তিত্বের কথা বলছে। এ গ্রহটি প্লুটো হতেও অনেক দূরে অবস্থান করছে এবং সূর্য হতে দূরত্ব সর্বাধিক বলে বর্তমানে শীতলতম গ্রহ।

প্রাচীনকালের তথাকথিত মতানুসারে মনে করা হয় যে, এক সূর্য হতে সমস্ত গ্রহের উৎপত্তি কিন্তু তা সঠিক নয়। সর্বাধুনিক মত হলো, সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো নক্ষত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। এর যে বাষ্পীয় খণ্ডগুলো সূর্যের চারদিকে থেকে যায় তারা সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের চারদিকে নিয়মতান্ত্রিক গতিতে নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে থাকে। এরা কালক্রমে তাপ বিকিরণ করে বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহে পরিণত হয়েছে বলেও ধারণা করা হয়। এ ব্যাপারে জার্মান বিজ্ঞানী কার্লফন ভাইৎসেকার ও সোভিয়েত গণিতবিদ ওটো শ্মিট ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে প্রায় একই সময় পৃথকভাবে এ মত প্রচার করেন যে, সৌরজগতের সৃষ্টি আদৌ উত্তপ্ত গ্যাসীয় সূর্য থেকে নয় বরং শীতল বস্তুকণিকাপুঞ্জ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে সূর্য ও সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহদের। তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও পরবর্তী মার্কিন বিজ্ঞানী জিরার্ড কয়পার, হ্যারল্ড উরে, বৃটিশ জ্যোতির্বিদ ফ্রেডহয়েল এবং সুইডিস পদার্থ বিজ্ঞানী হ্যানস্ আল্‌ফভিন এ মতবাদের সমর্থন করেন এবং বিকাশ সাধন করেন। এ মত অনুসারে সৌরজগতের উৎপত্তি ঘটেছে শীতল আদি বস্তু কণিকাপুঞ্জ থেকে। নিরন্তর গতিশীল বস্তুকণা এ বিশাল গ্যাসীয় পুঞ্জে সৃষ্টি করেছিলো ছোট বড় নানা আকারে অসংখ্য ঘূর্ণি বা আবর্ত। সবচেয়ে বড় ঘূর্ণিটিতে বস্তুকণিকা

www.pathagar.com

সংহত ও একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদি সূর্যের কেন্দ্রবস্তু। এর চারপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট বিভিন্ন ঘূর্ণিতে জড়ো হতে থাকে প্রথমে বস্তু কণার ভ্রূণ ও ক্রমে নানা আকারের শীতল আদি গ্রহপিণ্ড। শীতল সূর্যে সংকোচন ও তেজোস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে ঘটেছে তাপের উৎপত্তি। সূর্যের তাপে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকোচনের সংঘাতে সূর্যের কাছাকাছি গ্রহরাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরবর্তী পর্যায়ে। এর অর্থ এ পৃথিবীও আদিতে ছিলো শীতল। পরে সূর্যের তাপে ও তেজস্ক্রিয়া বিক্রিয়ার এক পর্যায়ে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আলফ্ভিনের মতে আদি সূর্যের বস্তুপুঞ্জের ছিলো প্রবল চৌম্বক আকর্ষণ। তাতেই চারপাশের প্লাজমা কণাগুলোর সূর্যের দিকে ছুটে গিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত গ্যাস কণাগুলো আরনিত হয়ে যাওয়ায় বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের ফলে আবার সূর্য থেকে প্রতিহত হয়, আর ঘুরতে থাকে সূর্যের চারপাশে। সূর্যের খানিকটা কৌণিক ভরবেগ সঞ্চারিত হয় এসব বস্তু কণায় আর এভাবে ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে গ্রহ উপগ্রহদের।

শ্মিটের মতে, সূর্যের আকর্ষণে ছুটে আসা বস্তুকণায় গতিশক্তি রূপান্তরিত হয়েছে তাপে আর তাই তাদের দিয়েছে ঘুরবার শক্তি। সূর্যের চারপাশে বস্তুকণার মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতে ঘটেছে বস্তুকণার নৈকট্য আর পারস্পরিক আকর্ষণে ধূলিকণার মতো স্তর সংহত হয়ে সৃষ্টি করছে অসংখ্য বস্তুখণ্ডের। এ ঘণীভূত বস্তুখণ্ডগুলোর নিদর্শন আজো দেখা যায় উল্কাকণা ও ধূমকেতু। বলাবাহুল্য আদি বস্তুকণাপুঞ্জ থেকে গ্রহ সৃষ্টির পথে নানা অন্তর্বর্তী ধাপ পেরোতে হয়েছে। সংহত বস্তুখণ্ড বড় আকার ধারণ করে কোথাও কোথাও রূপ নিয়েছে ভ্রূণ গ্রহের এবং তাই পরে আরো বড় আকার নিয়ে গ্রহে পরিণত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ভ্রূণ পরিণত হয়েছে উপগ্রহে। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যে যে গ্রহাণুপুঞ্জের বলয় রয়েছে এরও উৎপত্তি সেই আদি বস্তুকণাপুঞ্জ থেকেই। খুব সম্ভব এরা জমাট বেঁধে গ্রহের রূপ নিতে পারেনি। তাই আজো বিচ্ছিন্ন বস্তুখণ্ড হিসাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের মতে আদিতে আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী ইত্যাদির পৃথক পৃথক সত্তা ছিলো না। প্রথমত মহাবিশ্ব-জগতে অনেক এবং অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি ছিলো যাকে নীহারিকা বলে। এ নীহারিকা পরবর্তীতে বহু খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং এসব খণ্ড ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাদীর সৃষ্টি হয়। মহাবিশ্ব ছিলো গ্যাসীয় পিণ্ড মাত্র। আর এ গ্যাসীয় মহাপিণ্ডটি ছিলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের সমন্বয়ে গঠিত। আদি গ্যাসীয় পিণ্ডের বিভক্ত

www.pathagar.com

হয়ে পড়া বৃহৎ পিণ্ডগুলো আবারও টুকরো টুকরো হয়ে সূর্যের মতো এক একটা নক্ষত্রের সৃষ্টি করেছে। আবার এক একটার আকর্ষণ ও বিকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন থারমাল এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে তখন তাপের প্রভাবে এক সময় সুউজ্জ্বল নক্ষত্রে রূপ নেয়। এ পর্যায়ে স্বাভাবিক ভাবেই থার্মো নিউক্লিয়ার রি-এ্যাকশনের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত হালকা বস্তুর সাথে দ্রবীভূত হয়ে গঠিত হতে থাকে ভারী ভারী এ্যাটম। এ রূপান্তরিত পর্যায়ে একই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরিণত হয় হিলিয়ামে এবং হিলিয়াম রূপান্তরিত হয় কার্বনে এবং পরে অক্সিজেন। এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধাতু ও ধাতব পদার্থ। তাই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, প্রতিটি নক্ষত্রই এক একটা সক্রিয় ও জীবন্ত বস্তু হিসেবে কাজ করছে। তবে বিবর্তনের ফলে কোনো কোনো নক্ষত্র যখন তার নিজস্ব গতিপথ থেকে সরে যায় তখন বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ মতামতের কুরআনের সাথে মিল আছে অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে যে তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে তা আল্লাহর বাণীর সাথে সম্পূরক এবং ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَاۤئِعِيْنَ ○ - حم السجدة : ١١

"অতপর তিনি (আল্লাহ্) আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।"–সূরা হা-মীম-আস সাজদা ঃ ১১

وَزَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থা।"

–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ১২

উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে দেখা যাবে যে, আদিতে আকাশ ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ ছিলো। পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশেই তা গ্রহ, নক্ষত্রে পরিণত হয় এবং আকাশকে সুশোভিত করে প্রদীপমালার ন্যায়। তবে আদিতে গ্যাসীয় বা

www.pathagar.com

ধুম্রপুঞ্জীর যে অবস্থা তা কুরআনেই উল্লেখ আছে। এটা বিজ্ঞানসম্মত। তবে সর্ব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হলো কুরআন। মানুষের যদি তা বোধগম্য হতো তবে আরো কতো কি নতুন নতুন আবিষ্কার করতে পারতো তার ইয়াত্তা নেই। পবিত্র কুরআনে সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন এর কথা উল্লেখ আছে। তাই মহাবিশ্বের ছায়াপথ ও চারপাশে আরো কতো গ্রহ, উপগ্রহের অস্তিত্ব আছে তা বলা মুশকিল।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ - الذريت : ٧

"শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৭

এখানে 'হুবুক' শব্দ দ্বারা আকাশে রাস্তাঘাট বা বাতাসের প্রবাহকে বুঝায়। তবে রাতে আকাশ গাত্রে তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তখন মানুষ দেখতে পায়, তার বহু রকমের ও বিভিন্ন ধরনের আকার আকৃতি এবং তাদের কোনো একটিও অপরটার মতো নয়। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কোটি কোটি তারকারাজী ও নক্ষত্র নিয়ে যে আলাদা জগত বিদ্যমান তাহলো ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। ছায়াপথের তুলনায় সৌরজগত একটা বিন্দু কণা মাত্র। রাতের বেলা আকাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত তারকারাজীর যে দীর্ঘ রেখা ছড়িয়ে থাকে তাকে মিলকীওয়ে বা ছায়াপথ বলে। ছায়াপথে সে সকল নক্ষত্রের অবস্থান সেসবের পরিমণ্ডল খুবই বৃহৎ। এ ব্যাপ্ত পরিমণ্ডলে সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন সহ যাকিছু সৃষ্টি হয়েছে তা অবিরাম গতিতে সৃষ্টি হয়েছে। আসমান ও যমীনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে যাকিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন, কারণ আল্লাহ তাআলা পরম পরাক্রমশালী ও সৃজনশীল।

মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো একাধিক গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সমধিক। তবে সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীর মতো অনেক গ্রহ আছে কারণ আমরা যে ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত সেই ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা হচ্ছে দশ হাজার কোটি। এর অর্ধেক নক্ষত্র সূর্যের মতো এবং সূর্যের মতোই তাদের বিভিন্ন গ্রহ। ঐসব নক্ষত্রগুলো আমাদের থেকে এতোদূরে অবস্থিত যে, আমরা তা দেখতে পাই না। তবে নক্ষত্রের নির্দিষ্ট আবর্তনগতির জন্য তা ধরা পড়ে। তবে বিজ্ঞানীরা যেমন মহাবিশ্বের সকল স্থানে বহু নক্ষত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তেমনি পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ আছে। হয়তো এ ঐশ্বরিক বাণী হতেই উদ্ভূত হয়ে গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর ঘোষণাকেই স্বীকার করেছেন। যেহেতু কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এতে কোনো মিথ্যার

www.pathagar.com

অবকাশ নেই সেহেতু কুরআনের সত্যতা ও কথা বিশ্ব আবিষ্কার এবং এর মধ্যে যা আছে তা স্বীকার করতে বাধ্য।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিতে জীবন ও প্রাণের অস্তিত্বের কথা বলেছেন এবং যেহেতু কোনো সৃষ্টিই অনাহুত সৃষ্টি করেননি এবং যেহেতু পৃথিবী নামক গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান সেহেতু অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। যেজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط- الانعام : ٣٥

"যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনো।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৫

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط- يونس : ٦٦

"জেনে রাখো যারা আকাশজগতে আছে, এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬৬

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○- الحشر : ٢٤

"তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশজগতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
–সূরা আল হাশর ঃ ২৪

□

www.pathagar.com

২২. জ্যোতির্বিজ্ঞান

আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সকল সৃষ্টি বস্তু এবং সৌরজগতের সকল গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআনের বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আসমান সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে ছাদ করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় কর না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ـ البقرة : ٢٩

"তিনি পৃথিবীর সবকিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্ত আসমানে বিনস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৯

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝ـ الانعام : ١

"প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। এছাড়াও কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"–সূরা আল আনআম ঃ ১

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط ـ الرعد : ٢

www.pathagar.com

"আল্লাহই উর্ধদেশে আসমানসমূহ স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ছাড়া, তোমরা এটা দেখছো। অতএব তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে।"–সূরা আর রা'দ ঃ ২

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ - الحج : ٦٥

"তিনিই (আল্লাহ) আসমানকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর ওপর তাঁর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○- لقمن : ١٠

"তিনি (আল্লাহ) আসমানসমূহ নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ছাড়া তোমরা এটা দেখছো, তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। এবং আমিই (আল্লাহ) আসমান হতে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।"–সূরা লুকমান ঃ ১০

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ -

"তারা কি তাদের উদ্ভাসিত আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই।"–সূরা কাফ ঃ ৬

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○- الرحمن : ٧

"তিনি (আল্লাহ) আসমানকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড।"–সূরা আর রহমান ঃ ৭

আল্লাহ এমন মহান কারিগর যে, তিনি আসমানকে সমুন্নত রেখেছেন এবং স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ছাড়া যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর নির্দেশে চন্দ্র-সূর্য তাদের নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।

www.pathagar.com

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ - الرحمن : ٥

"সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।"-সূরা আর রহমান ঃ ৫

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ - الجاثية : ١٣

"তিনিই তোমাদের জন্য কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন।"-সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৩

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ - المؤمنون : ٨٦

"জিজ্ঞেস করো, কে সপ্ত আসমান এবং মহা আরশের অধিপতি।"
-সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৮৬

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

"তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিবসকে।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৩

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ

لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

"এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।"
-সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৯-৪০

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ

بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ - النحل : ١٢

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজীও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"
-সূরা আন নাহল ঃ ১২

www.pathagar.com

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ○ ـ الصفت : ٦

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্র রাজীর সুষম দ্বারা সুশোভিত করেছি।"–সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ৬

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ ـ العنكبوت : ٦١

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন ? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৬১

❒

www.pathagar.com

২৩. সূর্য ও চন্দ্র

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا
عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ○- يونس : ٥

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসেব জানতে পারো। আল্লাহ্ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছেন।"-সূরা ইউনুস ঃ ৫

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ○

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৩

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا○- نوح : ١٦

"চন্দ্র হলো একটা আলো আর সূর্য হলো একটা জ্বলন্ত প্রদীপ।"
–সূরা নূহ ঃ ১৬

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط
اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَّشَرْقِيَّةٍ وَّلاَ غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْلَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ
اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ○- النور : ٣٥

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীর জ্যোতি, তার জ্যোতির উপমা যেনো একটা দ্বীপাধার যার মধ্যে একটা প্রদীপ, প্রদীপটা একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ,

www.pathagar.com

এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যের নয়। অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেনো তার তেল উজ্জ্বল আলো দেয়, জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৫

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

"কতো মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডল স্থাপন করেছেন তারকাপুঞ্জ (বুরুজ) এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬১

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ
نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا - نوح : ١٥-١٦

"তোমরা কি লক্ষ্য করোনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশ ? এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।"–সূরা নূহ ঃ ১৫-১৬

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ○

"আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধদেশে সুস্থিত সপ্ত আসমান। এবং প্রতিষ্ঠিত করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।"–সূরা আন নাবা ঃ ১৩-১৪

আল্লাহর জ্যোতি হলো নূর। নূর অর্থ আলো। চন্দ্র আলো দান করে এবং এর মধ্যেই আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। অপরপক্ষে প্রোজ্জ্বল দীপ হলো সূর্য। তাই সূর্যকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তাঁর উজ্জ্বল কিরণ দিবাভাগে ধরণীকে আলোকিত করে। চন্দ্রের আলো হলো নির্মল আলো যা মানুষের মনে আবেগ, অনুভূতি ও ভালবাসা জন্মায়। আর সূর্যের আলো কর্ম চাঞ্চল্য বাড়ায়। সূর্য একটা নক্ষত্র তার অভ্যন্তরীণ দহন ক্রিয়ার দরুন তার মধ্যে তীব্র উত্তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। চন্দ্রের মধ্য হতে আল্লাহর জ্যোতি প্রকাশ পায়। আমরা দেখছি চন্দ্র আলো দিচ্ছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখে। তাতে মনে হয় চন্দ্রই আলো দিচ্ছে। তবে কুরআনের আয়াত থেকে দেখা যায় যে, সূর্যকে স্থাপন করা হয়েছে প্রদীপরূপে, আর চন্দ্রকে স্থাপন করা হয়েছে আলোকরূপে। কুরআনের ভাষায় চন্দ্রের আলো আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় যে, প্রদীপের আলো অন্য বস্তুর ওপর পড়লে বস্তুটি আলোকিত

www.pathagar.com

হয় এবং সে আলোর বিকিরণে অন্য বস্তু আলোকজ্জ্বলতা ধারণ করে। তাতে মনে হয় প্রদীপের আলোর কারণে চন্দ্র আলো দিয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○ ـ الزمر : ٥

"তিনি যথাযথভাবে আকাশরাজ্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশীল, ক্ষমাশীল।"–সূরা আয যুমার ঃ ৫

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۖ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

"এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্কবক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮-৪০

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ○ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ○ ـ الطارق : ٢-٣

"তুমি কি জানো রাতে যা আবির্ভূত হয়, তা কি ? তা উজ্জ্বল নক্ষত্র।"–সূরা আত তারিক ঃ ২-৩

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ○ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ○ ـ الشمس

"শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের। শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।"–সূরা আশ শামস ঃ ২-৩

www.pathagar.com

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذٰلِكَ
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ـ الانعام : ٩٦

"তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৬

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ○ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ لا وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ○ـ لقمن : ٢٩ـ٣٠

"তুমি কি দেখো না আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন ? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। এগুলোর প্রমাণ স্বরূপ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ তিনিতো সমুচ্চ মহান।"

–সূরা লুকমান ঃ ২৯-৩০

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ○

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৭

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ
بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজী অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্য এতে

www.pathagar.com

বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"

–সূরা আন নাহল ঃ ১২

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটো নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করো।"–বুখারী

আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টির প্রয়োজনে এবং একে করেছেন সকলের জন্য একটা নিদর্শন। আর চন্দ্র সূর্য একের উজ্জ্বলতাকে অপরের জ্যোতি ঢাকতে পারে না এবং তা উভয়ের পক্ষে অসম্ভব। কারণ চন্দ্র-সূর্যের কক্ষও নির্ধারিত স্থান।

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) সূর্যাস্তের সময় আমি নবী (সা)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, আবু যার ! তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় অস্ত যায়। আমি বললাম, আল্লাহ্ ও রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ সূর্য গিয়ে আরশের নীচে সিজদায় পড়ে। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। এটা মহা পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম।"–বুখারী

❑

www.pathagar.com

২৪. সূর্য ও চন্দ্র নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে

সূর্য ও চন্দ্র তাদের নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে সে সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥ - الانبياء : ٣٣

"আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৩

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥ - يس : ٤٠

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥

"এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ - الرحمن : ٥

"সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।"–সূরা আর রহমান ঃ ৫

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

"তিনি রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করেন এবং দিনকে প্রবিষ্ট করেন রাতে, যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।"–সূরা ফাতির ঃ ১৩

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط - الاعراف : ٥٤

www.pathagar.com

"আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪

এ সকল আয়াত হতে দেখা যায় যে, চন্দ্র ও সূর্য নিজ কক্ষপথে অবিরত ঘুরছে। পূর্বে একথা কেউ জানতো না। কেবলমাত্র কুরআনকে ভালোভাবে বুঝার পর জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকগণ একথা স্বীকার করেছেন। পূর্বে বিজ্ঞানীরা কেবল পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেই তথ্যই প্রকাশ করেছেন। আসমানে অনেক গ্রহ ও উপগ্রহ আছে যা ঘুরছে কিন্তু তা এতো দূরে যা মানব চিন্তা ও ধারণার বাইরে। এখানে বলতে হয় বা বলা যায় যে, আল্লাহ কোনো দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুকে স্থবির বা নিশ্চল অবস্থায় রাখেন না। এমন কোনো বস্তু বা প্রাণী নেই যার কোনো কাজ নেই। প্রত্যেকটি জিনিসকে যখন প্রাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তখন প্রত্যেকটিই প্রাণের তাগিদে চলতে থাকে। এটাই মহাসত্য। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সূর্য ও চন্দ্রের কেন্দ্র এবং তার আবর্তন কেবলমাত্র কুরআনের গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন নতুবা ১৪০০ বছর পূর্বে এটা সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিলো। কুরআন যে মহাসত্যের সন্ধান দিয়েছে তাতে মনে হয় হযরত মুহাম্মাদ (স) একজন তুখোড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন বটে। কুরআনে যে বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের কথা উল্লেখ আছে তা অতীব সত্য, এ সত্যকে অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই।

এখানে আরও উল্লেখ্য, চন্দ্রের আবর্তন দ্বারা চন্দ্রমাস হিসাব করা হয়। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এটা একটা অকাট্য হিসাব।

www.pathagar.com

২৫. নক্ষত্রপুঞ্জ বা নক্ষত্রমণ্ডলী

রাতে নির্মল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কতোগুলো জ্যোতিষ্ককে আলোক চঞ্চল দেখা যায়। এরা মিট মিট করে জ্বলে। এদের স্বপ্রকাশ, তাই নিজস্ব আলোক ও উত্তাপ আছে। মহাকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা যে কতো তা নির্ণয় করা কঠিন। খালি চোখে মাত্র ছয় হাজার নক্ষত্র দেখা যায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এরপরে আরো কতো নক্ষত্র আছে তা কে জানে। অপরপক্ষে পৃথিবী হতে মহাকাশে নক্ষত্রগুলোকে আলোক বিন্দুর মতো দেখালেও এর প্রকৃত আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কোনো কোনো নক্ষত্র সূর্য থেকেও হাজার হাজার গুণ লক্ষ লক্ষ গুণ, এমনকি কোটি কোটি গুণ বড়।

আকাশে স্থানে স্থানে কয়েকটা নক্ষত্র দল বেধে বেধে আছে বলে ঐদলকে নক্ষত্রমণ্ডল বলে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ নক্ষত্রমণ্ডলের নক্ষত্র-গুলোকে বিভিন্ন কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে বিভিন্ন মূর্তিরূপে কল্পনা করে থাকতেন। এ সকল নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল, লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া, কালপুরুষ, বৃহৎ কুক্কুর মণ্ডল, লুব্ধক, কৃত্তিকা বা সাত ভাই, রোহিনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবী হতে নক্ষত্রগুলো এতো অসীম দূরে অবস্থান করায় মনে হয় এরা যেনো সকলে একই সমতলে আকাশের গায়ে জ্বলছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রগুলোর মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব কোটি কোটি মাইল। ধ্রুবতারার আলোক ৪৭ বছরে পৃথিবীতে পৌছায়। এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের আলোক পৃথিবীতে পৌছতে কোটি কোটি বছর লাগে বলে জ্যোতির্বিদগণ মনে করে থাকেন। আবার অনেক নক্ষত্রের আলো এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌছায়নি। তাই পৃথিবী হতে নক্ষত্রের দূরত্ব কল্পনাতীত। নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে। তাই আকাশে নক্ষত্রগুলোকে শুভ্র আলোক পিণ্ডের মতো দেখায়। এদের আলোতে মানুষ প্রাণ পায়। এ নক্ষত্র সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে এবং নক্ষত্রের উপর আন নজম নামে একটা সূরা নাযিল হয়েছে ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ۝

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজী সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।"

–সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ৬-৭

www.pathagar.com

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ٥

"তারা কি তাদের ঊর্ধস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটল নেই।"–সূরা কাফ ঃ ৬

আকাশকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্ররাজী দিয়ে সুশোভিত করে রেখেছে। নক্ষত্রের মিটিমিটি আলোয় আলোকিত হয় মহাবিশ্ব। প্রাণের সঞ্চারণ জাগে প্রাণীর ও উদ্ভিদের মধ্যে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ٥ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ٥ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٥ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ ـ الطارق : ١ـ٥

"শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার। তুমি কি জানো রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কি ? তা উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রত্যেক জীবের ওপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কি হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"–সূরা আত তারিক ঃ ১-৫

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ٥ ـ البروج : ١

"শপথ বুরুজ (নক্ষত্র) বিশিষ্ট আকাশের।"–সূরা আল বুরুজ ঃ ১

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ٥ ـ الانفطار : ٢

"যখন নক্ষত্ররাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ২

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ٥ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ٥ ـ التكوير : ١ـ٢

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, যখন নক্ষত্ররাজী খসে পড়বে।"
–সূরা আত তাকবীর ঃ ১-২

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ٥ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ٥ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ٥

"যখন নক্ষত্ররাজীর আলো নির্বাপিত হবে। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন পবর্তমালা উদ্বেলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে।"
–সূরা আল মুরসালাত ঃ ৮-১০

وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ٥ ـ النجم : ٤٩

"আর এই যে তিনি শে'রা নক্ষত্রের মালিক।"–সূরা আন নাজম ঃ ৪৯

www.pathagar.com

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○ـ النجم : ١

"শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ১

وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۚ وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থা।"
–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ১২

আকাশের নক্ষত্ররাজীর মধ্যে ধ্রুবতারা, সন্ধ্যাতারা, আদমছুরাত এবং শুকতারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। রাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যাতারা আলো ছড়ায়। ভোরের আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করে জ্বলে। নক্ষত্রগুলোর নিজের আলোতে স্বপ্রকাশ হয় বলে তারা চোখে পড়ে।

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط

تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ـ الاعراف : ٥٤

"আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন তা তিনি সৃষ্টি করেছেন। জেনে রেখো সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৪

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

"তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেনো তা দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৭

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ

بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ـ الانعام : ١٢

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, রাত-দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজীও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্য এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২

وَعَلٰمٰتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○ـ النحل : ١٦

www.pathagar.com

"এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যে পথের নির্দেশ পায়।"–সূরা আন নাহল ঃ ১৬

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝ - الحج : ١٨

"তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশজগতে ও পৃথিবীতে—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ১৮

হাদীসে বর্ণিত আছে, কাতাদা (রা) বলেন, এসব তারকারাজীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি। আসমান সুসজ্জিত করা, শয়তানকে বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক নির্ণয়নের নিদর্শন হিসেবে বানানো হয়েছে। যে এ তিনের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিলো সে ভুল করলো, নিজের প্রাপ্য হারালো এবং এমন ব্যাপারে মাথা খাটালো যে ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান নেই।–বুখারী

□

www.pathagar.com

২৬. গ্রহসমূহ

মহাকাশে কতোগুলো জ্যোতিষ্ক মহাকর্ষের জন্য সূর্যের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করে। এদের নিজস্ব কোনো আলোক বা তাপ নেই। সূর্য এদের কেন্দ্র বা নাভিতে অবস্থিত। এরা সূর্যের আলোকে আলোকিত এবং সূর্যের তাপেই তাপিত বা উত্তপ্ত হয়ে থাকে। সেজন্য এদের আলোক স্থির অর্থাৎ নক্ষত্রের মতো মিটমিট করে জ্বলে না। আর নক্ষত্র হতে গ্রহগণের দূরত্ব এবং গ্রহগণের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কখনো কমে না বা বাড়ে না। কতোগুলো জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারদিকে মহাকর্ষের জন্য ঘুরে বেড়ায়। এরা উপগ্রহ, এদের কোনো নিজস্ব আলো বা তাপ নেই। এরাও কেন্দ্রীয় সূর্য বা নক্ষত্রের আলোক ও তাপ পায়। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ এবং চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পবিত্র কুরআনের ভাষায় আসমানে বহু গ্রহ, উপগ্রহ আছে। তবে এদের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও ভলক্যান মানব জ্ঞানের মধ্যে সীমিত।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط- النور : ٣٥

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেনো একটা দীপাধার, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটা একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল গ্রহ সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেনো তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৫

পবিত্র কুরআনে গ্রহ নক্ষত্রকে বুঝার জন্য কাওকাব, নাজম এবং বুরুজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নাজম ও বুরুজ শব্দ কেবল নক্ষত্রতেই ব্যবহার হয়। আর কাওকাব শব্দ গ্রহ বুঝাতে সমধিক ব্যবহার হয়।

www.pathagar.com

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ

الْاٰفِلِيْنَ ٥ - الانعام : ٧٦

"অতপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে গ্রহ (নক্ষত্র) দেখে বললো, এটাই আমার প্রতিপালক, অতপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বললো, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।"–সূরা আল আনআম ঃ ৭৬

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ٥ - الانفطار : ١-٢

"আসমান যখন বিদীর্ণ হবে। যখন গ্রহরাজী (নক্ষত্ররাজী) বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"–সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-২

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ٥ - الصفت : ٦

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহরাজীর সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।"–সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ৬

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ ٥ - يوسف : ٤

"স্মরণ করো ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা ! আমি একাদশ গ্রহ (নক্ষত্র) সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৪

www.pathagar.com

২৭. আকাশজগত

আল্লাহ তাআলা সপ্ত আসমানকে সুশোভিত করেছেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজি দ্বারা। প্রত্যেকটি স্তরকে সুবিন্যস্ত করে পাহারায় রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ○ - الملك : ٥

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।"–সূরা আল মুলক ঃ ৫

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

"অতপর তিনি আকাশজগতকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"
–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ১২

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ○ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○ - نوح : ١٥-١٦

"তোমরা কি লক্ষ্য করোনি। আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশজগত। এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।"–সূরা নূহ ঃ ১৫-১৬

www.pathagar.com

২৮. দিন রাত

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হতে মানুষ দেখে আসছে যে, সূর্য প্রত্যহ পূর্বদিকে উদিত হয়ে আকাশ পরিভ্রমণ করে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। প্রাচীন যুগে মানুষের ধারণা ছিলো যে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে মহাশূন্যের বুকে ঘুরছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষের এ ধারণা দূরীভূত হয়। এখন এটা প্রমাণিত যে, পৃথিবী গতিশীল। তবে এটাও প্রমাণিত যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ সকলেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে থাকে। কুরআনেও এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পৃথিবী সূর্যের সামনে নিজ মেরুদণ্ডের ওপর সর্বদা নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তিত হচ্ছে এবং এ আবর্তনের ফলে দিনরাত সংঘটিত হয়। একে আহ্নিকগতি বলে। একটা পূর্ণ আবর্তনের সময়কে সৌরদিন বলে আর পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটা নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে, এ গতিকে বার্ষিকগতি বা পরিভ্রমণ বলে। আর এ নির্দিষ্ট পথকে কক্ষ এবং নির্দিষ্ট সময়কে সৌর বছর বলে। একবার পূর্ণ পরিভ্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড সময় লাগে।

আহ্নিক গতির ফলে দিনরাত হয়, ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের দিক পরিবর্তিত হয় এবং সময় গণনার সুবিধা হয়।

অপরপক্ষে বার্ষিক গতির ফলে দিনরাতের হ্রাস বৃদ্ধি পায়। আবার ভূপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে দিনরাতের তারতম্যের জন্য এবং সূর্যরশ্মির পতন কোণের পার্থক্যের জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে শীতোষ্ণতার পার্থক্য হয়।

দিনরাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের রয়েছে নিদর্শন। তাই এখানে উল্লেখ করা যায় যে, "পৃথিবীর একদিকে শুক্র ও অন্য দিকে মঙ্গল। শুক্রের একটা আহ্নিক গতির পর্যায়কাল ২৪৩ দিন, পৃথিবীতে ২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট, মঙ্গলের বেলায় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। অর্থাৎ শুক্র গ্রহের একটা দিনের পরিমাণ ১২১.৫ পৃথিবী—দিন আর মঙ্গলে তা ১২ ঘণ্টা ১৮.৫ মিনিট। বুধ-এর পূর্ণ আহ্নিক গতি কাল ৫৪ দিন ১৫ ঘণ্টা, সেখানেও দিনের পরিমাণ ২৭ দিন ৭.৫ ঘণ্টা। তাপমাত্রার হিসাবে বুধের আলোকিত পৃষ্ঠে ৩৫০° সেঃ, অন্ধকার পৃষ্ঠে ১৭০° সেঃ। শুক্রের আলোকিত পৃষ্ঠের তাপ ৪৮০° সেঃ ও অন্ধকার পৃষ্ঠে তাপ ৩৩° সেঃ। এ উপাত্তগুলো আমাদেরকে অতি সুন্দর তথ্য সরবরাহ করে। সূর্যের এতো কাছাকাছি গ্রহ

www.pathagar.com

বুধের অন্ধকার তলে ১৭০° সেঃ তাপমাত্রা সৃষ্টি হতে পারার অর্থ মহাবিশ্বের পরিবেশসমূহের প্রবণতা চরম শীতলতার দিকে অগ্রসর হবার তথ্য প্রকাশ পায়। অন্য পক্ষে তার উল্টো পিঠের তাপমাত্রা ৩৫০° সেঃ হলেও তার চেয়ে দূরবর্তী গ্রহ শুক্রের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা কিন্তু বুধের চেয়ে অনেক বেশী। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহের তাপমাত্রা ৩৫০° সেঃ এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী গ্রহের তাপমাত্রা ৪৮০° সেঃ। লক্ষ্য করা যায়, বুধের আহ্নিকগতিজনিত সৃষ্ট দিনটি শুক্রের ঐ দিনের সাড়ে চারগুণ বড়, অর্থাৎ বুধ তার আলোকিত পৃষ্ঠে তাপ গ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর দিনের পরিমাপে ২৭ দিন ৭.৫ ঘন্টা, যেখানে দূরবর্তী গ্রহ শুক্র এ তাপ গ্রহণ করে থাকে ১২১.৫ পৃথিবী দিনের সমান একটা শুক্র দিনের ব্যাপ্তি নিয়ে। ভর ও দূরত্ব বিবেচনা বাদ দিলে সাধারণ গাণিতিক হিসাবে শুক্রে উল্লেখিত কারণে সাড়ে চারগুণ বেশী তাপ সঞ্চিত হবার কথা। অর্থাৎ কোনো একটা গ্রহের তাপমাত্রা পরিস্থিতি তার কোনো পৃষ্ঠের ওপর আপতিত সূর্য রশ্মির স্থায়িত্ব কালটির সাথে অতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ স্থায়িত্ব কালটি আবার তাদের অক্ষ ঘূর্ণির বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

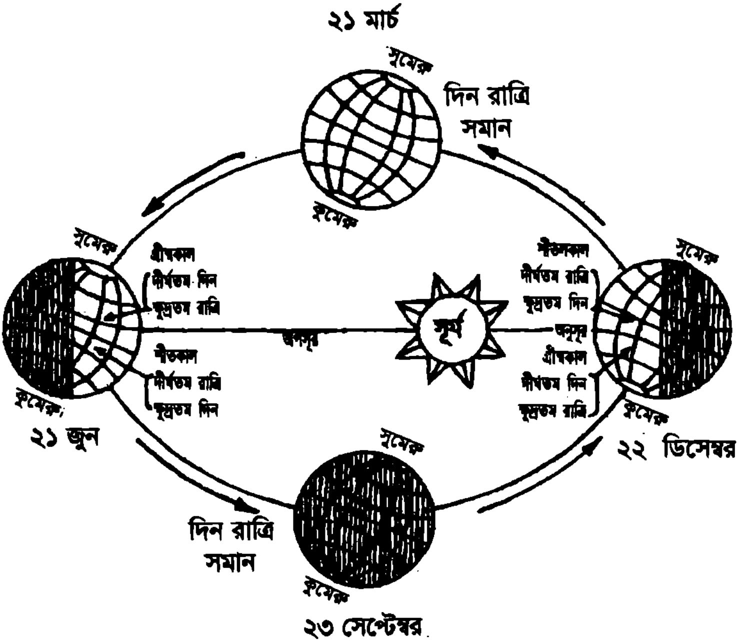

চিত্র ৯. পৃথিবীর পরিক্রমণের জন্য দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু-পর্যায় দেখান হয়েছে

www.pathagar.com

যা হোক, আহ্নিকগতির কারণেই বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদিতে তাপের তারতম্য হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মঙ্গলের আহ্নিক গতি পৃথিবীর আহ্নিকগতির সমান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দিনের বেলায় ৩১° সেঃ ও রাতের পৃষ্ঠে ৮৬° সেঃ তাপমাত্রা বিরাজ করছে। তাতে মনে হয় সেখানে জীবনের অস্তিত্ব নেই। তবে কুরআনের বর্ণনায় আকাশরাজ্য ও পৃথিবী সর্বত্রই তার নিয়মানুসারে সৃষ্টি বিরাজ করে তাতে কোনো সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। যেখানে পবিত্র কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং শাস্তির উল্লেখ আছে, আবার জান্নাতের পাদদেশে সুশীতল প্রস্রবণের উল্লেখ আছে সেখানে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন যে, তিনি কোন্ গ্রহে কি রেখেছেন এবং কি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি যে কতো দুরূহ তা মানুষের জ্ঞানে না আসার কথা। তাই 'কুন ফাইয়াকুন' কার্যক্রম ও ধারাবাহিকতা কেবল জ্ঞানীরাই অনুধাবন করতে পারেন।

পবিত্র কুরআনে দিন রাত সম্পর্কে যে সকল আয়াত রয়েছে তার মধ্যে প্রায় আয়াতেই দিনে মানুষের কাজকর্ম এবং বিশ্রাম, আর রাতে ঘুমের কথা উল্লেখ আছে। রাত হলে মানুষ ঘুম যাবে, বিশ্রাম করবে এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আরো একটু বেশী চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সূর্যের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ ($১০^{১৩}$ বা ১০,০০০,০০০,০০০,০০০) উজ্জ্বলতা সম্পন্ন কোয়াসার আকাশে আলোকের মহাবিস্তৃতির স্বাক্ষর। অপরপক্ষে এতো উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহে অধ্যুষিত আকাশ অন্ধকার থাকার নিগূঢ় অর্থ হলো মহাজাগতিক বস্তুনিচয়ের মহা দূরত্ব ও তাদের সম্প্রসারণ জাতকরণ। এখনো যদি একপাশে সূর্য ও অন্যপাশে সূর্য বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, সমান কিংবা বড় আলোর উৎস নিয়ে কোনো গ্রহ অবস্থান করে, তবে সে গ্রহে কোনোদিন রাত সৃষ্টি হবে না। দিনের উজ্জ্বলতা, তাপ ইত্যাদির কারণে আরামদায়ক রাতের আমেজ কখনো সম্ভব হবে না, এমনি কোনো পরিস্থিতি প্রাপ্ত গ্রহের দুনিয়ায়। তবে বাইনারী সিস্টেম (Binary System) হলো এমন একটা ব্যবস্থা সেখানে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র উজ্জ্বলতায় যারা সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী এমনিভাবে এমনি কৌণিক পার্থক্যে অবস্থান করে যে, সেখানে কোনো গ্রহে কোনো কালে রাত সৃষ্টি সম্ভব নয়। এমনি ব্যবস্থার বহু উদাহরণ হলো Betacygni যার মধ্যে দুটি সূর্য এবং Alpaha Ontauri যার সূর্য সংখ্যা ৩টি।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো ইলাহ্ আছে যে, তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো ? তবু কি তোমরা ভেবে দেখো না ?"–সূরা আল কাসাস ঃ ৭২

অনুরূপভাবে দীর্ঘস্থায়ী রাতের ব্যাপারে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○ – القصص : ٧١

"বল তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি রাতকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো উপাস্য আছে কি যে তোমাদেরকে এনে দিতে পারে আলোকময় দিন, তবু কি তোমরা কর্ণপাত করবে না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৭১

দিনরাতের পরিবর্তন বা পালাবদলের ওপর কুরআনে উল্লেখ আছে যে,

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাতের পরিবর্তনে যা মানুষের স্থিতিসাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৪

উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, পৃথিবীর আবর্তনে দিনরাত, ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র স্রোতের দিক পরিবর্তন এবং সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

এক নিয়মে হয়ে থাকে—এর সাথে বিজ্ঞানের কোনো সংঘাত নেই। কারণ কুরআনই বিজ্ঞানের মূল।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ○

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০

تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ○

"তুমি রাতকে দিনে পরিণত করো এবং দিনকে রাতে পরিণত করো, তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৭

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضٰى أَجَلٌ مُّسَمًّى ج ـ الانعام : ٦٠

"তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তিনিই দিনে তোমরা যা করো তা তিনি জানেন, অতপর দিনে তোমাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়।"–সূরা আল আনআম ঃ ৬০

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ○ ـ الانعام : ٩٦

"তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৬

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا لا وَّالشَّمْسَ

www.pathagar.com

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ - الاعراف : ٥٤

"তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী যা তাঁরই আজ্ঞাধীন তা তিনি সৃষ্টি করেছেন। জেনে রেখো সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ।"–সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝ - الانعام : ١

"প্রশংসা আল্লাহর যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। এতদসত্ত্বেও কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"–সূরা আল আনআম ঃ ১

اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

"দিন ও রাতের পরিবর্তন এবং আল্লাহ আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।"
–সূরা ইউনুস ঃ ৬

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৩

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ط - النحل : ١٢

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে।"
–সূরা আন নাহল ঃ ১২

www.pathagar.com

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط ـ فاطر : ١٣

"তিনিই রাতকে দিনে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।"–সূরা ফাতির ঃ ১৩

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَلاَ هُوَ
الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ۝ ـ الزمر : ٥

"যিনি যথাযথভাবে আকাশরাজ্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"
–সূরা আয যুমার ঃ ৫

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لاَتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۝

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়। সিজদা করো এক আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।"
–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৭

وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ۝

"নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।"–সূরা জাসিয়া ঃ ৫

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ۝

"তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৭

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ زكُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ○ - لقمن : ٢٩

"তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন ? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করেছেন নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"–সূরা লুকমান ঃ ২৯

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, দিন রাতের পরিক্রমণের বেলায় বাস্তবে মহাশূন্যে কি ঘটে তা মার্কিন নভোচারীবৃন্দ যখন চাঁদের বক্ষে ছিলেন তখন তারা লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর যে অংশটা সূর্যের দিকে ফিরানো, সূর্য কি রকম স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সেই পৃষ্ঠভাগে আলোকোজ্জ্বল করে রাখছে এবং কিভাবে ভূভাগের বাকী অর্ধভাগে বিরাজ করছে অন্ধকার। একদিকে পৃথিবী তার আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তিত হচ্ছে, অন্যদিকে সূর্যরশ্মি নিজ কক্ষ পথের অবস্থান থেকে তার ওপরে আলো বিতরণ করছে। এর ফলে চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী যখন আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তিত হচ্ছে তখন ভূভাগে যে অর্ধেক স্থান জুড়ে বিরাজ করছে আলো এবং বাকি যে অর্ধেক এলাকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকছে, সে উভয় এলাকা একই সময়ে সে একই আবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সে জন্য সূর্য পূর্বে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়।

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ○ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ○ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ○ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ○ - التكوير : ١٥-١٨

"আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়, শপথ নিশীর যখন তার অবসান হয়। আর উষার যখন তার আবির্ভাব হয়।"–সূরা আত তাকবীর ঃ ১৫-১৮

অর্থাৎ সূরা আত তাকবীরে বলা হয়েছে নক্ষত্র পশ্চাদপসরণ করছে আর প্রত্যাগমন করছে বলেই তা অদৃশ্য হচ্ছে অর্থাৎ তার আলো

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আসছে না। আর এজন্যই রাত ও দিন অর্থাৎ প্রভাত হচ্ছে। রাতের পর দিন আসছে এবং নির্ধারিত নিয়মে দিনরাতের পরিবর্তন হচ্ছে, এটা একটা সাধারণ নিয়ম। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط - بنى اسرائيل : ١٢

"আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটো নিদর্শন ; রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকজ্জ্বল করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যারও হিসাব স্থির করতে পারো।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১২

اِنَّ فِى اخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ○ - يونس : ٦

"দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।"

–সূরা ইউনুস ঃ ৬

❑

www.pathagar.com

২৯. সময় গণনা

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ۝ - التوبة : ٣٦

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি—তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৬

আল্লাহ তাআলা যখন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতেই মাস গণনা আরম্ভ হয়। সে হিসাব হলো ঃ মাসে মাত্র একবার চন্দ্রোদয় হবে। আর সেই হিসাবে বছরে মাত্র বারোটি মাস হবে। একথা বলার কারণ আরবের লোকেরা 'নাসির' কারণে বছরের মাসসমূহের সংখ্যা ১৩ কিংবা ১৪ মনে করতো। যেনো যে হারাম মাসকে তারা হালাল করেছে তা যেনো এ বছরের পঞ্জিকার মধ্যে শামিল করা যায়। অর্থাৎ যেসব কল্যাণ উদ্দেশ্যে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম, তাকে তোমরা বিনষ্ট করো না এবং এ দিনগুলোতে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নিজেদের ওপর যুলুম করবে না। অর্থাৎ মুশরিকরা এ মাস কয়টিতে যদি যুদ্ধ থেকে বিরত না থাকে, তাহলে তারা যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমরাও একত্রিত হয়ে তেমনিভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ - يونس : ٥

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

জন্য তিনিই এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"

–সূরা ইউনুস ঃ ৫

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○ - يس : ٣٩-٤٠

"এবং চন্দ্রের জন্য আমি (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৯-৪০

❑

www.pathagar.com

৩০. প্রাণের উৎপত্তি

প্রাণের স্ফূরণ কি পৃথিবীর বুকে ঘটেছে, না মহাকাশে ঘটেছে, নাকি মহাকাশ হতে জীবনের মৌলিক উপাদান কোনো না কোনো উপায়ে পৃথিবীতে এসে শত সহস্র ধারায় বিকশিত হয়েছে, এ নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা। উইলিয়াম থমসনের মতো অনেক বিজ্ঞানী মনে করতেন, প্রাণের উৎপত্তি পৃথিবীতে ঘটেনি, ঘটেছে অন্য কোনো গ্রহে এবং ঐ সকল গ্রহ থেকে উল্কাপিণ্ডই পৃথিবীতে প্রাণীর প্রতিরোধক বীজ বহন করে এনেছে। তবে বিজ্ঞানী এরেনীয়াস বলেছেন যে, ইথারে মহাজাগতিক কণা ভাসমান রয়েছে, সে কণাই ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীরূপে। যদি তাই হয় তবে জেনে রাখা ভাল যে, সৌরজগত থেকে প্রাণী কণাদের আসার সময়সীমা হলো ৯০০০ বছর, কিন্তু মঙ্গলগ্রহ থেকে এদের আসতে সময় লাগে মাত্র বিশ দিন। এখন সৌরজগতের দুই গ্রহের মধ্যকার বিস্তৃত মহাশূন্যের তাপমাত্রা মাইনাস ২২০° সিঃ উষ্ণতা এতো কম যে এতেও কোনো জীব প্রাণ ধারণ করতে পারে না। তবে সমস্ত জীবেরই নিম্ন তাপমাত্রায় কার্যক্ষমতা স্থগিত হয় সত্য কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় তারা বেঁচে থাকতে পারে। যেমন বর্তমান চক্ষু ব্যাংকে চক্ষু, কিডনী ব্যাংকে কিডনী প্রভৃতি রাখা হয় এবং একটা সময় তাকে অন্যদের দেহে লাগানো হয়, তেমনিভাবে প্রাণী কোষও বেঁচে থাকতে পারে। তবে এটা সত্য যে, বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীর জীবজন্তু ও প্রাণীর মতো প্রাণী অন্য গ্রহে না থাকতে পারে তবে সে গ্রহের অবস্থান ও পরিবেশ অনুসারে তো গ্রহ উপযোগী প্রাণী থাকতে পারতো বা পারে যেমন পানির মধ্যে পানির উপযোগী প্রাণী ও উদ্ভিদ বসবাস করে। মরুভূমিতে মরুভূমির উপযোগী প্রাণী ও উদ্ভিদ অবস্থান করে। সৌরজগতে নিশ্চয় সৌরজগত উপযোগী প্রাণী থাকবে তাতে সন্দেহ কিসের।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য যে তাপমাত্রা থাকা দরকার তা কেবল শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এ তিনটি গ্রহে আছে বলে স্বীকার করা হয়েছে। অপরদিকে তাপের পর প্রাণীর জন্য যে পানি, অক্সিজেন, আলো ও কার্বনডাই অক্সাইড প্রয়োজন তা পৃথিবীতে আছে বলে পৃথিবী জীবের বসবাসপোযোগী হয়ে উঠেছে। জার্মান অধ্যাপক আইজেন প্রাণের সৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা বিজ্ঞানী জীনেরই অনুরূপ। জীনের বক্তব্য ছিলো প্রাণের বিকাশ ঘটে পানিতে। পানিতে বিভিন্ন

www.pathagar.com

প্রাণের উপাদান অনবরত সংশ্লেষিত হতে থাকলে এক সময় তেজস্ক্রিয় কণার প্রভাবে তা প্রাণ বস্তুতে রূপান্তরিত হয় আকস্মিকভাবে। স্মরণযোগ্য যে পৃথিবীতেও সে অবস্থায় জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

অধ্যাপক আইজেনের মতে, পৃথিবীর আদিকালে প্রাণ উপাদান যথা হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন এবং অক্সিজেন ইত্যাদি মিলে ম্যাক্রোমলিক্যুলের (বড় মৌল) সৃষ্টি হয়। এ উপাদানগুলোর মধ্যে আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে পরস্পর সংযোগ ঘটলে প্রাণ কোষের সৃষ্টি হয়।

আইজেনের বিশ্বাস, বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় বড় মৌলদের স্বকীয় গঠন ছিলো না তবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণারা পরে সংগঠিত হয়ে এককে পরিণত হয়। এ এককগুলো নিজেদের অনুরূপ এককের জন্ম দিতে পারতো। এ ক্ষুদ্র এককগুলো প্রোটিন ও নিউক্লিইক এসিড দ্বারা গঠিত প্রোটিনের কাজ হলো জীবের জৈবনিক কর্ম সম্পাদন করানো এবং নিউক্লিইক এসিড ক্রিয়াশীল থাকে বংশ পরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বহন করার দায়িত্বে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সত্যিকার প্রাণের সঞ্চার ঘটে এবং বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে এ আদি এককোষী জীবেরা আদিম জীব হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এদের মধ্যে তখন একটা জেনিটিক কোড বা বংশধারা নিয়ন্ত্রক বিধি আরোপিত হয়ে গেছে। আজকের জীবদের ক্ষেত্রে যে জেনিটিক কোড দাঁড়িয়ে গেছে তা দীর্ঘ নির্বাচনের ফল। অধ্যাপক আইজেনের বিশ্লেষণের আলোকে ডারউইন প্রণীত ক্রম-বিকাশ তত্ত্বকে নতুন তথ্যভাবে সজ্জিত করা যায়। ডারউইনের তত্ত্বের ভিত্তি ছিলো প্রাকৃতিক নির্বাচন। আইজেনের মতে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব কোনো আকস্মিকভাবে বা বিশৃংখলভাবে ঘটেনি। তার মতে, প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে নির্দিষ্ট নীতি বা যুক্তিগত ভিত্তির ওপর আশ্রয় করে। একে ভৌতিক ও রাসায়নিক বিধির আলোকেও ব্যাখ্যা করা যায়। তদুপরি কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বের অন্যান্য গ্রহেও পৃথিবীর মতো প্রাণ ধারণের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান ছিলো এবং পৃথিবীতে অনুরূপভাবে আদি প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। এতে প্রতীয়মান হবে যে, ডারউইন এর ক্রমবিকাশ থিওরী সঠিক নয় এবং ইতর প্রাণী বা বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়নি।

www.pathagar.com

আবার জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে জে. বি. এস. হলডেন ও এ. আই ও পারিনের মতবাদ হলো, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় পানি, অ্যামোনিয়া, মিথেন প্রভৃতি সরল অজৈব পদার্থের অণুগুলো বিশেষ রাসায়নিক সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে আদিম সুপের (ফেনা) মধ্যে জন্ম দিয়েছিলো প্রি-বায়োটিক অণু'র। এসব প্রি-বায়োটিক অণুই হচ্ছে জীবনের মৌল একক। পৃথিবীর সেই আদিম অবস্থায় উল্লেখিত অজৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহ এবং তাদের রাসায়নিক সংশ্লেষণের উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান ছিলো বলে দাবী করা হয়। আর এজন্য পৃথিবীর আবহাওয়া জারক না হয়ে বিজারক হওয়া প্রয়োজন এবং বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন অণুর আধিক্য থাকা দরকার।

ফ্রেড হয়েল ও উইকরামসিংঘী, হলডেন ও ওপারিনের মতবাদেরই বিরোধিতা করেন এবং ফ্রেড হয়েল যুক্তি দেখান যে, আদিম পৃথিবীর আবহাওয়া বিজারক না হয়ে বরং জারক থাকার সম্ভাবনাই বেশী আর সেই জারক আবহাওয়া সমুদ্রে আদিম সুপ (ফেনা) গড়ে ওঠার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। "হয়েল ও উইকরামসিংঘী মূলত এরেনিয়াসের মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, বহির্বিশ্ব থেকেই জীবনের মৌল একক পৃথিবীতে এসে জীবনের সূচনা হয়। তবে এরোনিয়াসের মতো মৌল এককের উৎপত্তি সম্বন্ধে তারা নীরব নন। তাদের মতে ধুমকেতুর মধ্যে জীবনের এ একক তৈরি হয়েছে এবং ধুমকেতু থেকে যে আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ে তার সাথে জীবনের এ এককত্ব বেরিয়ে আসে।

ধুমকেতুর তিনটি অংশ কমা, নিউক্লিয়াস ও পুচ্ছ। ধুমকেতু বিশেষ করে তার পুচ্ছ আকারে খুব বড় হলেও তার নিউক্লিয়াস তুলনামূলকভাবে খুবই ছোট। ব্যাসার্ধ কয়েক কিলোমিটার মাত্র। ধুমকেতুর এ নিউক্লিয়াসে আছে মিথাইল, সায়ানাইড ও হাউড্রোজেন। সায়ানাইডের মতো জটিল জৈব অণু কণা ও পুচ্ছে আছে কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বনডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, পানি, কার্বন, হাইড্রোফিল, সায়ানোজন, অ্যামাইন প্রভৃতি সরল অণু ও যৌগমূলক অণু। এছাড়াও ধুমকেতুর পুচ্ছে পলিফরমালডিহাইড ও পলিস্যাকারাইড আছে বলে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব পদার্থ থেকে উপযুক্ত পরিবেশ প্রিবায়োটিক অণু গড়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

উল্লেখ্য, আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে অনেক জটিল জৈব অণু ও যৌগমূলক অণু রয়েছে। হয়েল ও উইকরামসিংঘী মনে করেন যে, এ

www.pathagar.com

আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিমেঘ থেকে সূর্য ও সৌরজগতের সৃষ্টির সময় ধূমকেতুসমূহের নিউক্লিয়াসে এসব জটিল অণু ও যৌগমূলক অণুর জন্ম হয়েছে। ধূমকেতুর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা গ্রহদের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে চলার পথে প্রায়শই তারা সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আর যতোবারই তারা সূর্যের সমীপবর্তী হয় ততোবারই প্রচণ্ড তাপে এসব সঞ্চিত পদার্থ ফুটতে শুরু করে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে দূরে সরে যায়, তখন আবার এসব পদার্থ জমাট বেধে কঠিন হয়। পর্যায়ক্রমে বারবার এ বাষ্পীভূত হওয়ায় ও শীতল হয়ে জমাট বাধার ফলে শুধুমাত্র সেইসব পদার্থই টিকে থাকে যেগুলো তাপমাত্রায় এ পরম ব্যবধান সহ্য করতে পারে। ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছাকাছি হয় তখন সূর্যালোক ও তাপের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এসব পদার্থ থেকে প্রিবায়টিক অণু'র সংশ্লেষণ হয় এবং দূরে সরে গেলে এসব অণু আবার শীতল হয়ে জমাট বাঁধে এবং হয়তো কোনো এক সময় সালোকসংশ্লেষী ও আর্মোফাইলিক ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। অবশ্য ধূমকেতুতে কোনো ধরনের আণুবীক্ষণিক জীবের জন্ম হবে তা নির্ভর করে চলার পথে ধূমকেতু বিশেষের অবস্থায় তারতম্য কতটা হবে তার ওপর। আর হয়তো কোনো জীব সম্বন্ধে ধূমকেতুই কক্ষচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ছিল পৃথিবীর সলিল বক্ষে এবং জীবন বিবর্তনের ধারায় একে একে উদ্ভব হয়েছে বহু বিচিত্র উদ্ভিদ এবং প্রাণী গোষ্ঠীর। হয়েল ও উইকরামসিংঘীর মতবাদের মূলকথা হচ্ছে এটাই।

এখন যদি বিজ্ঞানীদের উক্ত মতবাদকে গ্রহণ করা হয় তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে, যখন পাথরের মধ্যেও জীব অবস্থান করতে পারে তখন সে অবস্থানের এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে স্থানান্তর অসম্ভব নয়। অপরপক্ষে আল্লাহ তাআলা যিনি বিশ্বজগতের অধিপতি তিনি সকল সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ দেয়ার জন্য আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করেন এবং পরে পৃথিবী নামক গ্রহে পাঠান। সুতরাং জীবের গ্রহ থেকে গ্রহান্তর অসম্ভব নয় বরং সম্ভব। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط

"তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৮০

তবে বিজ্ঞানীরা আজও ধূমকেতুসমূহে বিদ্যমান জৈব অণুর গুণগত ও পরিমাণগত স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ। আর আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে জটিল

www.pathagar.com

জৈব অণু কি করে গড়ে ওঠে সে তত্ত্বও অনাবিষ্কৃত। তাই বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত জীবনের রহস্য উন্মোচনে অপারগ। প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টিকল্পে সকল বিজ্ঞানীকে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত আল্লাহ তাআলার বাণীর ওপর নির্ভর করতে হবে, কারণ আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তথাকথিত বিজ্ঞানীদেরও সৃষ্টিকর্তা। প্রাণী ও উদ্ভিদ যে আল্লাহর সৃষ্টি তা প্রত্যক্ষ করা যায় পৃথিবী ও মহাবিশ্বের দিকে তাকালে। কারণ মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টিতে একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া বিজ্ঞানীদের কোনো অবদান নেই বা থাকতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সব আল্লাহরই, কর্ম বিধানে আল্লাহ যথেষ্ট।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩২

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج يُحْيِ وَيُمِيْتُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত ; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২-৩

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○ - التغابن : ٣

"তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশরাজ্য ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ৩

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"আল্লাহ আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৭

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তিনি তাঁর কর্মবিধানে যথেষ্ট। তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনি গুপ্ত, তিনি সুপ্ত। সুতরাং আকাশরাজ্য, পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সকল কিছুর সর্বসময় অধিকারী তিনি, কারণ তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করে প্রথমতঃ তিনি জান্নাতে রাখেন অর্থাৎ সপ্ত আসমানে, স্তরে স্তরে যেখানে তাঁর আরশ কুরসী, যেখান থেকে সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালিত হয় সেখানে এবং সেখান থেকে কোনো এক সময় তাঁরই ইচ্ছায় এ পৃথিবীতে তাদেরকে পাঠানো হয়। এটা ছিলো তাঁরই একক অভিপ্রায়। সুতরাং জীবের গ্রহান্তরিত হওয়া কোনো আকস্মিক বা ভৌতিক কিছু নয় বরং মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। তিনি পৃথিবীকে সুশোভামণ্ডিত করার জন্যই মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণার সাথে কুরআনের ঘোষণা সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন।

পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম সম্প্রতি বায়োকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে নতুন ধ্যান-ধারণা যোগ করে "দি অরিজিন অব স্পিসিস" প্রণেতা চার্লস রবার্ট ডারউইন-এর প্রতিষ্ঠিত সর্বস্বীকৃত "থিওরী অব এভলিউশন" পাল্টে দিতে যাচ্ছেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীতে আলোচনা-পর্যালোচনার ঝড় উঠেছে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে। কেননা, ডারইউনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যখন প্রকাশিত হয় তখন সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মুসলমান। এ তত্ত্বে সরাসরি কুরআন ও ইসলামের ওপর আঘাত আসে। প্রফেসর আবদুস সালাম প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, অ্যামাইনো এসিড অণু মিলে প্রাণীদেহে প্রোটিন পদার্থ তৈরি হয়। প্রথম তার উদ্ভব হয়েছিল অন্য কোনো গ্রহে। তাঁর এ ধারণা প্রমাণিত হলে স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ পদার্থের আগমন ঘটেছিল অন্য কোনো গ্রহ থেকে। কারণ প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণ পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

তিনি জীবন ও জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে থিওরী দিয়েছেন তা প্রমাণিত হলে সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের এতদিনের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। তিনি অ্যামাইনো এসিডের ওপর গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীতে নয়, বিশাল বিশ্বজগতের অন্য কোথাও, অন্য কোনো গ্রহে। তিনি বলেছেন, জীবনের উৎপত্তি হয়েছে অন্য গ্রহে পরে তা পৃথিবী নামক গ্রহে আসে। তিনি তাঁর যুক্তি খাড়া করেছেন অ্যামাইনো এসিডের ধর্ম বিচার করে। বিশ্বখ্যাত এ বিজ্ঞানীদের মতে, অ্যামাইনো এসিড ডান থেকে বামে মুখ ঘুরিয়ে নেয়

www.pathagar.com

একটি বিশেষ তাপমাত্রায়। সেটা হলো মাইনাস ০৭৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস অথবা মাইনাস ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে। তবে শুধু মাইনাস ০৭৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলেই যে সবগুলো অ্যামাইনো এসিডের মোড় পরিবর্তন ঘটবে তা নয়। এমন নিম্ন তাপমাত্রাতেও এক হাজার মিলিয়ন অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে মাত্র একটি মলিকিউল বা অণুর মোড় পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই প্রফেসর আবদুস সালাম বলেছেন যে, প্রাণের পৃথিবী বহির্ভূত (এক্সট্রাটিরেস্ট্রিয়াল) উৎপত্তি সম্পর্কিত এ থিওরী প্রথম দিকে প্রচণ্ড সমালোচনায় এবং পশ্চিমাদের প্রতিবাদী বিরূপ কণ্ঠে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়।

১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর কুয়েতে এক বিজ্ঞান সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে এ বিশ্বখ্যাত প্রাণ রসায়নবিদ তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এ তথ্য সত্য হলে ভুল প্রমাণিত হবে ডারউইনবাদ। প্রতিষ্ঠিত হবে—

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ البقرة : ٣٠

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি (নিযুক্ত বা প্রেরণ) করবো। তারা বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি (নিযুক্ত বা প্রেরণ) করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জানো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব পৃথিবী নির্ভর। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি এ পৃথিবীতেই জন্ম নেয়, এ পৃথিবীতেই বিকাশ, এ পৃথিবীতেই তাদের বিবর্তন ঘটে। কিন্তু প্রাণ রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালামের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রজাতির উদ্ভব বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। অর্থাৎ শুধু পৃথিবীতেই নয় অন্য কোনো গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল বা আছে। সুতরাং গবেষণাগারে প্রফেসর আবদুস সালাম তাঁর থিওরীর মাধ্যমে ডারউইনের থিওরীকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

তার এ থিওরী সঠিক প্রমাণিত হলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চিন্তায় আসবে গুণগত পরিবর্তন। সেই সাথে পুনরায় বদ্ধমূল হবে ঐশী কালামের পবিত্র বাণী।

সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু যে এক বিশেষ নিয়মের মধ্যে চলে এ ধারণা সর্বপ্রথম আল কুরআনই মানুষকে দান করেছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বোধশক্তি ব্যবহার করা, বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা, চিন্তা ও গবেষণা করা এ মহাগ্রন্থেরই নির্দেশ ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ـ النساء : ٨٢

"তবে কি তারা আল কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হতো তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেতো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮২

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ ال عمران : ١٩٠

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিশ্চয় অনেক নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০

আধুনিক এক পণ্ডিত বলেছেন ঃ

"Islam seeks to make its people a community of the golden mean, to Orient them towards pure virtue, to develop their knowledge of the cosmos and to master all that it contains."- M. Husnyn Haykal. The life of Muhammad, USA, 1976, p-545.

সুতরাং ইসলাম একথাই শিক্ষা দেয় যে, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। এখন তার কর্তব্য হলো, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বস্তুর রহস্য ও তাৎপর্য উদঘাটন করা এবং তা থেকেই উপকৃত হওয়া। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। এ সম্পর্কে আল কুরআনেও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা রয়েছে যে—

www.pathagar.com

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ○ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ○ ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى ○ - النجم : ٣٩-٤١

"আর এই যে মানুষ তাই পায় যা সে করে, আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে। অতপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।"

–সূরা আন নাজম ঃ ৩৯-৪১

সুতরাং মানুষ যদি চেষ্টা করে তবে অজানাকে জানতে পারে। প্রচেষ্টার মধ্যে সফলকাম হওয়া যায়। তবে কুরআনে এমন কিছু নেই যা মানুষের কাছে বোধগম্য নয় ও দুঃসাধ্য। খুঁজিলে পাওয়া যায় মানিক রতন। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ যেখানে কুল-মাখলুকাতের সৃষ্টিকে স্থায়িত্বে আনেন এবং যাঁর হুকুমে ও ইচ্ছায় বিশ্বজগত ও তদমধ্যস্থ প্রাণী, উদ্ভিদ, জৈব ও অজৈব বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু প্রাণের উৎপত্তি যদি বিজ্ঞানীদের ধারণায় অ্যামাইনো এসিডের দ্বারা হয়ে থাকে তা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না। কারণ যে কোনো কিছু সৃষ্টির পিছনে একটা সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয়। তাই সে সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ○ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ○ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ○

"তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা বর্ণনা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন। যিনি বিকাশ সাধনের জন্য গঠন করেন নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী, তারপর পথের হদীস দেন।"–সূরা আল আ'লা ঃ ১-৩

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّقُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ○ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلاَ تَذَكَّرُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○ لَوْ

www.pathagar.com

نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ

تُوْرُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○ نَحْنُ

جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছো না ? তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্জপাত সম্বন্ধে ? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি ? আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই—তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিদান করতে যা তোমরা জান না। তোমরা তো অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেনো ? তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি ? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি ? আমি ইচ্ছা করলে একে খড় কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা ; বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে। আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। তোমরা যে পানি পান করো তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন না আমি তা বর্ষণ করি। আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না ? তোমরা যা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো তা লক্ষ করে দেখেছো কি? তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি ? আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৫৭-৭৪

এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত যে, সকল কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন বিশ্বস্রষ্টা। যখন কোনো কিছু সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তার দরকার হয় এবং সৃষ্টির কারিগর ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয় তাই সকল সৃষ্টির মূল তিনি আল্লাহ, যিনি বিজ্ঞ পরাক্রমশালী।

এখন যদি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ আবদুস সালামের কথা ধরা হয় যে, প্রাণের অস্তিত্ব অ্যামাইনো এসিড হতে সৃষ্ট তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ অ্যামাইনো এসিড কোথা থেকে আসলো এবং এটা কে সৃষ্টি করেছে। যদি কোনো সৃষ্টিকর্তাকে ধরা হয় তা

www.pathagar.com

কেবল একক সত্ত্বা আল্লাহ। কারণ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছিলেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে প্রাণী, উদ্ভিদ, সৌরজগত, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি।

যেখানে আল্লাহ স্বয়ং বলেন যে, আমি সকল কিছু সৃষ্টি করেছি সেখানে কোনো কিছু থেকে প্রাণের উৎপত্তি মেনে নেয়া যায় না, কারণ সে কিছুটা কোথা হতে আসলো আর কে-ই বা ঐ কিছুটা সৃষ্টি করেছিলো।

আল্লাহ তাআলা যখন স্থির করলেন যে, মানব সৃষ্টি করবেন তখন এর যুগোপযোগী করে বিশ্বজগত তৈরি করেন। একথা সত্য যে, আদমকে মাটির মূল পদার্থ নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছায় আদমের বাম পাঁজর হতে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাঁদেরকে প্রথমত সপ্ত আসমানে রাখেন এবং তাঁদের সেখান থেকে পৃথিবী নামক গ্রহে পাঠান। এটা অতীব সত্য যে, প্রথমত সৃষ্টিতে মানব জাতীয় প্রাণী অন্য গ্রহে ছিলো। এটা পবিত্র কুরআনের সাথে সম্পূর্ণ মিল আছে, তবে সৃষ্টি সম্পর্কে মিল নেই। মাটির একটা উপাদান অ্যামাইনো এসিড কিন্তু তাতে এটা প্রতীয়মান হয় না যে, কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া মাটি তৈরি হয়েছে এবং যা হতে প্রাণীর সৃষ্টি। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টিকর্মের আওতায় মানব সৃষ্টি এবং বিশ্বকে সুশোভামণ্ডিত করার জন্য অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ, পাহাড়, পর্বত, জৈব ও অজৈব পদার্থের সৃষ্টি।

যেমন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মিলন হওয়ার কারণে স্ত্রী গর্ভে পুরুষের বীর্য নিপতিত হওয়ায় সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু পুরুষের উদরে কি সন্তান ধারণ করা সম্ভব ? অপরপক্ষে পুরুষ ও স্ত্রীর বীর্যের সংমিশ্রণ ছাড়া সন্তান সৃষ্টি কি সম্ভব ? উত্তর হবে সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, যিনি স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে স্থায়িত্ব দান করেছেন তাঁর কর্মকে অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমারও সৃষ্টিকর্তা তিনি। এখন যিনি অ্যামাইনো এসিড সহ প্রাণী সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান সৃষ্টি করেছেন তিনি সেই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। তাঁর সৃষ্টি অপার। মানুষের চিন্তা শক্তির উর্ধ্বে। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে কোনো সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ নেই। মানব চিন্তা কোনোক্রমে সৃষ্টিকর্তার অচিন্তনীয় চিন্তার রূপ নিতে পারে না। কারণ আল্লাহ যা জানেন তা মানুষ জানে না। সুতরাং মানুষের চিন্তা সীমিত এবং বিশ্বস্রষ্টার ধ্যান-ধারণা ও কর্ম অচিন্তনীয় এবং অপার। আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন, 'কুন', অর্থাৎ হও ; 'ফাইয়াকুন' হয়ে যায়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী গ্রহের

www.pathagar.com

উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো হাত নেই। আমরা অনেক চিন্তা করতে পারি। পবিত্র কুরআনে অনেক চিন্তার খোরাক আছে। কিন্তু সঠিকভাবে বুঝা মুশকিল। আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে প্রেরণ কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ, স্বাদ, ইচ্ছা ইত্যাদির প্রতিফলন মাত্র।

❐

www.pathagar.com

৩১. মানব সৃষ্টি

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (আ)-এর সম্বন্ধে। কারণ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রথম মানব আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক মাটি হতে এবং হযরত আদম (আ)-এর বাম পঞ্জরাস্থি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন হযরত বিবি হাওয়া (আ)-কে। উল্লেখ্য, প্রত্যেক প্রাণীকুলকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক প্রাণই একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁচে থাকে। তবে পিছে রেখে যায় ভবিষ্যত বংশধর।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে।"
–সূরা আল হিজর ঃ ২৬

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ○ـ الذريت : ٤٩

"আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"–সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৪৯

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ○ ـ الرعد : ٣

"প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।"
–সূরা আর রা'দ ঃ ৩

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط ـ فاطر : ١١

"আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে। অতপর তোমাদের করেছেন যুগল ; আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না।"–সূরা ফাতির ঃ ১১

www.pathagar.com

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ○ - الحج : ٥

"হে মানুষ পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে।"-সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করার জন্য প্রথমত আদম ও হাওয়াকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং এ মানব যুগলের মিলনে তুচ্ছ পানি নারীর গর্ভে ধারণ করায় পর্যায়ক্রমে কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় মানবের বংশ বৃদ্ধি লাভ করে। তবে মানব সৃষ্টি বা প্রজনন খুব রহস্যময়। এ ব্যাপারে জানতে হলে জ্ঞান দরকার। কারণ মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে ডারউইন যে মতবাদ দিয়ে গেছেন তা সত্য নয়। পবিত্র কুরআন একটি স্পষ্ট বিজ্ঞান। এতে সকল সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যা বর্তমান প্রখ্যাত বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন এবং কুরআন গবেষণার দ্বারা সে সত্য উদঘাটিত হয়েছে।

এখন মানব প্রজনন সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমত ফিজিওলজি, এমব্রাইওলজি ও অবস্টেটিকস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে, নতুবা প্রজনন সম্পর্কে জ্ঞান ধারণ করা সম্ভব নয়। এখন মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারছে না। কুরআনে মানব প্রজননের কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন পর্যায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ বর্ণনায় কোনো সামান্যতমও ত্রুটি নেই বরং নির্ভুল।

জীবকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই জীব মাত্রই একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা আল মুরসালাতে উল্লেখ আছে ঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ○ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ○ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ○ فَقَدَرْنَا ۚ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ○ - المرسلت : ٢٠-٢٣

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি। অতপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ স্থানে। একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। আমি

www.pathagar.com

একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কতো নিপুণ স্রষ্টা।"

–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২০-২৩

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىo- النجم : ٤٥

"আর এই যে তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী।"

–সূরা আন নাজম ঃ ৪৫

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىo- القيمة : ٣٩

"অতপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।"

–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৯

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا -

"এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন।"

–সূরা আয যুখরুফ ঃ ১২

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ o

"এবং আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদী সৃষ্টি করেছেন।"

–সূরা আন নাহ্‌ল ঃ ৭২

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط- الروم : ٢١

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের কাছ থেকে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ o- يس : ٣٦

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।"

–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬

www.pathagar.com

স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে, পুরুষের স্খলিত পানি স্ত্রীর ওভিউল মধ্যে ধারণ করায় পর্যায়ক্রমে বংশবৃদ্ধি লাভ করে। এ তুচ্ছ পানি নির্গত হয় পুরুষের মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা আত তারিকে এ ঘোষণা করেন ঃ

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

"তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।"–সূরা আত তারিক ঃ ৬-৭

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী করীম (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা। তিনি [নবী করীম (স)] বলেছেন, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার (দেহের) উচ্চতা ছিলো ষাট হাত। তারপর আল্লাহ (আদমকে) বললেন, যাও এবং ফেরেশতা দলকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ তোমার সালামের কিরূপ জবাব দেয়, মনোযোগ দিয়ে তা শোন। কেননা এটাই তোমার ও তোমার সন্তানদের সালামের রীতি হবে।

অতপর আদম ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বললেন। ফেরেশতাগণ 'আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে জবাব দিলেন। সালামের জবাবে তারা 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' শব্দ অতিরিক্ত যোগ করলেন।

যিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনিই আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন (অর্থাৎ আদমের সমপরিমাণ ষাট হাত উচ্চতা বিশিষ্ট হবেন)। তবে বনী আদমের উচ্চতা সর্বদা হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।–বুখারী

হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক নবী (স) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হতো তাহলে গোশতে পচন ধরতো না। আর (মা) হাওয়া যদি না হতেন, তাহলে কোনো নারীই (তার স্বামীর) খেয়ানত করত না।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলো। কেননা নারী জাতিকে মানবের (আদমের) পাজড়ের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাজড়ের হাড়ের মধ্যে একেবারে ওপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে চাও ভেঙে ফেলবে (যাবে)। আর যদি ছেড়ে দাও তবে

www.pathagar.com

সর্বদা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তাই বলবে।–বুখারী

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সঙ্গী হিসেবে তাঁরই পাজড়ের ওপরের বাঁকা হাড়টি দিয়ে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদম (আ) ছিলেন মাটির উপাদান দ্বারা সৃষ্ট এবং পরবর্তীকালে তাঁদের সোহাগ মিলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ বিশ্বমানব সমাজ।

❏

www.pathagar.com

৩২. মানব প্রজনন

ক. মৌলিক তথ্য ও প্রজনন

পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনে স্ত্রী গর্ভধারণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে সন্তান প্রসব করে থাকে। এখন কথা হলো স্ত্রীর গর্ভে কিভাবে সন্তান ধারণ হয় এবং তার প্রক্রিয়া কি ? এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, প্রজনন প্রক্রিয়ায় স্কেল সেল (গ্যামেট), পুরুষ শুক্রকীট, স্ত্রী ডিম্বাণু, গোনাডস, পুরুষ গোনাডস বা টেসটিস, স্ত্রী গোনাডস বা ওভারীস এবং পুরুষ ও স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে জাইগট সৃষ্টি হয়। পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের ফলে পুরুষ শুক্রাণু যখন স্ত্রী ডিম্বাণুর সংগে মিশে তখন স্ত্রীর গর্ভ উর্বরতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্ত্রী গর্ভধারণ করে। আমাদেরকে স্ত্রী ডিম্বাণুর উর্বরতা, স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু চক্রের অবস্থা, স্খলিত পুরুষ বীর্যের উপাদান (শুক্রকীট), উর্বর ডিম্বের আবাসস্থল, ভ্রূণের বিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। তবে স্ত্রী ডিম্বাণুর উর্বরতা মানব জন্মের সূচনা বিন্দু। ডিম্বাণু প্রথমে নারীর ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয় থেকে নিজকে পৃথক করে নেয় এবং ঐ ডিম্বাণু নারীর মাসিক ঋতু চক্রের মাধ্যম ফ্যালোপিয়ান টিউবের (ডিম্ববাহী নালী) মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় যদি স্ত্রী পুরুষের মিলন (সহবাস) হয় এবং পুরুষের স্খলিত বীর্য বা সতেজ শুক্রকীট স্ত্রী ডিম্বাণুর সংস্পর্শে আসে বা লেগে যায় তখনই নারীর ডিম্বাণুটি উর্বরতা প্রাপ্ত হয়। উর্বরাপ্রাপ্ত ডিম্বাণুটি নারীর জনন যন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে গেঁথে যায়। অর্থাৎ ফ্যালোভিয়ান টিউব হয়ে এ উর্বরা ডিম্বাণুটি জরায়ুতে নামে এবং জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থান নেয়।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা আল মুরসালাতে উল্লেখ আছে যে—

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ـ المرسلت : ٢٠

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি। অর্থাৎ এক ফোটা বীর্য থেকে।"–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২০

فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ المرسلت : ٢١

"অতপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।" অর্থাৎ জরায়ুতে।

–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২১

www.pathagar.com

জরায়ুতে ডিম্বাণুটি উর্বরাপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল তৈরি হয়ে যায়। প্লাসেনটা মায়ের শরীর থেকে ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি খাদ্য সংগ্রহ করে এবং ভ্রূণ থেকে মায়ের শরীরে পরিত্যক্ত বস্তু নিঃসরণ করে দেয়। প্লাসেনটার সাহায্যে উর্বরা ডিম্বাণুটি সাথে সাথে জরায়ুর শ্লেষ্মা ও পেশীর পুরু আস্তরণে নিজেকে রোপণ করে দেয়। এখন ডিম্বাণুটি যদি জরায়ুতে রোপণ না হয়ে ফ্যালোভিয়ান টিউব বা অন্য কোথায়ও লেগে যায় তবে স্ত্রীলোকটির গর্ভবতী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

নারী পুরুষের মিলন বা সহবাসের পর যখন নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন নারীর গর্ভস্থিত ভ্রূণটিকে একটা ক্ষুদ্রাকৃতির মাংসপিণ্ডের মতো মনে হয়। এ মাংসপিণ্ডটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে মানব আকৃতি ধারণ করে এবং একটা নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ১০ মাস ১০ দিন পর প্রসবিত হয়। পবিত্র কুরআন মজীদে নারীর গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও মানব প্রজনন সম্পর্কে যে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে তা খুবই বিজ্ঞানসম্মত। মানুষের বোধগম্য না হওয়ার কারণে হয়তো নানান মতবাদের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এটা একটি প্রকৃষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য তাতে কারো কোনো রকম সন্দেহ থাকার কথা নয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আত তাগাবুনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَاِلَيْهِ

الْمَصِيْرُ ○ ـ التغابن : ٣

"তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশরাজ্য ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন শোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই কাছে।"—সূরা আত তাগাবুন ঃ ৩

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ○ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ

فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ○ ـ الانفطار : ٦ـ٨

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন। যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।"—সূরা আল ইনফিতার ঃ ৬-৮

فَقَدَرْنَا ق فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○ ـ المرسلت : ٢٣

www.pathagar.com

"আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমিতো নিপুণ স্রষ্টা।"
–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২৩

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا○ـ نوح : ١٤

"অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"
–সূরা নূহ ঃ ১৪

উল্লেখ্য, ডিম্বাণুর সংস্পর্শে তাজা শুক্রকীট জরায়ুতে একটা জমাট বাধা রক্তের বা মাংসপিণ্ডের মতো অবস্থান নেয় এবং পর্যায়ক্রমে একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে পুরো মানব আকৃতি ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট কাল পর মাতৃগর্ভ হতে বের হয়ে আসে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ○ـ نحل : ٤

"তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখো সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী।"–সূরা আন নাহল ঃ ৪

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ○

"মানুষ কি দেখে না আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু থেকে ? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৭

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ○ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ○ـ الطارق : ٥ـ٧

"সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।"–সূরা আত তারিক ঃ ৫-৭

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى○ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى○ـ القيمة : ٣٧ـ٣٩

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না ? অতপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতিদান করেন ও সুঠাম করেন। অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।"
–সূরা আল কিয়ামা ঃ ৩৭-৩৯

www.pathagar.com

অপর আয়াতে উল্লেখ আছে যে, তুচ্ছ পানি বা স্খলিত তরল পদার্থটিকে স্থাপন করা হয়েছে নারীর গর্ভে নিরাপদ আধারে।

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ٥ ـ المرسلت : ٢١

"অতপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।"

–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২১

সূরা আল মু'মিনূন ১২ থেকে ১৪ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ٥ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ٥ ـ المؤمنون : ١٢ـ١٤

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা। অবশেষে তা গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১২-১৪

শুক্রবিন্দু সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ٥ ـ القيمة : ٣٧

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না?"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৭

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ٥ ـ السجدة : ٨

"অতপর তারা বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।"–সূরা আস সাজদা ঃ ৮

www.pathagar.com

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানবের সৃষ্টি এক ফোটা সতেজ তরলীয় শুক্রবিন্দু থেকে। শুক্রবিন্দু একাকী কোনো কিছু জন্ম দিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে স্ত্রী ডিম্বাণুর সাথে পুরুষ স্খলিত শুক্র মিশে জন্ম নেয় একটি মাংসপিণ্ডাকৃতি অবয়ব এবং ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভে মানব আকৃতিতে পরিণত হয়। শুক্রটি কোনো তুচ্ছ পানির বা তরল পর্যায় নয়। ব্যবহারে হয় পরিচয়। শুক্রবিন্দু বা তরল পদার্থে থাকে মানবীয় প্রাণীর জীবকোষ। এটি নির্গত হয় পুরুষ মেরুদণ্ড ও পঞ্জরস্থির মধ্য থেকে। পুরুষের জননগ্লাণ্ডের রসে থাকে শুক্রকীট। এটা এককভাবে কোনো কাজে আসে না। তাই কুরআনে বীর্যকে মিশ্রিত তরল পদার্থ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এতে রয়েছে বহু মিশ্রিত উপাদান এবং যা স্ত্রী ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এসে জীবন লাভ করে। পুরুষের স্খলিত বীর্যে থাকে বহু শুক্রকীট, কিন্তু সব শুক্রকীটই গর্ভধারণের সহায়ক নয়। যে শুক্রকীটটি সতেজ থাকে এবং ডিম্বাণুর সাথে লেগে যায় এবং জরায়ুতে স্থান নিতে সক্ষম হয় সেটিই প্রজনন তথা বংশ বিস্তার সম্পাদন করে। কুরআনের এ অমোঘ বাণী বিজ্ঞানসম্মত। চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে বিজ্ঞানের সৃষ্টি তা আজ বিজ্ঞান জগতের আদর্শমণী।

অপরপক্ষে ডিম্বাণুর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, নারীর মাসিক ঋতুচক্রের মাধ্যমে ফ্যালেবিয়ান টিউবের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং নারী পুরুষের মিলনের পর পুরুষ থেকে নিসৃত বীর্য বা শুক্রকীট ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এসে ডিম্বাণুকে উর্বরা করে তোলে এবং পরে তা জরায়ুতে অবস্থান নেয়। এভাবে ডিম্বাণু জরায়ুতে রোপিত হয়ে পরে আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই মানব আকৃতিতে পরিণত হয়ে একটি নির্দিষ্টকাল পরে নারীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে—

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ج- الحج : ٥

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে,

www.pathagar.com

তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, উর্বর ডিম্বাণুটি জরায়ুর শ্লেষ্মা ও পেশীর আস্তরণে আটকে থাকে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখানে আলাক শব্দের অর্থ আটকানো।

কুরআনে উল্লেখ আছে—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○

"পাঠ করো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-২

সূরা আল মু'মিনূনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○ – المؤمنون : ١٢-١٤

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো মহান।"–সূরা আল মু'মিনূন ১২-১৪

সূরা আল হাজ্জ-এর পঞ্চম আয়াত ও সূরা আল মু'মিনূন-এর ১২ থেকে ১৪ আয়াত পর্যালোচনা করলে মানব সৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট ও পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এ সকল আয়াতে পুরুষের স্খলিত সামন্যতম বীর্য থেকে আরম্ভ করে প্রজনন ক্রিয়ার অর্থাৎ ডিম্বাণুর উর্বরতা, জরায়ুতে আটকানো, পর্যায়ক্রমে মানব আকৃতিতে গঠন প্রক্রিয়া, পূর্ণাকৃতি লাভ

www.pathagar.com

এবং একটা নির্দিষ্ট কাল পর প্রসব ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশদ বিবরণ আছে যা বিজ্ঞানসম্মত।

সূরা আল মু'মিন এর আয়াতেও এটা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ـ المؤمن : ٦٧

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাক থেকে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতপর যেনো তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৬৭

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ○

"সেকি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না ? অতপর সে আলাকায় পরিণত হয়, তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।"
–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৭-৩৮

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○ـ المرسلت : ٢٠ـ٢٣

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি। অতপর আমি এটা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কতো নিপুণ স্রষ্টা।"
–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২০-২৩

❑

www.pathagar.com

৩৩. মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিবর্তন ও ভ্রূণতত্ত্ব

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○ – المؤمنون : ١٤

"পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান।"
–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৪

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○ – الرعد : ٨

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাকিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৮

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○ـ فاطر : ١١

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে, এটা আল্লাহর জন্য সহজ।"

–সূরা ফাতির ঃ ১১

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○ـ الزمر : ٦

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। অতপর তিনি তা থেকে সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো ?"–সূরা আয যুমার ঃ ৬

উপরোক্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভ্রূণ মাতৃজঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আচ্ছাদন এ তিন অন্ধকারে অবস্থান করে। প্রথমত শুক্রবিন্দুটি উর্বরতা প্রাপ্ত হয়ে জরায়ুতে আটকে যায়। অতপর ভ্রূণটি একটি পিণ্ডে এবং পিণ্ডটি পরিণত হয় অস্থিপঞ্জরে এবং অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেয়া হয় মাংস দ্বারা। অতপর তা একটি নির্দিষ্ট কালে পরিণত হয় শিশুতে এবং দশ মাস দশ দিন পর নারী গর্ভ থেকে প্রসবিত হয়। তবে ভ্রূণ অবস্থায় ইচ্ছানুভূতির আবির্ভাব ও চোখ, কর্ণ, অনুকরণ ও ভ্রূণের মূল আকৃতি গঠনের কথাও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ السجدة : ٩

"পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুকে দিয়েছেন তাঁর নিকট থেকে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চোখ ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"–সূরা আস সাজদা ঃ ৯

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ○

"আর এই যে তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা স্খলিত হয়।"–সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ৪৫-৪৬

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ○

"সেকি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না। অতপর সে আলাকে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।"

–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৭-৩৮

যদিও নারী পুরুষের সহবাসের ফলে নারীর ডিম্বাণুর সংস্পর্শে যখন পুরুষ শুক্রকীট লেগে যায় তখনই তার উর্বরতা আসে এবং এখান থেকেই মানব প্রজনন আরম্ভ হয়। মানব প্রজননের অনেক স্তর আছে। কিন্তু পুরাকালে তা মানুষের বোধগম্য ছিলো না। সেকালে মানুষ কেবল বুঝত যে নারী পুরুষের মিলন হলেই নারীর গর্ভে সন্তান আসে। কিন্তু কিভাবে তা বৃদ্ধি পায় এবং কোন্ অবস্থা থেকে কোথায় আসে তাতে তাদের সঠিক জ্ঞান ছিলো না। তবে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মোটামুটি সঠিক ছিল। পুরাকালে যদি বিজ্ঞানীগণ কুরআনের আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা জানতে পারতো তাহলে মানব প্রজনন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারতো কারণ কুরআনে মানব প্রজনন সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষিত আছে। মহান আল্লাহ যে সৃষ্টির সেরা স্রষ্টা তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অধ্যায়ে সৃষ্টি, মানব প্রজনন, উদ্ভিদ প্রজনন, কীট পতঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

মানব প্রজনন ও মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিবর্তন সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান (জন্মকাল)

www.pathagar.com

মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর তা অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিন) জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ (চল্লিশ দিন) গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতপর আল্লাহ্ চারটি কথার নির্দেশসহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিযিক এবং পাপিষ্ঠ হবে নাকি নেককার, এসব লিখে দেয়। তারপর এর মধ্যে রূহ্ ফুঁক দিয়ে দেয়া হয়। (জন্মের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর ন্যায় ক্রিয়াকাণ্ড করতে থাকে। এমনকি তারও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমনি মুহূর্তে তার (নিয়তির) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের অনুরূপ আমল (কাজকর্ম) করে যায় এবং (পরিণতিতে) জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি শুরুতে জান্নাতবাসীর অনুরূপ আমল করে। এমন কি তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থেকে যায়। এমনি সময় তার ওপর তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের অনুরূপ কাজকর্ম শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামী হয়।–বুখারী

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতাটি বলে 'ইয়া রব' এখন তো ভ্রূণ মাত্র। হে পরওয়ারদিগার ! এখন জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে প্রতিপালক! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ যদি তাকে পয়দা করতে চান, তখন ফেরেশতাটি বলে, 'হে আমার রব! সন্তানটি ছেলে হবে না মেয়ে ? হে আমার রব! পাপী হবে না নেককার ? তার রিযিক কি পরিমাণ হবে ? তার আয়ু কতো হবে। অতএব এভাবে সবকিছুই তার মাতৃগর্ভেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।–বুখারী

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। রসূল (স) বলেছেন, গায়েবের (অদৃশ্যের) চাবিকাঠি পাঁচটি (পাঁচটি গোপন বিষয়) যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানে না। তাহলো আগামীকাল কি হবে না হবে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। নারীর গর্ভে কি আছে, ছেলে না মেয়ে না অন্য কিছু, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। বৃষ্টি কখন আসবে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউই অবগত নয়। কেউ বলতে পারে না কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কিয়ামত কখন ঘটবে, তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। অর্থাৎ এসব কিছু আল্লাহ্ তাআলার কর্তৃত্বাধীন এবং ইখতিয়ারভুক্ত।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য, বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ কেবল মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যখন মানব সন্তানের স্তরে পৌঁছে কেবল তখনই তারা আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে সন্তান ছেলে কি মেয়ে হবে তা সনাক্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় তথাকথিত বিজ্ঞানীগণ তা বলতে সক্ষম হন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সবকিছুই ব্যক্ত করে দিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিতে মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই। মানুষ শুধু সমুদ্রের বেলাভূমিতে পদচারণ করতে পারে, কিন্তু মণিমুক্তা আরহণ করতে সক্ষম হয় না। কারণ আল্লাহ হলো সকল কৌশলের কৌশলী এবং হেকমতওয়ালা।

মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা। এ মানুষের দেহ কত যে বিচিত্র তা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ চর্বি আছে তা দিয়ে আস্ত একটা কাপড় কাঁচা সাবান এবং ৭৬টি মোমবাতি তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ ফসফরাস আছে তা দিয়ে কমপক্ষে ৮শ দিয়াশলাই তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ কার্বন আছে তা দিয়ে প্রায় ৯,০০০টি পেন্সিলের শিষ তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ লোহা আছে তা দিয়ে বড় ধরনের চারটি পেরেক তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তা দিয়ে ২৫ পাওয়ারের একটি বাল্বকে ২৫ মিনিট জ্বালিয়ে রাখা যাবে। শরীরে গন্ধক আছে দশ তোলা, লবণ আছে প্রায় ৬ চামচ, রক্ত আছে ৪ গ্যালন। হাড় আছে শিশু বয়সে, পরিণত বয়সে ২০৬টি।

মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে চোখ। চোখে যদি কোনো আলো বস্তুর কাছ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে তাহলে আমরা দেখি। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে ঘুটঘুটে রাতেও আকাশের দিকে তাকালে ৮০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত দেখা যায়। চোখ প্রায় এক সাথে দশ লাখ দৃশ্যমান বস্তুকে দেখতে পারে। এ চোখের রঙ কিন্তু নানা ধরনের হয়। কারো চোখের রঙ কালো, নীল বা প্রাণীর চোখের মত। মজার ব্যাপার হলো নীল চোখের আলোতে কালো চোখের চেয়ে অধিকতর শক্তি আছে, কিন্তু কালো চোখ নীল চোখের চেয়ে অন্ধকারে ভাল দেখে।

চুলের রঙ সাধারণত কালো। অবশ্য শীত প্রধান অঞ্চলের দেশের মানুষের চুলের রঙ কালো হয় না। কালোর সাথে সোনালী রঙ দেখা যায়। এর ব্যাখ্যায় বলা যায়, মেলানীন নামক পদার্থের পরিমাণ বেশী হলে

www.pathagar.com

সোনালী হয়। মানুষের দেহে এ্যাণ্ডোজেন হরমোনের অভাবে মাথায় টাক পড়তে দেখা যায়।

নাক দিয়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছি। কার্বনডাই-অক্সাইড বর্জন করে অক্সিজেন গ্রহণ করছি। আমাদের নাক প্রতিদিন প্রায় ৫০০ ঘনফুট বাতাস শোধন করে। একজন মানুষ প্রতি মিনিটে নাক দিয়ে প্রায় ৫০ কেজি বাতাস গ্রহণ করে ও ছাড়ে। মানুষের এমন দুটি অঙ্গ আছে যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। এ দুটি অঙ্গ হল নাক এবং কান। নাকের বৃদ্ধি অবশ্য এত ধীরে ধীরে হয় যে, মানুষের তা বুঝবার ক্ষমতা নেই। তবে এমন বাড়েও না যে, তাতে হাতির কানের মতো হবে।

মানুষের ভিতরে সবচেয়ে শক্তিশালী হাড় আছে উরুতে। এ উরুর হাড়টি সর্বক্ষণ মানুষের গোটা শরীরের ভার বয়ে বেড়ায়। এ ভার বইতে বইতে এর সহ্য ক্ষমতা এত বেড়ে গেছে যে, মনে হবে মোটা স্টীল।

মানুষের দেহে ২০৬টি হাড় আছে। এর মধ্যে লম্বা হাড় হলো উরুর ফিমা। যাকে ইংরেজীতে বলে Femur। ছয় ফুট লম্বা একজন পুরুষ মানুষের ফিমার দৈর্ঘ ১৯.৭৫ ইঞ্চি। এটি দেহের শতকরা ২৭.৫০ ভাগ। মানবদেহের সবচেয়ে ছোট এবং সূক্ষ্ম হাড়টি আছে কানের ভিতরে। তার নাম স্টোপেস, কানের ৩টি সংযুক্ত হাড়ের মধ্যে এটি একটি।

শিরা ধমনী আমাদের দেহের অভ্যন্তরে আছে। যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় যাতে বুঝা যায় শরীরের সবকিছু ঠিক আছে। কিছুদিন আগে কোষের মূল কাঠামো 'জিন' আবিষ্কৃত হয়েছে। যাকে প্রায়োগিক দিক থেকে রোগ-বালাই প্রতিরোধ এবং চরিত্র গঠনও সম্ভব।

সুস্থ মানব শরীরের তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস, একথা সকলেরই জানা। এ তাপমাত্রা সর্বোচ্চ কতটা হতে পারে ? অনেক থার্মোমিটারে ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত অঙ্কিত থাকে কেন ? বহুদিন ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, শরীরের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রী অতিক্রম করার অর্থ অনিবার্য মৃত্যু। সর্বোচ্চ কত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে মানুষের শরীর ? বিদেশী গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শুকনো আবহাওয়ার মানব শরীর ৭১ ডিগ্রী সেলসিয়াস সহ্য করতে পারে ১ ঘন্টা, ৮২ ডিগ্রী সেলসিয়াস ৪৯ মিনিট, ৯৩ ডিগ্রী ৩৩ মিনিট এবং ১০৪ ডিগ্রী মাত্র ২৬ মিনিট।

www.pathagar.com

আমেরিকার বিমান বাহিনীর বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী নগ্ন অবস্থায় মানুষের পক্ষে তাপমাত্রা সহ্য করার সীমা ২০৪ এবং কাপড় পরিহিত অবস্থায় ২৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তুলনার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে, ফ্রাইং প্যানে বীফস্টেক ভাজতে ১৬২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন।

এক সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, শরীরের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামলে মৃত্যু অবধারিত। অভ্রান্ত ছিল না তাদের এ ধারণাও। শিকাগোর ডরোথি স্টিভেন্সকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল চেতনাহীন অবস্থায়। প্রবল শীতের সময় বরফের মধ্যে সংজ্ঞাহীন ডরোথি পড়েছিলেন সারা রাত। প্রায় থেমে গিয়েছিল তার হৃৎস্পন্দন। সকালে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। তখন তার শরীরের তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবু বেঁচে গিয়েছিলেন ডরোথি। সেটা ছিল ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। মানবদেহের বিচিত্রতার শেষ নেই।

www.pathagar.com

৩৪. প্রাণী, জন্তু জানোয়ার ও উদ্ভিদ সৃষ্টি

আল্লাহ স্রষ্টা তাই সৃষ্টি করেছেন কুল-মাখলুকাত। কুল-মাখলুকাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজি। আবার পৃথিবী নামক গ্রহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন মানবজাতি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত। প্রাণের বা জীবের কিভাবে সৃষ্টি হলো তা সম্পর্কে আলোচনা করলে বিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া ছাড়াও প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে—

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○ - الواقعة : ٥٧-٥٩

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেনো তোমরা বিশ্বাস করছো না ? তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি ?"-সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৫৭-৫৯

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

"তোমরা যে বীজ রোপণ করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি ? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি ?"

–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৬৪

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○- الانبياء : ٣٠

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশরাজ্য ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতোপ্রোতভাবে। অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ?"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○- الانبياء : ٣١

"এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। এবং আমি তাতে করে

www.pathagar.com

দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।"

—সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩১

জীববিজ্ঞানীদের মতে, সাগরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পানিতেই প্রোটোপ্লাজম (জীবের আদিম মূল ভীত উপাদান) হতেই জীবের সৃষ্টি। আবার যাবতীয় জীব দেহ কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি কোষের অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে পানি। ভিন্নমতে পানি অর্থ শুক্র।—কুরতুবী। ভিন্ন মতে এর অর্থ আকাশরাজ্য ও পৃথিবী বন্ধ ছিলো, অতপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম, অর্থাৎ পূর্বে আকাশ থেকে বৃষ্টি হতো না ও পৃথিবীতে তরুলতা জন্মাতো না। আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টি হলো এবং মাটি উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করলো।—ইবনে আব্বাস।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আন নূরের ৪৫ আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ـ النور : ٤٥

"আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, তার কোনো কোনোটি বুকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোনো কোনোটি দু পায়ে ভর করে চলে, আবার কোনোটি চলে চার পায়ে ভর করে, তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন, তিনি তো সর্বশক্তিমান।"—সূরা আন নূর ঃ ৪৫

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা পানিকে জীবনের কারণ ও জীবনের উৎস বানিয়েছেন। সে পানি হচ্ছে জীব ও উদ্ভিদ জীবনের অপরিহার্য উপাদান।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হা ৫৩, ৫৪ এবং ৫৫ আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝ ـ طه : ٥٣ـ٥٥

www.pathagar.com

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার করো ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও, অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং তা থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ৫৩-৫৫

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, মাটি থেকে মানবকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এটা একটা অমোঘ সত্য।

❑

www.pathagar.com

৩৫. উদ্ভিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন

উদ্ভিদ জগত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ لا وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

"তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতপর তা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করি ; অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি, আর আঙুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বও। এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও, লক্ষ্য করো, তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৯

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○ – الانعام : ٩٥

"আল্লাহই শস্য বীজ ও আটি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে নির্গত করেন, এতো আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে ?"

–সূরা আল আনআম ঃ ৯৫

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

www.pathagar.com

"তিনিই আল্লাহ যিনি বিভিন্ন প্রকার গুল্মলতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন, দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন, এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও, যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না।"-সূরা আল আনআম ঃ ১৪১

সূরা আন নাহল এ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○ - النحل : ١٠-١١

"তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাকো। তিনি তোমাদের জন্য তার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তুন, খর্জুর, আঙুর এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"-সূরা আন নাহল ঃ ১০-১১

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ○ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ○ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ○ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ○ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ لا وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ط كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

"আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পবর্তমালা এবং তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। আমার বান্দাদেরকে জীবিকা স্বরূপ বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি—মৃত ভূমিকে এভাবে পুনরুত্থান সংগঠিত হবে।"

—সূরা কাফ ঃ ৭-১১

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ

www.pathagar.com

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۞ سُبْحٰنَ الَّذِيْ

خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

"তাদের জন্য একটা নিদর্শন মৃত ধরিত্রী যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা ভক্ষণ করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ। যাতে তারা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল থেকে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৬

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ

مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ ۞ - البقرة : ٢٢

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২২

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَّوْزُوْنٍ ۞ - الحجر : ١٩

"আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, এতে সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথভাবে মাপাঝোপা পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আল হিজর ঃ ১৯

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ

وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي

الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞

www.pathagar.com

"পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, তাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা একশির বিশিষ্ট খর্জুরবৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসেবে তাদেরকে কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৪

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ـ الانعام : ٩٥

"আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন, এইতো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৯৫

আল্লাহ তাআলা একই যমীনে একই গাছে বিভিন্ন স্বাদের ফল দিয়ে থাকেন। কোনোটি মিষ্টি, কোনোটি টক এবং কোনোটি একেবারে খাবার অনুপযুক্ত। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার হুকুমে—যখন বলেন 'হও', হয়ে যায়। সৃষ্টির আদিতে মানবকুল, প্রাণীকুল ও উদ্ভিতকুলকে জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। প্রাণীকুলের ন্যায় উদ্ভিদ জগতেও যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই শ্রেণীভুক্ত ও উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্নভাবে পুরুষ ও স্ত্রী অংগের মিলন ঘটে এবং একই প্রক্রিয়ায় পানির সাহায্যে জীবন লাভ করে থাকে। এক কোষী ক্ষুদ্রতম জীবাণুই হোক আর বহুকোষী বিশালকায় বটবৃক্ষই হোক একটি মাত্র কোষ থেকে এদের জীবনের সৃষ্টি। এককোষী জীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় একটা পরিণত কোষ (জীব) বিভাজিত হয়ে দুটো অপত্য কোষ (জীব) গঠন করে। অপরদিকে বহুকোষী জীবের যৌন জননের সময় দুই ধরনের দুটো জনন কোষ মিলিত হয়ে ভ্রমাণু বা জাইগোট গঠন করে। জাইগোট ক্রমাগত বিভক্ত হতে থাকে এবং শেষে কোষগুলো কার্যগতভাবে আলাদা হয়ে ভ্রূণ এবং অবশেষে শুরু হয় কোষ বিভাজন। তবে পানি, বায়ু তাপ ইত্যাদি পেয়ে সমগ্র ভ্রূণ বা তার কিয়দংশ বীজাত্মক বিদীর্ণ করে অপরিণত উদ্ভিদের প্রকাশ ঘটায় অর্থাৎ অঙ্কুরোদগম করে। পানি শোষণের ক্ষমতা পাবার সাথে সাথে বীজের আকার বৃদ্ধি পায়। পানি ছাড়া কোনো বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না এবং কোনো সজীব বস্তু বাঁচতে পারে না। জীব ও জীবনের জন্য পানি অপরিহার্য পদার্থ। কারণ পানি

www.pathagar.com

অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া দেহের কোনো জৈবনিক ক্রিয়াই চলতে পারে না। উদ্ভিদ দেহের ৮০% (ভাগের) ওপরই পানি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জৈবনিক ক্রিয়া সাধনের জন্য পানি অপরিহার্য। উদ্ভিদ দেহে প্রোটোপ্লাজম, জৈবনিক ক্রিয়া, সালোক সংশ্লেষণ, কোষ বৃদ্ধি, শ্বাসন, দ্রাবক, কোষস্ফীতি ও উদ্ভিদের চলন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পানির প্রয়োজন এবং পানিই বিভিন্ন অংগের সঞ্চালন ঘটায়। এর জন্য উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। তাই প্রজনন ও ভ্রূণ বৃদ্ধিতে পানির কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। আল্লাহ প্রত্যেক জীবকেই এক প্রকার পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র আল কুরআনে ঘোষণা করেন—

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○ - طه : ٥٣

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করি।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ৫৩

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ○- الحج : ٥

"তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে জোড়ায় জোড়ায় সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۤبَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○- لقمن : ١٠

"তিনি আকাশরাজ্য নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ছাড়া তোমরা এটা দেখছো, তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পবর্তমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু

www.pathagar.com

এবং আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি তাতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।"—সূরা লুকমান ঃ ১০

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○- لقمن : ١١

"এটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।"

—সূরা লুকমান ঃ ১১

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ○- الرعد : ١٦

"বলো, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী।"

—সূরা আর রা'দ ঃ ১৬

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ○ - الرعد : ٣

"প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।"

—সূরা আর রাদ ঃ ৩

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط

"যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা ! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্যধারণ করবো না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তিনি যেনো ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজী, কাকড়, গম, রসুন ও পেয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ৬১

মানুষ আল্লাহর নেয়ামত ভুলে পার্থিব জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা ভূমির উৎকর্ষতার মাধ্যম শাক-সবজী, কাকড়, গম, মশুর ও পেয়াজ-রসুন ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। আল্লাহরই ইচ্ছায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্ত্রী ও পুরুষের মিলন ঘটে থাকে এবং পরবর্তীতে একটা উর্বর বীজে রূপান্তরিত হয়। আবার উক্ত বীজটি পানির সাহায্যে জীবন লাভ করে পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের মিলন ও প্রজনন বিভিন্নভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে কিন্তু রূপান্তর পানির

www.pathagar.com

সাহায্যে হোক মাটিতে, না হয় সমুদ্রে বা গাছের ওপর। প্রত্যেকের জৈবক্রিয়া তাদের নিজ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"আল্লাহ আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৭

□

www.pathagar.com

৩৬. প্রাণীজগত

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি প্রাণী-জন্তুকে জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও স্ত্রী করে সৃষ্টি করেছেন। কোনো সৃষ্টিই নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। সামান্যতম একটা ক্ষুদ্র প্রাণীকেও তিনি পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো প্রাণীকে করেছেন মানুষের আহারের জন্য।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ○ وَلَكُمْ فِيْهَا
جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ○ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ
تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○ وَّالْخَيْلَ
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

"তিনি গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করো। এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ছাড়া তোমরা পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।"–সূরা আন নাহল ঃ ৫-৮

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى○ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى○

"অপর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা স্খলিত হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ৪৫-৪৬

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ○ ـ المرسلت : ٢٠

www.pathagar.com

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি ?"
–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২০

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ○ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ○ - الطارق : ٥-٧

"সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ববেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।"–সূরা আত তারিক ঃ ৫-৭

www.pathagar.com

৩৭. জন্তুজগতের বন্ধন

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ○

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ○ - يس : ٧١-٧٢

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্টি বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি আনআম এবং তারাই এগুলোর অধিকারী। এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক বাহন ও তাদের কতক তারা আহার করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৭১-৭২

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا

فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○ - الانعام : ٣٨

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখী উড়ে না যা তোমাদের মতো একটা সমাজভুক্ত নয়। এভাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি। অতপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্র করা হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেও সমাজ বন্ধন বিদ্যমান। আমরা যদি হাতীর পাল, ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল, গরুর পাল, হরিণের পাল প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ করি তবে দেখতে পাবো যে, এ সকল প্রাণীকুল দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে এবং নিজেদেরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকে। তাদের জীবন-জীবিকা আল্লাহরই হাতে।

ক. মৌমাছি

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَعْرِشُوْنَ ○ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ط يَخْرُجُ

مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - النحل : ٦٨-٦٩

www.pathagar.com

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার করো, অতপর তোমরা প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো। তার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্য এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৬৮-৬৯

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে দেখা যায় যে, মক্ষিকার ভিতর হতে রংবেরং-এর যে পানীয় নির্যাস বের হয় তাতে নিরাময়তা রয়েছে মানবের জন্য। মধু একটা খুবই উপকারী উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য। সর্বরোগের মহৌষধ। কেননা এতে ফুল, মধু ও ফুলের রস এবং এর গ্লুকোজ খুব উত্তমভাবেই বর্তমান থাকে। মধু নিজে পচে না, অপর জিনিসকেও তা একটা মেয়াদ পর্যন্ত সুরক্ষিত করে রাখে। এটা ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে তা এ্যালকোহলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। মধু শুধু মধু নয়, তা বন্য উপাদানের উত্তম নির্যাসও হয়ে থাকে। আর সেই বন্য উপাদানে আল্লাহ তাআলা যে রোগের ঔষধ রেখেছেন, মধু সেই রোগের জন্য ঔষধ স্বরূপ। তবে মধু চাকের বিভিন্ন স্থান থেকে আলাদা প্রক্রিয়ায় যদি তা গবেষণা করে দেখা হয় তবে এর মধ্য থেকেও জটিল রোগের মহা ঔষধ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নেশা জাতীয় জিনিসসমূহ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তাতে তোমাদের নিরাময় রাখেননি। অর্থাৎ মধু হালাল, এটা খেলে অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বললো, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে দ্বিতীয়বার আসলো এবং ঐ কথাই বললো। তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি তৃতীয়বার আসলো এবং ঐ কথাই বললো, তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি আবারও আসলো এবং বললো, আপনি যা বলেছেন সে অনুযায়ী আমি কাজ করেছি কিন্তু ফল হয়নি। তখন নবী করীম (স) বললেন, আল্লাহর কালাম সত্য। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। যাও আবার তাকে মধু পান করাও। অতপর এবার লোকটি গিয়ে তাকে মধু পান করালো এবং সে ভাল হয়ে গেলো।–বুখারী

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিয়ৎ পরিমাণ মধু চেটে খাবে সে যে কোনো বড় বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিরাময়কারী দুটো জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধর। তাহলো মধু ও কুরআন।

খ. মাকড়সা

মাকড়সার জাল এতো ভঙ্গুর যে সামান্য অঙ্গুলি হেলনকেও বরদাশত করতে পারে না। অথচ মাকড়শা তাদের এ অনিশ্চিত ও ভঙ্গুর বাসস্থানকেই জীবনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে। এ রকম আশা-ভরসার কুহক জালও আল্লাহর ব্যবস্থাপনার সাথে প্রথম সংঘর্ষে এসে চূর্ণবিচূর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হতে বাধ্য। তাই কুহক আশার পিছনে দৌঁড়ানো বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। তাই, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাদের মা'বুদ বলে স্বীকার করে তাদের অবস্থাও ঠিক মাকড়শার আশ্রয় স্থলের মতো ভঙ্গুর।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে—

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ

بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"যেসব লোক আল্লাহ ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো। তা নিজের একটা ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর। হায়! এ লোকেরা যদি তা জানতো।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪১

গ. পিপীলিকা

পিপীলিকা যদিও অতিশয় ক্ষুদ্র তবুও তাদের জোটভুক্তি যে কোনো সামরিক বাহিনীর জোটভুক্তিকেও হার মানায়। তারা দলভুক্ত হয়ে চলে এবং সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ করে মজুদ রাখে। তাদের জোটভুক্ত আক্রমণ প্রবল ও কোনো সময় ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা পিপীলিকা সম্বন্ধে আল কুরআনে ঘোষণা করেন যে—

www.pathagar.com

حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ لا وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ○

"যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুসিত উপত্যকায় পৌঁছলো তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকা বাহিনী তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, যেনো সুলায়মান এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।"–সূরা আন নামল ঃ ১৮

একটা পিপীলিকা কারো আগমন সম্পর্কে অপর পিপীলিকাকে সাবধান করে দিবে ও গুহায় প্রবেশ করতে বলবে এটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। প্রত্যেক জীব ও প্রাণীই তাদের নিজস্ব গতি ও ধারায় চলে। ভালোমন্দ বুঝার ক্ষমতা প্রত্যেক জীবেরই আছে।

ঘ. মাছি

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে, মাছি যখন কোনো ময়লা দ্রব্যের উপর বসে এবং তা থেকে অণু-পরমাণু পরিমাণ বস্তু তার পাখনায় লাগে মানুষ খালি চোখে তা দেখতে পায় না। তারা কি বুঝে না যে আল্লাহ কতো শক্তিমান। এখানে মাছির উপমা দিয়ে অণু-পরমাণু, রেণুর যে ধারণা দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্বজগতে পরমাণুর অস্তিত্ব বুঝায়।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّايَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ○ ـ الحج : ٧٣

"হে মানুষ! একটা উপমা দেয়া হচ্ছে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারাতো কখনো একটা মাছি সৃষ্টি করতে পারে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও এবং মাছি যদি কিছু কেড়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে নিতে পারে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতোই দুর্বল।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৩

হাদীসে বর্ণিত আছে, উবাইদ ইবনে হুনাইন (রা) বর্ণনা করেন। আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়া চাই।

www.pathagar.com

অতপর অবশ্যই তাকে বের করে ফেলে দিবে। কেননা এর এক ডানায় রোগ জীবাণু থাকে আর অপরটিতে থাকে তার প্রতিষেধক।–বুখারী

ঙ. মশা

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ
اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا م يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا لا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ
بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝ـ البقرة : ٢٦

"আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোনো বস্তুর উপমা দিতে সংকোচবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে ; কিন্তু যারা কাফের তারা বলে যে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এ উপমা পেশ করেছেন ? এটা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহুলোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারীদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬

চ. পাখী

পাখীরা ডানা মেলে আকাশে উড়ে। যমীনের ওপর বিচরণশীল জন্তু জানোয়ার এবং বায়ুলোকের পক্ষীকুল কারো জীবন সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তার আকার আকৃতিতে কেমন সুন্দর করে তার অবস্থার সাথে পূর্ণ খাপ খাইয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার স্বভাব প্রকৃতিতে কিভাবে তার স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুরূপ শক্তি ও সামর্থ পুঞ্জিভূত করে দেয়া হয়েছে। কিরূপে তার রিযিক সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিভাবে তার তাকদীর ঠিক করে দেয়া হয়েছে, যারা সীমালংঘন করে না সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারে, না পিছনের দিকে সরে যেতে পারে, এক একটি জন্তু ও এক একটি ক্ষুদ্র কীট যেখানেই পড়ে আছে সেখানেই তাঁর খবরদারী, রক্ষণাবেক্ষণ ও পথপ্রদর্শন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে—

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط
مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝

www.pathagar.com

"যমীনের ওপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখী উড়ে না যা তোমাদের মতোই বিচিত্র জাতি প্রজাতি নয়। কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি, অতপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্র করা হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে—

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ - النحل : ٧٩

"তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি ? আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আন নাহল ঃ ৭৯

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ م مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ ○ - الملك : ١٩

"তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধদেশে বিহংগকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে ? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা আল মুলক ঃ ১৯

হুদহুদ পাখীর নাম আল কুরআনে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে ঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِىَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ز اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ○

"সুলায়মান বিহংগ দলের সন্ধান নিলো এবং বললো, ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে, সে অনুপস্থিত নাকি ?"–সূরা আন নামল ঃ ২০

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ م بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○ - النور : ٤١

"তুমি কি দেখো না যে, আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উদীয়মান বিহংগকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।"

–সূরা আন নূর ঃ ৪১

www.pathagar.com

ছ. চতুষ্পদ জন্তু

আল্লাহ তাআলা মানুষের তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রাণী ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যেমন—গরু, গাভী, বকরী, মহিষ, ভেড়া ও উট হতে সুপেয় দুধ সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে সূরা আল আনআমে এ চতুষ্পদ জন্তুর উল্লেখ আছে। এটি বলতে কেবল গাভীকে বুঝা ঠিক হবে না। কুরআন যে সকল চতুষ্পদ জন্তু খাবার জন্য হালাল করেছে এদের সকলই এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা যদি জন্তুর উদরস্থিত গোবর ও রক্ত মনে করি তবে কেবল গাভীর কথা ধরতে হবে। আর যদি জন্তুর উদরস্থিত অন্ত্রের বস্তু নিয়ে এবং রক্তের সংযোগের ফলে দুগ্ধ হিসেবে আসা পানীয় সুস্বাদু উপাদেয় পান করার কথা বলি তাহলে তা হবে হালাল অর্থাৎ যে সকল প্রাণীকে মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাদের কথা বুঝতে হবে। উল্লেখ্য, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এ জিনিসের উপাদান এতোবেশী পরিমাণে হয় যে, তারা নিজেদের বাচ্চার প্রয়োজন পূরণ করার পর মানুষের জন্যও এক উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য বিপুল পরিমাণে দান করে। গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বকরীর দুধ সুপেয় এবং ঔষধী হিসেবেও বিবেচিত হয়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে—

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ
وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ـ النحل : ٦٦

"অবশ্যই গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তাদের উদরস্থিত গোবর (বস্তু নিয়ে) ও রক্তের মধ্যে হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

—সূরা আন নাহ্‌ল ঃ ৬৬

পবিত্র কুরআনে শূকরের উল্লেখ আছে। তবে তা মানুষের বিশেষ করে তাওহীদবাদী মানবের জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে জন্য এর মাংস ও দুধ মুসলমানদের জন্য হারাম। ইহুদীগণও তা ভক্ষণ করে না। উল্লেখ্য, মানুষ না জানলেও বা তাদের বুঝার ক্ষমতা না থাকলেও মানুষের কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন। দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য দিয়েছেন আনআমের দুধ। এ সকল কথা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যা আর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পবিত্র কুরআন একটি সত্যিকারেই ঐশীবাণী,

www.pathagar.com

মানবের জন্য নেয়ামত। কারণ এ ধর্মগ্রন্থে এমন কোনো বিষয় অনুল্লেখ্য নেই যা পৃথিবীতে বিদ্যমান। এটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব। বিজ্ঞানীরা এটা থেকে তাদের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে সকল তথ্য উদঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ق فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

"এবং উটকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, তোমাদের জন্য তাতে কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের ওপর তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার করো এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্ছাকারী অভাবগ্রস্তকে। এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৬

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"আল্লাহর নিকট পৌছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন, সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদেরকে।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৭

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ – الغاشية : ١٧

"তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"–সূরা আল গাশিয়া ঃ ১৭

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা আনআম বা চতুষ্পদ জন্তু অর্থাৎ গরু, ছাগল, মহিষ, উট, ভেড়া ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রয়োজনের জন্য। কোনো কোনো জন্তু খাদ্য হিসেবে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয় আবার গরু (গাভী), ছাগল, মহিষ, উট ইত্যাদির দুধ মানুষের দেহের পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির জন্য দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۭ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ - النحل : ٦٦

"এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে (অনেক) শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে ওদের উদরের অন্তর্নিহিত গোময় ও রক্তের মধ্য থেকে খাঁটি ও বিশুদ্ধ দুধ পান করিয়ে থাকি—যা পানকারীদের জন্য অতি সুস্বাদু।"–সূরা আন নাহল ঃ ৬৬

শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য সবচেয়ে উপকারী উপাদান হলো দুধ। দুধ স্বাস্থ্য ভাল রাখে এবং শক্তিবর্ধক। তবে সম্পূরক খাদ্য সামগ্রী থেকে যে পুষ্টি পাওয়া যায় তা শরীরের শক্তি বর্ধনে সাহায্য করে থাকে। খাদ্যবস্তু পরিপাকযন্ত্রে যাবার সাথে সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা সারবস্তু শরীরের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। সর্বশেষে রাসায়নিক পদার্থ রক্ত ধারার সাথে মিশে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পরে এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সচল করে তুলে। সন্তান প্রসবের পর যে মাতৃদুগ্ধ সন্তানদেরকে দেয়া হয় তা নব্যপ্রসূত সন্তানদেরকে সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধী থেকে মুক্ত রাখে। অপরদিকে বকরীর দুধ বনাজী ঔষধের সাথে সেবনীয়। গৃহপালিত পশুর দুধ উপকারী উপাদেয় হিসেবে সর্বকালে বিবেচিত। যেহেতু খাদ্যবস্তু শরীরে প্রবেশ করে রক্তের সংমিশ্রণে এসে শরীরের প্রয়োজনীয় সারবস্তু সরবরাহকারী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে যা পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীগণ তা প্রায় এক হাজার বছর পরে উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই কুরআনে নেই এমন কিছু নেই। তবে কুরআনকে বুঝতে হলে খুবই মনোযোগের সাথে গবেষকের মন নিয়ে পড়তে হয় এবং বুঝতে হয়। হালকাভাবে পড়লে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, উত্তম সদকা হলো অতিশয় দুধেল এমন উটনী কিংবা অতিশয় দুধেল এমন এক বকরী দান করা, যার দুধে ভোরে এক বরতন পূর্ণ হয় এবং সন্ধায় এক বরতন ভরে যায়।

www.pathagar.com

আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) দুধ পান করলেন। অতপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ততা আছে (অর্থাৎ মাখন/চর্বির অংশ বেশী)। বেশী মাখন (তৈলাক্ততা) খেলে শরীরে নানা রকম অসুখ দেখা দেয়। হয়তো সেজন্য বেশী তৈলাক্ত দুধ পসন্দনীয় ছিলো না।

আর এক সূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আমাকে ওঠানো হলো। হঠাৎ চারটি নহর (ঝর্ণাধারা) নজরে আসলো। দুটো ছিলো যাহেরী নহর, আর দুটো ছিল বাতেনী নহর। যাহেরী নহর দুটো হলো নীল নদ ও ফোরাত নদী। বাতেনী নহর দুটো জান্নাতে আছে। অতপর আমার সামনে তিনটি পেয়ালা আনা হলো। একটাতে দুধ, অপরটিতে মধু, আর একটাতে মদ। যে পেয়ালায় দুধ আমি সেটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, তুমি এবং তোমার উম্মত স্বভাব ধর্ম পেয়ে গেলে।–বুখারী

অর্থাৎ দুধ হলো জান্নাতী পানীয় ও রোগ নিরাময়, অর্থাৎ নেয়ামত। অসুস্থ রোগীর জন্য বকরীর দুধ পথ্য যা মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে এবং বলবর্ধক, জ্ঞানবর্ধক।

www.pathagar.com

৩৮. বৃষ্টি থেকে পানির সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজি প্রভৃতি সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সুশোভামণ্ডিত করার জন্য তাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি এবং এদের বেঁচে থাকার জন্য দিয়েছেন, আলো, বাতাস ও পানি। পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলে গ্যাসের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় পানি এবং মেঘাকারে কোথাও কোথাও তা থেকে বারি বর্ষিত হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ
لَقٰدِرُوْنَ ○ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ
كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ
وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ○ - المؤمنون : ١٧-٢٠

"আমিতো তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই। এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম। অতপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি, এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, অনন্তর তা থেকে তোমরা আহার করে থাকো এবং সৃষ্টি করি একবৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৭-২০

উপরোক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম সৃষ্টিকালে আল্লাহ তাআলা একই সময় পৃথিবীর সৃষ্টি হতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ভূমণ্ডলের প্রয়োজনীয় পানি সৃষ্টি করে রেখেছেন, যা নদী, সাগর ও ভূগর্ভস্থ জলাধারে মওজুদ দেখতে পাওয়া যায়। যে পানি যমীনের নিম্নস্তরে জলধারায় জমিয়ে রাখা হয়েছিলো এর ফলেই সমুদ্র ও উপসাগরের সৃষ্টি হয়েছে। আর এ পানিই বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বুকে এবং বিভিন্ন সময় ঋতু পরিবর্তনের জন্য গ্রীষ্ম ও শীতের সময় এবং বাতাস চলাচলের ফলে নানারূপ ধারণ করে। বাতাসই একে

www.pathagar.com

বরফ বানিয়ে পাহাড় চূড়ায় বসায়, নদী ও সমুদ্রে প্রবাহিত করে, ঝর্ণা ও কূপ একেই যমীনের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। তবে শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পানির এ বিরাট সঞ্চয় থেকে একবিন্দু কমও যায়নি, এক ফোটা পানি বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। পানি সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মত হলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর সংমিশ্রণে পানি সৃষ্টি হয়। কুরআনের ঘোষিত বাণীর সাথে বিজ্ঞানীদের মতের কোনো পার্থক্য নেই—কারণ পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে গ্যাস, বায়ু ও বিভিন্ন প্রকার ধূলিকণার সংমিশ্রণে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে বারি বর্ষণ করে এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপসর্গের কারণে সমুদ্রের বায়ু শুষ্ক হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। মহাশূন্যে হাইড্রোজেন ও আক্সিজেন গ্যাস বিপুল পরিমাণ বর্তমান আছে। তবে সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ যে পরিমাণ পানির সৃষ্টি করেছেন আজও তাই আছে এবং শেষদিন পর্যন্ত তাই থাকবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ
وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ لا وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً
مَّيْتًا ط كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝ - ق : ٩-١١

"আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তাদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ, বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবেই পুনরুত্থান ঘটিয়ে।"

–সূরা আল কাফ ঃ ৯-১১

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَآ
اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ۝ - الحجر : ٢١-٢٢

"আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই, তার ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই।"–সূরা আল হিজর ঃ ২১-২২

www.pathagar.com

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং সরবরাহ তিনিই পরিজ্ঞাত পরিমাণ সরবরাহ করে থাকেন। সুতরাং ভাণ্ডার কমে যাওয়ার আশংকা নেই। হয়তো এক জায়গায় কোনো সময় পরিমিত পরিমাণ পাওয়া যায় না কিন্তু অপর জায়গায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পাওয়া যায় অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন মাত্র। শুষ্ক মওসুমে পানি কমে যায় এবং কোনো কোনো স্থানে পানি পাওয়া দুষ্কর হয়, অর্থাৎ ভূমির স্তরের শুষ্কতার জন্য পানির স্তর নিম্নে চলে যায় বা সমতটে সরে যায়। পানির ধারা উচ্চ হতে নিম্নে প্রবাহিত হয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে পানির গতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং কোথাও সৃষ্টি করে জলাধার।

আর বৃষ্টিগর্ভ বায়ু অর্থাৎ পানিপূর্ণ বায়ু যার দরুন বারি বর্ষিত ভূমণ্ডল উর্বর হয় এবং যমীনের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে উদ্ভিদ ও মনুষ্য আহার উপযোগী বস্তু জন্ম নেয়। মেঘ ও বৃষ্টিবাহী বায়ুর জন্য ভূমণ্ডলে গতি সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝ـ فاطر : ٩

“আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর আমি ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এরূপেই হবে।”–সূরা ফাতির ঃ ৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝

“তুমি কি দেখোনা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল গজান। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ, সাদা, লাল ও নিকষ কাল।”–সূরা ফাতির ঃ ২৭

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ـ الاعراف : ٥٧

www.pathagar.com

"তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘ বহন করে তখন তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর তার দ্বারা সব প্রকার ফল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করো।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৭

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ ـ الروم : ٤٨

"আল্লাহ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা, অতপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা এটা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।"–সূরা আর রূম ঃ ৪৮

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝

"আল্লাহ তিনিই যিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষাণ এবং তার দ্বারা আমি (আল্লাহ) জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ জন্মাই—একটা আর একটা থেকে আলাদা।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ৫৩

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝ لِّنُحْـِۧىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ۝ ـ الفرقان : ٤٨ـ٤٩

"তিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। যা দ্বারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৪৮-৪৯

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

www.pathagar.com

"নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।"-সূরা আল জাসিয়া ঃ ৫

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ - النحل : ١٠

"তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানি এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাকো।"-সূরা আন নাহল ঃ ১০

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○ - النحل : ٦٥

"আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তা দিয়ে তিনি জমিকে তার মৃত্যুর পর আবার প্রাণ দেন। অবশ্যই এর মধ্যে যে সম্প্রদায় কথা শুনে তাদের জন্য নিদর্শন আছে।"-সূরা আন নাহল ঃ ৬৫

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○

"বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি।"-সূরা আল মুল্ক ঃ ৩০

এ আয়াতে প্রবহমান পানির উল্লেখ আছে। তার সাথে ভূগর্ভে জলধারার পানি প্রবাহের কথাও বলা হয়েছে। ভূমণ্ডলে পানির পরিমাণ ঠিক থাকে কিন্তু স্থান বিশেষ ঋতুর পরিবর্তনে শুষ্ক মওসুমে পানির স্তর নেমে যায়। আবার জোয়ারের কারণে এবং বর্ষা মওসুমে পানি দ্বারা খালি স্তর পূর্ণ হয়ে যায়। এ জোয়ার ভাটা আল্লাহর নির্দেশে হয়ে থাকে। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জোয়ার ভাটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে নয়।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○

"তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ।"-সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৪

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ

www.pathagar.com

يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ

حُطَامًا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ـ الزمر : ٢١

"তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তাদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতপর এটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন, এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।"

–সূরা আয যুমার ঃ ২১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ط اِنَّ

اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝ـ الحج : ٦٣

"তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন রহস্য জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৩

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا

رَّابِيًا ط وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ط

"তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে ; এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়।"

–সূরা আর রা'দ ঃ ১৭

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ج فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ج كَذٰلِكَ

تُخْرَجُوْنَ ۝ـ الزخرف : ١١

"তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে, আর তা দিয়ে প্রাণহীন যমীনকে আবার জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদের আবার ওঠানো হবে।"–সূরা আয যুখরুফ ঃ ১১

মাটির নিচে পানির প্রবাহ এবং ভূগর্ভস্থিত জলধারার কথা সূরা আয যুমারে উল্লেখ আছে। অপরদিকে সূরা আর রা'দ-এ বর্ষা দ্বারা

www.pathagar.com

উপত্যকাসমূহ প্লাবিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং প্লাবনের সময় জলস্রোত কিভাবে আবর্জনা ও ময়লা ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং উক্ত আবর্জনা থেকে তৈজসপত্র প্রস্তুত হয় তারও উল্লেখ আছে।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝ وَّجَنّٰتٍ

اَلْفَافًا ۝ ـ النبا : ١٤ـ١٦

"এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা থেকে প্রচুর বারি। তাদ্বারা আমি উৎপাদন করি শস্য ও উদ্ভিদ এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।"
–সূরা আন নাবা ঃ ১৪-১৬

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ

فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ

بِالْاَبْصَارِ ۝ ـ النور : ٤٣

"তুমি কি দেখো না আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্যে থেকে নির্গত হয় বারিধারা, আকাশস্থিত শিলা স্তূপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে তার ওপর থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুত ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৩

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ

مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ ـ ابرهيم : ٣٢

"তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ

الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝

www.pathagar.com

"তোমরা যে পানি পান করো তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো ? তোমরাই কি এটা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি ; আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না।"–সূরা আল ওয়াকেয়া ঃ ৬৮-৭০

সূরা আন নূরে সঞ্চালিত মেঘমালাকে একত্রিত করা এবং পরে ঐ পুঞ্জীভূত মেঘমালা থেকে বারি বর্ষণ করে ধরণীকে সিক্ত করে দেয়া এবং মাটির গহ্বরে জলধারার সৃষ্টি করে তা থেকে জলপ্রপাত সৃষ্টি করে পানি প্রবাহিত করা যে আল্লাহর মহাশক্তি ও সৃষ্টির কৌশল প্রকাশভংগি তা কি জ্ঞানবান মানুষের জন্য শিক্ষা নয় ? অপরদিকে সুপেয় পানিকে লবণাক্ত করার যে কথা সূরা আল ওয়াকেয়াতে উল্লেখ আছে তাও কি মহান আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ নয় ? আল্লাহ তাআলা মেঘ সঞ্চালন করে বৃষ্টি নামান এবং ধরণীকে প্লাবিত করেন। তবে আধুনিক যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসীমায় কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হচ্ছে কিন্তু অঝোর ধারায় বৃষ্টি সৃষ্টি করে প্লাবন সংঘটিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বিজ্ঞানীগণ কৃত্রিম বারি বর্ষণ সৃষ্টি করতে পারলেও অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত ঘটাতে মেঘে যে প্রাকৃতিক উপাদানের প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে অক্ষম। যদি তাই না হয়, তাহলে তারা তাদের প্রয়োজনে বর্ষা সৃষ্টি করে ধরাকে খরার হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। মানুষকে আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে বলে আর্তচিৎকার ও প্রার্থনা করতে হতো না। তাই আসমান যমীন, জিন-ইনসান, প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে যা সম্ভব তা তাঁরই সৃষ্টি মানবের কাছে কিভাবে সম্ভব হতে পারে। স্রষ্টা বড় না সৃষ্টি বড়। আল্লাহ সকল কৌশলীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কৌশলী। তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন, যখন বলেন, 'হও', তা তখন হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয় এবং হবে না।

পানির গতিচক্র বা কালাবর্তের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের জন্য বায়ুচাপের সৃষ্টি হয় এবং বায়ুচাপের পার্থক্যের জন্য বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা অধিক বলে সমুদ্রের জলরাশি হতে প্রভূত বাষ্প উত্থলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যায় এবং সেখানে তা ঘনত্ব লাভ করে পরিণত হয় মেঘমালায়। আদ্র বায়ু শীতল হয়ে মেঘে পরিণত হলে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়, এক সময় বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং এ পানি সমুদ্রে পৌঁছার সাথে সাথে আবহাওয়া ও গতিচক্রের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়। বৃষ্টির জন্য যমীন সিক্ত হলে উদ্ভিদের জন্ম হয়। উদ্ভিদও নিজ প্রক্রিয়ায় জলের কতকাংশ বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করে

www.pathagar.com

থাকে এবং বাকী অংশ মাটির ভিতর দিয়ে নদনদী ও সমুদ্রে চলে যায় এবং কোথাও কোথাও জলধারার সৃষ্টি করে পানি সঞ্চিত করে রাখে।

পানির এ গতিচক্রের সাথে কুরআনে উদ্ধৃত আয়াতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের হুবহু মিল আছে। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞানীরা কুরআন গবেষণার মাধ্যমে সকল তথ্য আহরণ করে সকল কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ط اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ط اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"এবং তাঁর নিকট নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উশর, অতপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃত্যুর জীবনদানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৯

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○ - القمر : ١١-١٢

"ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণে এবং মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ, অতপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে।"–সূরা আল কামার ঃ ১১-১২

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করছিলো তখন নবী (স) তাদের জন্য বদদোআ করলেন। ফলে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এ দুর্ভিক্ষে তারা মরতে

www.pathagar.com

লাগলো। তখন আবু সুফিয়ান নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ ! তুমি তো আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দাও। অথচ তোমার স্বজাতিতো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোআ করো। তখন তিনি তেলাওয়াত করলেন, "তুমি আপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন আসমানে প্রকাশ্য ধুম্র দেখা দিবে ......। অতপর আল্লাহ যখন তাদেরকে বিপদ মুক্ত করলেন তখন তারা পুনরায় কুফরির দিকে ফিরে গেলো এবং এরই ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে আরো কঠোরভাবে যেদিন গ্রেফতার করলেন, সেদিন সম্পর্কে আল্লাহর বাণী হচ্ছে, যেদিন আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রেফতার করবো অর্থাৎ বদরের দিন।

বর্ণনাকারী আসবাত মানসুর থেকে আরো বাড়িয়ে বলছেন, তখন আল্লাহর রাসূল (স) তাদের জন্য দোআ করলেন। ফলে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। আর এ বৃষ্টি সাতদিন পর্যন্ত চলতে লাগলো, তখন লোকেরা অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলো এবং তিনি দোআ করলেন, আমাদের ওপর নয় বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। তখন তাঁর মাথার ওপর থেকে মেঘ সরে গেলো এবং তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের ওপর বর্ষিত হলো।–বুখারী

এ সকল হাদীস থেকেও দেখা যায় যে, কোনো কোনো সময় বারিবর্ষণ হয় রহমত স্বরূপ আবার কখনো হয় আযাব স্বরূপ। তবে বর্ষা হওয়া না হওয়া উভয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। বারিবর্ষণ কখন হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই খারাপ। কারণ অনাবৃষ্টির জন্য খেত-খামার তামাটে হয়ে পড়ে এবং শস্য শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অনাবৃষ্টির কারণে জীবজন্তু মারা যায়। শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, আর অতি বর্ষণের জন্যও ফসল নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যাতায়াতে ব্যাঘাত ঘটায়। তবে অতি বর্ষণের জন্য যমীনে পানি আটকে যায় জলাশয় খালবিল নদী ভরে যায়, মাছ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অতিমাত্রায় পানি বৃদ্ধির দরুন ঘরবাড়ী নষ্ট হয়, গৃহপালিত জন্তু মারা যায়। এতে দেখা যায় যে, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, যাই হোক না, কোনোটাই মানব সমাজের জন্য সুফল আনয়ন করে না।

তাই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল (স)-এর কাছে একজন লোক এসে বললো, গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও অচল হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

তখন তিনি দোআ করলেন এবং সেই জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তারপর সেই লোকটি আবার এসে বললো, অতিবৃষ্টির কারণে ঘরবাড়ী পড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাও চলার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, এমনকি গৃহপালিত পশুগুলোও মারা যাচ্ছে। তিনি তখন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! টিলা, ময়দান উপত্যকা এবং বৃক্ষমূলে বর্ষণ করুন। তখন দেহ থেকে কাপড় বিচ্ছিন্ন হবার ন্যায় মদীনা থেকে মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (স)-এর নিকট এসে বললো, গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন। আল্লাহর রাসূল (স) তখন দোআ করলেন। ফলে সে জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। অতপর একটা লোক আল্লাহর রসূল (স)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! ঘর পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং গৃহপালিত পশুগুলোও মরতে শুরু করেছে। আল্লাহর রসূল (স) তখন বললেন, হে আল্লাহ ! আমাদের ওপর নয় বরং পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকায়, বৃক্ষের পাদদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতপর দেহ থেকে কাপড় বিচ্ছিন্ন হবার ন্যায় সমস্ত মেঘ মদীনার আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (স) যখন বৃষ্টি দেখতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ ! কল্যাণকারী বৃষ্টি দাও, মুষলধারে বৃষ্টি দাও।

❑

www.pathagar.com

৩৯. আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে জীব বিদ্যমান

আমরা মনে করি একমাত্র পৃথিবীতেই জীব ও উদ্ভিদ অর্থাৎ প্রাণী বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরাও তাই ভাবেন। কারণ বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে আজ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর সন্ধান মেলেনি। আর ধারণা করা হচ্ছে, পৃথিবীতে যেমন বাতাস, পানি ইত্যাদি যা প্রাণীর জন্য প্রয়োজন তা অন্যান্য গ্রহে নেই। বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করুক না কেন, তারাতো ২/১টি গ্রহ ছাড়া অন্য গ্রহে কিছু আছে তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। কারণ তারা চন্দ্র ও মংগল গ্রহ ছাড়া অন্যান্য গ্রহে পা রাখতে সক্ষম হননি। যে কোনো আবিষ্কার করতে হলে তা প্রত্যক্ষ করতে হয়। তাই অন্যান্য গ্রহে কি আছে তা তাদের ধারণার বাইরে। অনুমানের ওপর আবিষ্কার হয় না। তবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন—

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ ط - يونس : ٦٦

"জেনে রাখো, যারা আকাশরাজ্যে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬৬

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ - النحل : ٤٩

"আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশরাজ্যে, পৃথিবীতে যতো জীবজন্তু আছে, সে সমস্ত এবং ফেরেশতাগণও, তারা অহংকার করে না।"–সূরা আন নাহল ঃ ৪৯

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ -

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ আকাশরাজ্যে ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্বও বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১৪

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الجاثية : ١٣

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশরাজ্যের ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৩

সূরা ইউনুসের ৬৬ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আকাশরাজ্যে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহরই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর মতো আকাশরাজ্যেও তাঁর সৃষ্টি বিরাজিত। এটা এতোই দুরূহ ব্যাপার যে, মানুষ এখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করতে পারেনি যে অন্যান্য গ্রহে কি আছে। কিছু কিছু গ্রহের একটা ক্ষুদ্র অংশে মানুষ পদচারণ করেছে কিন্তু আবিষ্কার করার জন্য যে বিস্তৃর্ণ স্থান পরিভ্রমণ করা প্রয়োজন তা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতেও অনেক স্থান আছে যেখানে এখনও মানুষ পৌঁছতে পারেনি। আরবের মরুভূমিতে বসে বা বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে বসে কখনো শস্য শ্যামল তৃণ ভূমির কথা ভাবা যেমন কল্পনাতীত তেমনি পৃথিবীতে বসে অন্য গ্রহের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ যেখানে অন্যান্য আকাশরাজ্যে ও গ্রহে তাঁর সৃষ্টির কথা বলেছেন, সেখানে হয়তো অন্যান্য আবিষ্কারের মতো একদিন না একদিন সৃষ্টির রহস্য উদঘাটিত হবে। কারণ আল্লাহ অনর্থক কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি, যে জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এটা জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের জ্ঞান সীমিত তাই তারা আল্লাহর বাণীর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَاْنٍ ٥

"আকাশরাজ্যে ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।"–সূরা আর রহমান ঃ ২৯

উক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, আকাশরাজ্যে ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই আল্লাহর নিকট প্রার্থী। এখানে আকাশরাজ্যে যাকিছু আছে তা বলা হয়েছে। কোনো এক আকাশ বা কেবল পৃথিবীর কথা বলা হয়নি। আকাশরাজ্যে ও পৃথিবীতে যা আছে—পৃথিবীর মতো আকাশরাজ্যেও সৃষ্টি বিরাজিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে আরো বলেন ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ٥ ـ الرحمن : ٣٣

www.pathagar.com

"হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশরাজ্যে ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পারো, অতিক্রম করো, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে।"–সূরা আর রহ্‌মান ঃ ৩৩

এখান যদি অতিক্রম করতে পারো, তবে অতিক্রম করো এবং শক্তি ছাড়া অতিক্রম করতে পারবে না বলে বলা হয়েছে। এখন দেখা যায় যে, মানুষ আকাশজগতে কি আছে তা জানার জন্য উগ্রীব, তাই নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে এবং আকাশরাজ্যে খেয়াযান, রকেট প্রভৃতি পাঠাচ্ছে কিন্তু কোনো কূল কিনারা করতে পারছে না। হয়তো অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিজ্ঞানীরা একদিন এমন জ্ঞান লাভ করতে পারবে যার দরুন তারা আকাশরাজ্যের রহস্য উদঘাটন করতে পারবে হয়তো সেদিন খুব দূরেও নয়। কারণ কুরআন বিজ্ঞানসম্মত। তাই এ সত্য একদিন না একদিন বাস্তব রূপ নিবে। বিজ্ঞানীরাও হয়তো সেই আশাবাদী। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন ঃ

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ○ – .... قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ○ – الاعلى : ٨ـ١٤

"আমি তোমার জন্য সুগম করে দিব পথ। .... নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।"–সূরা আল আ'লা ঃ ৮-১৪

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য পথ সুগম করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সফলতা লাভ করবে তারাই যারা পবিত্রতা অর্জন করবে অর্থাৎ আকাশজগত, নভোজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। এখন কথা হলো যে, তা তারা কিভাবে আহরণ করবে। যদি তারা সত্যিকারভাবে গবেষণার মাধ্যম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তবে সাফল্য আসবে। নির্বোধরা এটা বুঝতে সক্ষম হবে না। এখন বিজ্ঞানীরা আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা জানার জন্য যে আকুল প্রয়াস চালাচ্ছেন তা যদি সঠিক গতিতে প্রবাহিত হয় তবে একদিন সাফল্য আসতে বাধ্য এবং সাফল্য চালাচ্ছেন বলেই বায়ুমণ্ডলের অবস্থা, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা কিছুটা জানতে পেরেছেন। গবেষণা সঠিক পথে পরিচালিত হলে সাফল্য অবধারিত এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ○ – الذريات : ٢٢ـ٢٣

www.pathagar.com

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক স্ফূর্তির মতোই এ সকল সত্য।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ২২-২৩

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ۝ - الروم : ٢٦

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।"–সূরা আর রূম ঃ ২৬

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ - الروم : ٧٥

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) নেই।"–সূরা আন নামল ঃ ৭৫

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى -

"যা আছে আকাশজগতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ৬

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ

عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝ - بنى اسرائيل : ٥٥

"যারা আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন। আমিতো নবীগণের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۖ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۖ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝ - مريم : ٤٠

"নিশ্চয় পৃথিবীর ও তার ওপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই থাকবে এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।"

www.pathagar.com

এখন যদি আকাশরাজ্য এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে কেউ না থাকে তবে কারা আল্লাহর বন্দনা করবে। এর মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে বলেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকে এবং তাঁকে সেজদা করে। এতেই প্রমাণিত হয় সে সকল জায়গায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। বিজ্ঞানীরাও সৃষ্টিতে সৌরজগতের সর্বত্র প্রাণীর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে আগমন সম্পর্কে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন যে, বিশ্বের অন্যান্য গ্রহেও কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর মতো প্রাণ ধারণের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান ছিলো এবং পৃথিবীতে অনুরূপভাবে আদি প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। বিজ্ঞানী অধ্যাপক আইজেনের এ অভিমতের অদ্য পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। এতে বিজ্ঞানীরা সর্বতোভাবে কুরআনের কথাই স্বীকার করেছেন।

❑

www.pathagar.com

৪০. বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী জীবন

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে—

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ـ المرسلت : ٢٥

"আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি এক উপযুক্ত আবাসস্থল হিসেবে।"

–সূরা আল মুরসালাত ঃ ২৫

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীকে মানুষ ও প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে সৃষ্টি করে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আলো বাতাস দিয়েছেন। জীবনের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন, কেবল ততোটুকু ইনফ্রোরেড-রে বায়ুমণ্ডলীয় ছাঁকনি পেরিয়ে প্রতিদিন পৃথিবীতে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা না থাকলে পৃথিবীর প্রাণীজগত সূর্যের অত্যন্ত লয়কারক রশ্মির উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। প্রতিদিন যতোটুকু রশ্মি পৃথিবীতে আসে, তার যদি কমতি হতো তাহলে জীবন মৃত্যু শীতলতার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতো। পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেতো। তবে দেখা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি এমন যে তার পুরুত্ব ভেদ করে কেবল কল্যাণকর রশ্মিতরঙ্গ পৃথিবী পৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। জীবন রক্ষার জন্য যে রশ্মিগুলো না হলেই নয়, তাদের এ বায়ুবীয় আস্তরণ ভেদ করতে বাধা নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যে রশ্মিগুলো জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো পৃথিবীতে প্রবেশের অধিকার পায় না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ ـ المؤمن : ٦٤

"তিনি আকাশকে নির্মাণ করেছেন সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ।"

–সূরা আল মু'মিন ঃ ৬৪

فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ الرحمن : ١٣

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ দানের কথা অস্বীকার করবে ?"–সূরা আর রহমান ঃ ১৩

আমরা আল্লাহ তাআলার কোনো দানকে অস্বীকার করতে পারি না। প্রত্যেকটি সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার দান। বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়

www.pathagar.com

যে, বায়ুমণ্ডল বিশেষত ওজন স্তর, পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষতিকর রশ্মি, সৌরবায়ু কিংবা উলকা পতন রোধ, অথবা জীবনী শক্তি ইনফ্রারেড-রে, দৃশ্য আলো, বেতার তরঙ্গ ও নিকটবর্তী অতিবেগুনী আলোর অনুমোদন ইত্যাদি কাজ ছাড়াও জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পালন করছে আরো অনেক প্রতিরক্ষা দায়িত্ব। দিনের বেলা সূর্য তাপ যে উত্তাপের সঞ্চয় করে পৃথিবীর কোনো পৃষ্ঠ যদি রাতের বেলা তা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে বসে, তবে সে পৃষ্ঠটি দ্রুত চলে যাবে বরফ জমে যাবার তাপাংকে। এ ক্ষতিকর পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হতে পারে, তার জন্য বায়ুমণ্ডলকে পালন করতে হয় এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা। পৃথিবী হতে বিকিরিত তাপের ২০% বায়মণ্ডলের ওজন স্তরের কারণে আটকা পরে যায়। এ উত্তাপ আমাদের জানার ও বুঝবার অজ্ঞাতে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে।

সোলার উইণ্ড বা সৌরবায়ু, উলকা পতন, সৌর ও মহাজগতিক ক্ষতিকর রশ্মি, মানুষ সৃষ্ট পরিবেশ, দূষণের চাপ ইত্যাদি. সবই বায়ুমণ্ডলকে একা বইতে হয়। এসব তথ্যগুলো কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফসল। আজ থেকে ১৪১৮ সাল পূর্বে এদের অস্তিত্ব, এসব প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যার অনেক কিছু আজ পর্যন্ত জ্ঞানীরাও অনুধাবন করতে সক্ষম হননি।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে—

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝ فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ۝

"আল্লাহ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন পরে একে খণ্ড বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা

www.pathagar.com

এটা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল। যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিলো। আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।"–সূরা আর রূম ঃ ৪৮-৫১

তিনি আরো ঘোষণা করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۭ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝ - النور : ٤٣

"তুমি কি দেখো না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জিভূত করেন, অতপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা। আকাশস্থিত শিলা স্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে এটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৩

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীস ও কুরআনের আয়াত থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো সময় মৃদু বায়ু আবার কোনো কোনো সময় প্রবল আকারে বায়ু প্রবাহিত করেন, আর কোনো সময় ঝঞ্ঝাপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। মৃদু বায়ুর সঞ্চালনে পৃথিবীতে ঠাণ্ডা আসে এবং সে কারণে জীবজন্তু ও প্রাণীকুল জীবন পেয়ে থাকে। এ বায়ু পুঞ্জিভূত মেঘমালাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সন্তরণ করে থাকে, এ মৃদুমন্দ বায়ু আল্লাহর রহমত নিয়ে চলে আর ঝঞ্ঝাবর্ত বায়ু ধ্বংস আনে। যখন বায়ুর গতিবেগ প্রবল

www.pathagar.com

হয় তখন পৃথিবীতে দুর্যোগ নেমে আসে। ঝঞ্ঝা বায়ুর সাথে শিলা বৃষ্টি বর্ষণের কারণে জীব, জন্তু, প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই বায়ু কোনো সময় রহমত আবার কোনো সময় আযাব হয়ে দাঁড়ায়।

❐

www.pathagar.com

৪১. বায়ুমণ্ডল ও বায়ু

ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধে যে গ্যাসীয় আস্তরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে সেটাই হলো বায়ুমণ্ডল। এটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকে এবং পৃথিবীর আবর্তনের সাথে আবর্তিত হতে থাকে। বায়ুমণ্ডল কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত। বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৭ ভাগ পদার্থই ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৯ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করলেও বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধসীমা আরো সূদুরপ্রসারি। বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের এ সীমানাকে ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ধরে থাকেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০-১২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত অংশে বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন বা সংযুক্তি বিশেষতঃ বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত প্রায় একই রকম থাকে। বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, নিওন কার্বন ডাই-অক্সাইড, হিলিয়াম, ক্রিপটন, মিথেল, জেনন, হাইড্রোজেন, নাইট্রঅকসাইড গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত। তবে এর মধ্যে নাইট্রোজেন ৭৮.১% এবং অক্সিজেন ২০.৯% বিদ্যমান এবং ১% অন্যান্য গ্যাস নিয়ে গঠিত। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ছাড়া জলীয় বাষ্প বিদ্যমান। জলীয় বাষ্প থেকেই বিভিন্ন মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, আর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের জন্য বায়ুচাপ সৃষ্টি হয় এবং বায়ুচাপের তারতম্যের জন্য বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং বায়ুর উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিবার্তা ও সাইক্লোন হয়ে থাকে।

বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুমণ্ডল সমন্ধে আল্লাহ তাআলা কি বলেন তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কারণ, আল্লাহর সৃষ্টিতে এমন কিছু বাকী নেই যা মানুষ ভাবতে পারে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط حَتّٰى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○- الاعراف : ٥٧

"তিনিই (আল্লাহ) স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন ঘন মেঘ বহন করে তখন তাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর তার দ্বারা সর্বপ্রকার ফুল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করো।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৭

www.pathagar.com

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۗ

"আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন, এবং কাউকেও বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকুচিত করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।"
–সূরা আল আনআম ঃ ১২৫

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَايَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

"যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এতো ঘোর বিভ্রান্তি।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১৮

এ আয়াতে আবার উচ্চচাপ ও নিম্নচাপের ফলে যে ঝড়, ঘূর্ণিবার্তা, সাইক্লোন ইত্যাদির সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ۝ ـ الحجر : ٢٢

"আমি বৃষ্টিগর্ভে বায়ু প্রেরণ করি, অতপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দেই, তার ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই।"–সূরা আল হিজর ঃ ২২

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝ ـ الحج : ٣١

"যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতপর পাখী তাকে ছো মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩১

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ج وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ○ لِنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ○ ـ الفرقان : ٤٨ـ٤٩

"তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমিই আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। যা দ্বারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।"-সূরা আল ফুরকান ঃ ৪৮-৪৯

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○

"নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে। আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।"–সূরা জাসিয়া ঃ ৫

وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ○ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ○ ـ المرسلت : ٣ـ٤

"শপথ সঞ্চলনকারী বায়ুর, আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ু।"
–সূরা আল মুরসালাত ঃ ৩-৪

وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ○

"তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।"–সূরা জ্বিন ঃ ১৬

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ○ ـ فاطر : ٩

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর আমি তা দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এরূপেই হবে।"–সূরা আল ফাতির ঃ ৯

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ

www.pathagar.com

وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ج فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ - الروم : ٤٨

"আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ডবিখণ্ড করেন এবং দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা, অতপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা এটা পৌছে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।"–সূরা আর রূম ঃ ৪৮

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমাকে সাবা (সময়ের দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস) দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহদ্রোহী আদ জাতিকে দাবুর (বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস) দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।"

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতে শুরু করতো, তখন নবী করীম (স)-এর চেহারা দেখেই তা বুঝা যেতো। (অর্থাৎ তাঁর চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতো)।

এখানে দেখা যায় বায়ুমণ্ডলে যখন ঝড় ওঠে তখন পৃথিবীর কোনো অঞ্চলকে তছনছ করে দেয় তবুও মুনাফিক ও বিধর্মীরা আল্লাহর ক্ষমতাকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়। বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনে যখন সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তখন ঝঞ্ঝাবায়ু সৃষ্টির কারণে অঞ্চলের পর অঞ্চল ধ্বংস হয়। আবার মৃদু বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে শান্তি ফিরে আসে, পৃথিবীর মানুষ জীবজন্তু প্রাণ ফিরে পায়।

❐

www.pathagar.com

৪২. বিদ্যুৎ

আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে পৃথিবীর কোনো একটা অংশ এক পলকের জন্য হলেও আলোকিত হয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই এ প্রক্রিয়া চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে কোনো কিছু যদিও হাতে কলমে শিক্ষা দেননি তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছেন যাতে মানুষ প্রতিনিয়ত শিক্ষা নিতে পারে। এ বিদ্যুৎ বিকিরণ এবং সূর্যরশ্মির তেজষ্ক্রিয়া মানুষকে আলো জ্বালাতে শিক্ষা দিয়েছে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কোনো কিছু শিক্ষালাভ করা একটা উপলক্ষ মাত্র। তাই বিদ্যুৎ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ
اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ○ يَكَادُ الْبَرْقُ
يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ط كُلَّمَآ اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ لا وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ط
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল প্রবেশ করায়। আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯-২০

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○ وَيُسَبِّحُ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ
يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ج وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ○

"তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে

www.pathagar.com

তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাদ্বারা আঘাত করেন, তথাপি তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।"-সূরা আর রা'দ ঃ ১২-১৩

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاۤءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

"অতপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি তাদেরকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেলো যালিম সম্প্রদায়।"-সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৪১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاۤءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝- النور : ٤٣

"তুমি কি দেখো না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জিভূত করেন। অতপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা, আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে এটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।"

–সূরা আন নূর ঃ ৪৩

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তাদ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।"

–সূরা আর রূম ঃ ২৪

এখন বর্ষণে ঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলছেন, যেমন শুষ্ক চুলে চিরুণী চালালে অস্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, কাঠে কাঠে সংঘর্ষ হলে আগুন জ্বলে, তাই মেঘে মেঘে সংঘর্ষের ফলে

www.pathagar.com

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হিকমতে আকাশে বিদ্যুতের ঝলক প্রবাহিত করে থাকেন। আকাশের বিদ্যুৎ শক্তির চমক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহায়ক হয়েছে। কারণ বর্ষার সময় কেবল ঘন মেঘ সঞ্চালনের ফলে সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ। তেমনি বিজ্ঞানীগণ হাইড্রোলিক পদ্ধতি এবং কয়লার জ্বলন্ত বিবর্তন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন। এ আবিষ্কার কুরআনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যাবে যে, কুরআন এর অগ্রজ। বর্তমানে বিদ্যুৎ ও সৌররশ্মির ব্যবহার দ্বারা প্রতিনিয়ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে।

www.pathagar.com

৪৩. ছায়া

আলোর বিপরীতে ছায়া উদ্ভাসিত হয়। একটা জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক ভাল্বের নীচে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে। এখন এ ছায়ার কথা চিন্তা করলে প্রথমেই মন মুকুরে ধরা পড়ে মেঘের ছায়া। যখন আকাশে মেঘ হয় তখন সূর্যের আলোকে আড়াল করে দেয় এবং সৃষ্টি হয় ছায়া। সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের ওপর মেঘের ছায়া দিতেন। এখন কুরআনের দৃষ্টিতে ছায়ার অবস্থা দেখা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط

"আমি মেঘদ্বারা তোমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৫৭

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلاً وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○ـ النحل : ٨١

"এবং আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।"–সূরা আন নাহল ঃ ৮১

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সূর্যের কিরণ বা রোদের তাপ থেকে ছায়া দেয়ার জন্য বৃক্ষ ও মেঘ সৃষ্টি করেছেন, বর্ষা থেকে রক্ষার জন্য ঘর, মাথার উপর ছাঁদ, তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য বস্ত্র, যুদ্ধের মাঠে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য বর্ম, এ সকলই আল্লাহর অসীম সৃষ্টি। আল্লাহ প্রত্যেক অনিষ্ট ও অনাচার থেকে তার বান্দাকে ছায়া দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ রক্ষা করে থাকেন।

www.pathagar.com

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۝- النحل : ٤٨

"তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুর প্রতি যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে, আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৪৮

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ج ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً ۝ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝

"তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য করো না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন ? তিনি ইচ্ছা করলে একে তো স্থির রাখতে পারতেন, অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নিদর্শক। অতপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৪৫-৪৬

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, ছায়া ও এর সম্প্রসারণে দুটো বিষয়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। একটা আলো যার উৎস সূর্য, অপরটি অবয়ব বা বস্তুজগত, যা ছায়ার উৎস। সূর্য বা আলোর অনুপস্থিতির অর্থ অন্ধকার। যেখানে আলো নেই সেখানে কেবল অন্ধকার। অতএব অবয়ব ও তার ছায়া এবং সম্প্রসারণের প্রশ্নও সেখানে অনুপস্থিত। এ পর্যায়ে বিষয়টি হলো আলো ও সময়ের সম্পর্ক।

অতএব সূর্যকে পথনির্দেশক করে দেবার কারণে এবং পৃথিবীর সাথে তার অবস্থানগত আপেক্ষিক কারণে ছায়ার সম্প্রসারণ ও সংকোচন। আর এর মধ্যেই রয়েছে আলোর উপস্থাপনায় জাগতিক জীবনের পর্যায়ক্রমিক অধ্যায়ের উদয় থেকে অস্তের রূপরেখা।

❑

www.pathagar.com

৪৪. অগ্নি

পুরাকালে মানুষ পাথর ঘষে আগুন ধরাতো, কাঠের সাথে কাঠ ঘষে আগুন ধরাতো। আদিবাসীদের জন্য আজও এ প্রচলন অব্যাহত আছে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোত্তম। আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন ব্যবহারিক জীবনের প্রচলন। আগুন জ্বালিয়ে মাছ ও গোশত সিদ্ধ করে খেতে হয় এবং তা তেল মরিচ ও মশলা দ্বারা সুস্বাদু করতে হয় তাও শিক্ষা দিয়েছেন। আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○

"তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করো।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৮০

এ অগ্নির উৎপত্তিস্থল কোথায় সেটা একবার চিন্তা করা প্রয়োজন। কাঠে কাঠে ঘর্ষণে তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই তাপ থেকে অগ্নির সৃষ্টি হয়। এখানে দেখা যায় যে, অদৃশ্য আকারে তাপ পদার্থের মধ্যে লুকায়িত থাকে। তবে কতোগুলো পদার্থে তাপের পরিমাণ এতোবেশী লুকায়িত থাকে যে, সামান্য ঘর্ষণেই আগুনের সৃষ্টি হয়। এ পদার্থগুলোর মধ্যে লোহা, তামা ও পাথর প্রমাণিত। দুই পাথরে ঘর্ষণ দিয়ে আদিম যুগের মানুষেরা আগুন সৃষ্টি করতো এবং এর ব্যবহার করে জীবন ধারণ করতো। এখন বিজ্ঞানীদের চিন্তা হলো ঘর্ষণে যে তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপের মূল উৎস কোথায়। কেউ ভাবে সূর্য থেকে সংগৃহীত তাপ। তবে যে সমস্ত পদার্থ যতো বেশি পরিমাণ সেই সূর্য তাপকে আবদ্ধ রাখার ক্ষমতা অর্জন করে সেই সকল পদার্থ থেকেই সহজে অগ্নি সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা যায় যে, সবুজ বা হরিৎ বৃক্ষের অভ্যন্তরে অত্যধিক পরিমাণে তাপ সঞ্চিত থাকে যার ফলশ্রুতিতে সামান্য ঘর্ষণেই অগ্নির সৃষ্ট বা সূত্রপাত হয়। পবিত্র কুরআন এর সাক্ষ দিয়ে বলেছে যে, পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি আগুনের মূল উৎস হলো হরিৎ বৃক্ষ।

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা শ্যামল সবুজ কাঁচা গাছের মধ্যে এমন দাহ্যবস্তু রেখে দিয়েছেন যে, মানুষ কাঠকে ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে তা দ্বারা আগুন জ্বালাতে পারছে। অথবা এর দ্বারা মারখ ও আফার নামক দুটো গাছের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবরা এ গাছ

www.pathagar.com

দুটোর কাঁচা ডাল একটার ওপর অপরটা যখন মারতো তখন তা থেকে আগুন জ্বলে উঠতো। প্রাচীনকালে আরব বেদুঈনরা আগুন জ্বালাবার জন্য এ চকমকিই ব্যবহার করতো। সম্ভবত আজও আদিবাসী মানুষ আগুন জ্বালাবার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

হাদীসে উল্লেখ আছে, আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'ইন্নাহা তারমী বিশারারিন কালকাসার' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে আমের বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চেয়েও ছোট জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য জমা করতাম এবং খাড়া করে রাখতাম। আর একেই আমরা 'কাসর' বলতাম।–বুখারী

এ হাদীসেও কাষ্ঠ দ্বারা আগুন জ্বালাবার কথা বলা হয়েছে। তবে পুরাকালে যখন বর্তমান বিশ্বের মতো গন্ধক ও সালফারের ব্যবহার ছিলো না তখনই কাঠে কাঠে বা পাথরে পাথরে সংঘর্ষে আগুন সৃষ্টি করে কাঠ জ্বালানো হতো। কাঠ যে আগুনের উৎস তা হাদীসটিতে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

৪৫. নদ-নদী ও সমুদ্র

বৃষ্টিপাতের পর জলরাশি ভূপৃষ্ঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে ঐ জলরাশি কোনো নদী বা জলধারার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। ভূগর্ভস্থ যে নদ-নদীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় তাও জলনিকাশ। তাই প্রতিনিয়ত যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করছে, নদী তাদের মধ্যে অন্যতম। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো অংশ খুব নিম্নে নেমে যায় এবং কোনো কোনো অংশ উচ্চে উঠে পড়ে। এ গভীর নিম্নাংশগুলো পৃথিবীর উপরিস্থিত বাষ্প থেকে জল সঞ্চয় করে সাগর বা মহাসাগরে পরিণত হয়। আর নদ-নদী, হ্রদ সাগর বা মহাসাগরের এ জলরাশির ভাণ্ডারের ভৌগলিক নাম বায়ুমণ্ডল। নদী ও সাগর সমন্ধে কুরআনে বহু আয়াত উল্লেখ আছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الرعد : ٣

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৩

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○ - ابرهيم : ٣٢

"তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশরাজ্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২

www.pathagar.com

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নদী ও সাগর সৃষ্টি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আকাশ থেকে বারি বর্ষণে পৃথিবীর উপরিভাগ প্লাবিত করে দেয় তখন উক্ত জলরাশি নিম্নদিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং নদী ও জলধারার সৃষ্টি করে। নদী দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে বিশাল জল প্রবাহের সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রের সৃষ্টি করে এবং নদী ও সাগরের মধ্যে মনুষ্য আহারের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে নদী ও সমুদ্র বক্ষে মানব চলাচলের জন্য নৌযানগুলোকে অধীন করে দিয়েছেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, নদী ও সাগরে চলাচলের জন্য মানুষকে নৌকা তৈরি করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যদি তাই না হয় তবে নৌযান তৈরি করা মানবের মাথায় আসতো কি ? এখন এটা বলা যায় যে, নৌকা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রে চলাচলের জন্য বর্তমান যুগোপোযোগী লঞ্চ, স্টিমার, সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সমুদ্র বক্ষে রত্নাবলী, মুক্তা, ধনরাজীর সম্ভার সম্পর্কে কুরআনে যে উল্লেখ করেছেন তা থেকেই সমুদ্রতলস্থ রত্নরাজী আহরণের জন্য ডুবুরীর এবং ডুবোজাহাজের সৃষ্টি হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস্য আহার করতে পারো এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পারো রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান করো এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে তোমরা যেনো তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। এবং পথনির্ণয়ক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।"–সূরা আন নাহল ঃ ১৪-১৬

www.pathagar.com

সমুদ্র বক্ষ থেকে মানব আহার্যের জন্য যেমন তাজা গোশত আহরণ করতে পারে তেমনি ভূষণরূপে পরিধান করার জন্য আহরণ করতে পারে অমূল্য রত্নাবলী, মুক্তা। নদ-নদী ও সাগর সৃষ্টি করা হয়েছে সকলের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার এবং পথনির্দেশের জন্য। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্র দিক নির্ণয়ের জন্য। আল্লাহ কোনো ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোনো কিছু সৃষ্টি করতে কসুর করেননি।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ○- بنى اسرائيل : ٧٠

"আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ

بِاَمْرِهٖ ط وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ

بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○- الحج : ٦٥

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যাকিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর ওপর তাঁর অনুমতি ছাড়া ? আল্লাহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, দয়ালু।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ

سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ○ - نور : ٤٠

"অথবা গভীর সমুদ্র তলদেশের অন্ধকার সদৃশ যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের ওপর তরংগ যার ঊর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের ওপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ

www.pathagar.com

যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই।"
–সূরা আন নূর ঃ ৪০

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ لقمن : ٢٧

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–সূরা লুকমান ঃ ২৭

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ـ لقمن : ٣١

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যাদ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন ? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।"–সূরা লুকমান ঃ ৩১

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ـ يس : ٤٠ـ٤٢

"তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, সে অবস্থায় তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০-৪২

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ الجاثية : ١٢

"আল্লাহইতো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ১২

www.pathagar.com

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○ - الرحمن : ٢٤

"সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।"
–সূরা আর রহমান ঃ ২৪

আল্লাহ্ সমুদ্রকে মানবের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তাতে চলাচলের জন্য সুগম ব্যবস্থাও রেখেছেন। তিনি আবার কোনো সমুদ্রকে লবণাক্ত পানি দ্বারা ভর্তি রেখেছেন আবার কোনো সমুদ্রে মিষ্টি পানির প্রবাহ রেখেছেন। আবার মূল সমুদ্রেও বিভিন্ন স্থানে এমন মিষ্টি পানির প্রবাহ পাওয়া যায়, যার পানি সমুদ্রের অত্যন্ত তিক্ত লবণাক্ত পানির মধ্যেও মিষ্টতা হারায় না। তুরস্কের নৌবাহিনী প্রধান সাইয়েদী আলী ষোল শতকে তার 'মারাতাল মামালাক' নামক গ্রন্থে লিখে গেছেন যে, পারস্য সাগরে একটি স্থানে লবণ পানির নীচে মিষ্টি পানির প্রবাহ বর্তমান আছে যেখান থেকে তিনি নিজেও সেকালে তার নৌবাহিনীর নৌ সেনাদের জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করতেন। বর্তমান শতকেও আমেরিকান কোম্পানী সউদী আরবে তেল উত্তোলনের সময় প্রথমত পারস্য সাগরের এ প্রবাহ স্রোত হতে মিষ্টি পানি লাভ করে থাকে।

উত্তরকালে জাহরান এর একটি কূপ খনন করা হয় তা থেকেও এরূপ মিষ্টি পানি নেয়া হতো। আমরা যদি মক্কার পবিত্র যমযম কূপের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং একটু চিন্তা করি তবে দেখতে পাবো যে, সেই লোহিত সাগর সংলগ্ন মক্কা নগরীতে ঐ যমযম কূপ থেকে মিষ্টি পানি এবং কোনো ব্যাকটেরিয়া ছাড়া পানি প্রবাহ যুগ যুগ ধরে চলছে যার বিকল্প নেই। তাই লবণাক্ত পানির উর্মিমালা যতোই প্রবল-প্রচণ্ড হোক না কেন, এ মিষ্টি পানির প্রবাহকে বিনষ্ট করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় এবং হবে না। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ - الفرقان : ٥٣

"তিনিই দু দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটা মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৩

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ق هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ط

www.pathagar.com

وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

"দরিয়া দুটি একরূপ নয় একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত আহার করো এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান করো এবং রত্নাবলী আহরণ করো এবং তোমরা দেখো তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"–সূরা আল ফাতির ঃ ১২

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ○ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ○ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ○ ـ الرحمن : ١٩ـ٢٢

"তিনি প্রবাহিত করেন দু দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।"–সূরা আর রহমান ঃ ১৯-২২

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاۤءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ○ ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○ لَوْ نَشَاۤءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

"তোমরা যে পানি পান করো তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো ? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি। আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না ?"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৬৮-৭০

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ○ ـ الغاشية : ١٢

"সেথায় থাকবে বহমান প্রস্রবণ।"–সূরা আল গাশিয়া ঃ ১২

www.pathagar.com

পৃথিবীতে এক সাথে পরস্পর প্রবাহিত দুটি নদী বা সাগরের মধ্যে দেখা যায় যে একটি নদী বা সাগরের পানি মিষ্টি অপরটির পানি লবণাক্ত। কোনো নদীর পানি ঘোলাটে আবার কোনোটির পানি স্বচ্ছ। এদের মধ্যে কোনো কনক্রিট প্রাচীর নেই কিন্তু একটার পানি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয় না। এটা কি কোনো মানুষের পক্ষে বা মানবীয় শক্তির পক্ষে দু দরিয়াকে পৃথক রাখা সম্ভব। মানুষ ভেবে দেখেছে কি আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল। আল্লাহ যা পারেন, মানুষের পক্ষে ক্ষুদ্র চিন্তা দ্বারা তা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এবং সম্ভব হবে না। বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার গণ্ডি খুবই সংকীর্ণ, কিন্তু সৃষ্টির গণ্ডি বিশ্বজোড়া যা বিজ্ঞানীদের চিন্তার অতীত।

❐

www.pathagar.com

৪৬. হযরত নূহ (আ)-এর কিশতি বা নৌকা

হযরত নূহ (আ)-এর সময় বা পূর্ববর্তী সময় সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য কোনো যানবাহন ছিলো কিনা জানা যায় না। তবে হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে কিশতি বা নৌকার ব্যাপারে জানা যায়। কারণ তিনিই হলেন জলযানের পাইওনিয়ার।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন ঃ

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۝ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝

"যখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক (পেরেক) নির্মিত এক নৌযানে, যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছো কি ? কী কঠোর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!"–সূরা আল কামার ঃ ১৩-১৬

আল কুরআনে বর্ণিত তথ্যটি হচ্ছে হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ)-কে মহাপ্লাবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা কিশতি (নৌকা বা জাহাজ) নির্মাণ করার কৌশল শিখিয়েছেন। প্লাবন শেষে কিশতিটি জুদী পর্বতের চূড়ায় এসে ভিড়েছিলো। আজও তার ধ্বংসাবশেষ জুদী পাহাড়ের ওপর বর্তমান। এটা মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন স্বরূপ। মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ ডঃ ভান্দিল জোনস-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি কুরআনের বর্ণনানুসারে এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তুরস্কের জুদী পর্বতের চূড়ায় পাওয়া ছবির বাস্তবতা উপলব্ধি করে প্রথম পর্যায়ে তুরস্কে গিয়ে স্থানীয় প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে হযরত নূহ (আ)-এর নির্মিত নৌকা সম্বন্ধে জানতে পারেন। তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহাপ্লাবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করার জন্য জুদী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন এবং ঐ পাহাড়ের চূড়ায় নৌকাটির সন্ধান লাভ করেন। আবিষ্কৃত নৌকাটি লম্বায় প্রায় ৩০০ ফিট এবং প্রস্ত ৫০ ফিট। লক্ষ লক্ষ বছর পাহাড় চূড়ায় থাকার ফলে তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে জানা যায়। এটি ছিলো একটি নিদর্শন, আল্লাহর ক্ষমতার সাক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে ঃ

www.pathagar.com

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ○ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ○

"তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবেই। সে সেখানে নৌকা নির্মাণ করতে লাগলো এবং যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার নিকট দিয়ে যেতো, তাকে উপহাস করতো ; সে বলতো, তোমরা যদি আমাকে উপহাস করো তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করবো, যেমন তোমরা উপহাস করছো।"–সূরা হূদ ঃ ৩৭-৩৮

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা মহাপ্লাবন ও নূহ (আ)-এর নির্মিত নৌকা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর বিধান ভঙ্গ করার পরিণাম যে কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্লাবন সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে যে, নৌকা তৈরী হলে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত বিশ্বাসীদেরকে নৌকায় আরোহণ করার আদেশ দিলেন।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ○ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكَافِرِينَ ○ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ○ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ – هود : ٤١-٤٤

"সে বললো, এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। পর্বত প্রমাণ তরঙ্গ

www.pathagar.com

মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে বয়ে চললো। নূহ তাঁর পুত্র যে তাদের থেকে পৃথক ছিলো, তাকে আহ্বান করে বললো, হে আমার পুত্র ! আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফেরদের সঙ্গী হয়ো না। সে বললো, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিবো যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। সে বললো, আল্লাহর বিধান থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ছাড়া। এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। এরপর বলা হলো, হে পৃথিবী ! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ ! ক্ষান্ত হও। এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জুদী পর্বতের ওপর স্থির হলো এবং বলা হলো যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।"–সূরা হূদ ঃ ৪১-৪৪

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ)-কে কিশতি নির্মাণের সকল কৌশল শিখিয়েছিলেন। আল্লাহ যদি তাঁকে জলযান তৈরি করার কৌশল না শেখাতেন তাহলে কি করে পৃথিবীর মানুষ জলে বিচরণ করতো। তাই আল্লাহ তাআলার হিকমত ও কুদরত কেবলমাত্র জ্ঞানী বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মানুষদের জন্য।

❒

www.pathagar.com

৪৭. জলযান

(নৌকা, স্টিমার, যুদ্ধ জাহাজ, ডুবো জাহাজ)

সমুদ্রে চলাচলের জন্য আল্লাহ তাআলা জলযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সেখান থেকেই মানুষকে সমুদ্রে চলাচল ও পাড়ি দেবার জন্য নৌকা (কিশতি) তৈরি করতে শিখিয়েছেন। প্রথমত হযরত নূহ (আ)-কে তাঁর দলবল নিয়ে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিশতি তৈরি করতে বলেন এবং তাঁরই নির্দেশে কিশতি তৈরি হয়। আর সেই মহাপ্লাবনের সময় মুশরিকগণ ছাড়া সকলে কিশতিতে আরোহণ করেন এবং এভাবে তাদের জীবন রক্ষা পায়। এ কিশতি থেকে পরবর্তিতে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও অবদানের ফলে জাহাজ, ডুবো জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি তৈরি হয় এবং এগুলো মনুষ্য চলাচল ছাড়া সমুদ্র সীমা রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝ - يس : ٤١-٤٤

"ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের পিতৃপুরুষদের বোঝাই জাহাজে চড়িয়ে ছিলাম আর ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা চড়তে পারে। আমি ইচ্ছা করলে ওদের ডোবাতে পারি, তখন ওদের কেউ সাহায্য করবে না, আর ওরা নিস্তার পাবে না ওদের ওপর আমার অনুগ্রহ না হলে আর ওদের কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে না দিলে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৪১-৪৪

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ - بنى اسرائيل : ٦٦

"তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যার ফলে তোমরা অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। তিনি তো তোমাদের বড় দয়া করবেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৬

www.pathagar.com

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ○ - لقمن : ٣١-٣٢

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে যাতে তোমরা তাঁর নিদর্শনাবলী দেখতে পাও ? যারা ধৈর্য ধরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের সকলের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। পাহাড় প্রমাণ ঢেউ যখন ওদের ওপর ভেঙে পড়ে তখন ওরা আল্লাহর আনুগত্যে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকে। কিন্তু যখন তিনি ওদের কূলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন তখন ওদের কেউ কেউ সংযত হয় ; কেবল বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউ তাঁর নিদর্শন অস্বীকার করে না।"–সূরা লুকমান ঃ ৩১-৩২

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ○ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا ط مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ○ - الشورى : ٣٢-٣٥

"তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ। তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। যারা ধৈর্য ধরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের জন্য তো এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। তিনি আরোহীদের কৃতকর্মের জন্য জাহাজগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন আর আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন, যাতে যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা জানতে পারে যে, তাদের কোনো নিস্তার নেই।"

–সূরা আশ্ শূরা ঃ ৩২-৩৫

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ○

www.pathagar.com

"তিনি সবকিছুই যুগল সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও জন্তু জানোয়ার যাদের ওপরে তোমরা চড়তে পারো।"–সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ১২

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ـ الجاثية : ١٢

"আল্লাহতো সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানগুলো চলাফেরা করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

–সূরা আল জাছিয়া ঃ ১২

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ـ النحل : ١٤

"তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ আহার করতে পারো ও তার থেকে রত্ন আহরণ করতে পারো যা দিয়ে তোমরা নিজেদের জন্য অলংকার গড়ো। আর তোমরা দেখতে পাও ওর বুক চিরে জলযান চলাফেরা করে এজন্য যে তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

–সূরা আন নাহল ঃ ১৪

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ـ

"যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে, আর যিনি নদীকেও তোমাদের অধীন করেছেন।"

–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○

www.pathagar.com

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যেসব জাহাজ মানুষের জন্য সাগরে চলাচল করে তাদের মধ্যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেন ও সব রকম জন্তু জানোয়ারের মধ্যে যাদের তিনি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘের যাতায়াতের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৪

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

"সমুদ্রে পাহাড় প্রমাণ জাহাজগুলো চলাফেরা করে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?"–সূরা আর রহমান ঃ ২৪-২৫

কুরআন এমন একটা পবিত্রগ্রন্থ যেখানে এমন কোনো আবিষ্কারের কথা নেই যা মানুষের চিন্তার বাইরে। এ পবিত্র কুরআনে জলস্থল এবং আকাশে চলাচলের জন্য বিশেষ ধরনের যানবাহনের কথা উল্লেখ আছে যা মানুষকে তাদের জ্ঞানের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। জলে নৌযান, আকাশে ভ্রমণ, স্থলে চলা প্রভৃতি একটা নির্দেশ। যে এ নির্দেশকে বুঝতে সক্ষম কেবল সেই তা আবিষ্কার করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করুক বা নাই করুক, তবে এটা স্পষ্টতো প্রমাণিত যে, চিন্তাবিদগণ প্রত্যেকটি ব্যাপারে চিন্তার মাধ্যমে তাদের চলার পথকে সুগম করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষ যদি সঠিকভাবে চিন্তা করে তবে দুরূহ সমস্যাকেও সমাধান করতে সক্ষম হবে, কারণ বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার সাথে কুরআনের সম্পূর্ণ মিল আছে, যেনো বিজ্ঞানীরা কুরআনের কথাই বলেছেন। তবে সত্য যে বিজ্ঞানের তথ্য কুরআন ভিত্তিক তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। দেরীতে হলেও জ্ঞানীগণ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

❑

www.pathagar.com

৪৮. জাহাজ ও ডুবোজাহাজ (সাবমেরিন)

পবিত্র কুরআনে জলযান সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। কুরআনে নেই এমন কোনো বিষয় নেই যা কোনো বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছে। সেই আদিকাল অর্থাৎ সৃষ্টি লগ্ন থেকে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে যাকিছু মানুষ আবিষ্কার করুক না কেন তার প্রত্যেকটি বিষয়ই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। হয়তো আমরা সেই আল্লাহ তাআলার মহান বাণীর অর্থ উদঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছি না বা বুঝতেও পারছি না। আমরা যদি পাখীর কথা ভাবি—পাখী পাখা মেলে যখন আকাশে উড়ে বেড়ায় তখন এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজের কথা ভাবতে পারি। মাছ যখন পানির নিচে চলে বা অবস্থান গ্রহণ করে তখন সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজের কথা ভাবতে পারি। আমরা যদি তিমি মাছের কথা ভাবি এবং এর চলাফেরা অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করি তবে ডুবোজাহাজ সম্বন্ধে ভাবতে পারি। হয়তো বিজ্ঞানীগণ তিমি মাছের আচরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই ডুবো জাহাজের পরিকল্পনা এটেছেন বলে মনে হয়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জলযান সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

رَبُّكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه ط اِنَّهُ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ○ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ ج
فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○

"তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। তিনিই তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়, অতপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৬-৬৭

আল্লাহ তাআলা আর এক আয়াতে বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ○ - بنى اسرائيل : ٧٠

"আমিতো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি ; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০

উপরোক্ত আয়াতসমূহে স্থল ও জলে চলাচলের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ আদম সন্তান অর্থাৎ মানুষদেরকে জল ও স্থলে চলাচল বা বিচরণ করার কৌশল শিখিয়েছেন। আজ বর্তমান সময় আমরা জল ও স্থলে চলাচলের যে সকল বাহন দেখতে পাই তা কেবল আল্লাহর হিকমত ও কুদরত। আল্লাহ্ স্থলে চলাচলের জন্য ইঞ্জিন চালিত মটর গাড়ী, বাষ্প চালিত রেলগাড়ী ইত্যাদি তৈরি করার বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন অপরদিকে জলে বিচরণ করার জন্য নৌযান অর্থাৎ নৌকা, সাম্পান, জাহাজ, পারমাণবিক ডুবোজাহাজ ইত্যাদি বানাবার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। আর আকাশে চলাফেরা করার জন্য উড়োজাহাজ, রকেট ইত্যাদি তৈরির কৌশল শিখিয়েছেন। মানুষ পূর্বে যা জানতো না তা তিনি কুরআন পাকের মাধ্যমে মানুষদেরকে শিখিয়েছেন। কারণ তিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ও সকল কৌশলের শ্রেষ্ঠ কৌশলী। আজ কুরআনের বদৌলতে চিন্তাশীল মানুষেরা সমুদ্র গর্ভে কি আছে তাও জানতে পারছে আবার মহাবিশ্বের মধ্যে কি আছে তাও জানতে পারছে। আজ ডুবোজাহাজের বদৌলতে পানির নিচে রক্ষিত মণিমুক্তা পাহাড় পর্বত ও ধনরাজি সহ আল্লাহর কুদরত ও মহিমার নিদর্শনাবলীর সন্ধান পাচ্ছে।

এ ব্যাপারে কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا
يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ○ - لقمن : ٣١-٣٢

www.pathagar.com

"তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে যাদ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য। যখন তরংগ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘছায়ার মতো ; তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে, কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।"—সূরা লুকমান ঃ ৩১-৩২

তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ

رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

"তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।"—সূরা আশ শূরা ঃ ৩২-৩৩

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ـ الجاثية : ١٢

"আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"—সূরা আল জাসিয়া ঃ ১২

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً

تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস্যাহার করতে পারো যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান করো এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।"—সূরা আন নাহল ঃ ১৪

www.pathagar.com

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ـ

"যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, নৌযানগুলো সমুদ্রের বুক চিড়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাফেরা করে এবং এতে কেবল আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পায় না বরং তাতে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তাআলা পানির নিচেও বিচরণ করা শিখিয়েছেন। আমরা যদি সামুদ্রিক মৎস্যসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বিশেষ করে দেখতে পাই যে, তিমি মাছ একটা বিশাল প্রকৃতির মাছ তাকে দেখলে মনে হয় একটা কর্ভাড নৌযান যা সমুদ্র গর্ভে বিচরণ করে। আর আমরা যদি হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা চক্রে মাছের উদরে আটকে পড়ার কথা সেই ঘটনার কথা চিন্তা করি তবে দেখা যাবে তিনি যখন বিরাটকায় মাছের পেটে পৌছেন তখন তার কাছে তা একটা অন্ধকার গহ্বর। গুহার মতো মনে হয়েছিল। হযরত ইউনুস (আ)-কে নিনেভবাসী যখন বর্জন করেছিল তখন তাদের পাপাচার ও দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব পালন না করে এবং আল্লাহ্ তাআলার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা না করে তিনি উক্ত শহর ত্যাগ করে জাহাজে চড়ে বসেছিলেন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ায় পড়ে জাহাজ যখন মহাবিপদের সম্মুখীন তখন জাহাজের নাবিকগণ কোরয়া পরীক্ষার মাধ্যমে খারাপ মানুষ হিসেবে তাঁর নাম বের হলে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন এবং তখনই একটি বিশালকায় মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেললো। এভাবে কিছুকাল তিনি ঐ মাছের পেটে ছিলেন। মাছের পেটে আটকা পড়ে তিনি খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ পাকের মহিমা প্রকাশ করতে থাকলেন এভাবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ الانبياء : ٨٧

"তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করছি। সত্যিকার অর্থে আমিই অপরাধী।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৭

অতপর মাছের অন্ধকার পেটের ভিতর থেকে এক আবেদন পেশ করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর করুণায় মাছের পেটে বেদনা সৃষ্টি করে দিলেন। তারপর মাছ তীরে এসে হযরত ইউনুস (আ)-কে বমি করে তীরে নিক্ষেপ করে দিলেন। মাছের পেটে থাকার ফলে তিনি অসুস্থ অবস্থায় তীরে পড়ে রইলেন তখন তাকে গুল্ম লতাপাতা জাতীয় গাছের ছায়া দানের মাধ্যমে শান্তি দান করলেন।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো, মাছের পেটে বায়ুহীন অবস্থায় অন্ধকারে মানুষ বাঁচতে পারে কিনা। হ্যাঁ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে পারে। কারণ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। মাছও বাতাস (অক্সিজেন) গ্রহণ করে থাকে। মায়ের পেটেও সন্তান মায়ের শ্বাস-প্রসাসের মাধ্যমে চলমান প্রক্রিয়ায় শ্বাস গ্রহণ করে থাকে তাতে তো কোনো অসুবিধা হয় না। উপরন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সবই হয়। তাঁর বান্দাকে সে তার ভুলের জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন তাই যেভাবে ভাল মনে হয়েছে তিনি তাই করেছেন।

আমরা এ ব্যাপারে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি যে, ১৮৯১ সনে 'স্টার অফ দি ইস্ট' নামক জাহাজে কিছু সংখ্যক জেলে হুইল মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে গেলে সেই সময় তারা ২০ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া একশত টন ওজনের একটা মাছকে আঘাত করে আহত করে। মাছটির সাথে লড়াই করার সময় জেমস বার্টলে নামক একজন জেলেকে তার সঙ্গীদের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। পরের দিন মাছটিকে মৃত অবস্থায় পেলে রবার্টের সঙ্গীরা সেটাকে অনেক কষ্টে জাহাজে উঠিয়ে নেয় এবং অনেক পরিশ্রমের পর তার পেট ফেরে ফেললে পেট থেকে বার্টলকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার করে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পূর্ণ ৬০ ঘণ্টা অবস্থান করে। (উর্দু ডাইজেস্ট ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪)। চিন্তা করার বিষয়, সাধারণ অবস্থায় যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর মহিমা, কুদরত ও মু'যিজা হিসেবে এরূপ [হযরত ইউনুস (আ)]-এর ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক বটে।

এ ঘটনাটি এখানে অবতারণা করা হলো এজন্য যে, মাছের পেটেও মানুষ বাস করতে পারে, আর হযরত ইউনুস (আ) ও জেমস বার্টলে যে তিমি মাছের পেটে ছিলেন সেটি ছিলো বর্তমান যুগের বৃহদাকার একটা ডুবোজাহাজের মতো। হয়তো এ সকল ঘটনার ওপর ভিত্তি করে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ডুবোজাহাজ তৈরি করতে পেরেছেন। তবে ডুবো-জাহাজের যে আকৃতি ও প্রকৃতি তা প্রায় তিমি মাছের মতো। ডুবোজাহাজ একটা সময়ের জন্য সমুদ্রের তলদেশে অবস্থান করে আর তিমি মাছও একটা সময়ের জন্য পানির নিচে অবস্থান করে এবং প্রয়োজনানুসারে ওপরে এসে অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। প্রাণী জগতের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করা এবং কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন। প্রাণীজগত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। এটা একটা অকাট্য প্রমাণ।

www.pathagar.com

৪৯. মুক্তা, প্রবাল ও রত্নাবলী

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, সমুদ্র। সামগ্রীকভাবে পৃথিবীকে যেমন ধনভাণ্ডার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অপর পক্ষে তারই মধ্যে সমুদ্রে রেখেছেন রত্নাবলীর ভাণ্ডার, সেখানে আছে আয়োডিন জাতীয় গাছের সমাহার, আছে মুক্তা প্রবাল। কথায় বলে, সাত রাজার ধন মণিমাণিক্য হীরা-জহরত, শুধু জ্ঞানবানদের জন্য বুঝা ও আহরণ করার প্রচেষ্টা ও প্রয়াস মাত্র। আল্লাহ্ তাআলার ভাণ্ডারে নেই যা সমুদ্রে নেই। সেখানেও আছে পাহাড়, আগ্নেয়গিরি, মাছ, শৈবাল, পরিধেয় অলংকার ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ –

"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস্যাহার করতে পারো এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পারো রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান করো।"–সূরা আন নাহল ঃ ১৪

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

"দরিয়া দুটি একরূপ নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর, প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার করো এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান করো এবং রত্নাবলী আহরণ করো এবং তোমরা দেখো তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"–সূরা আল ফাতির ঃ ১২

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝ – الرحمن : ٢٢

"উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।"–সূরা আর রহমান ঃ ২২

www.pathagar.com

৫০. ভূপৃষ্ঠের খিল (পাহাড়-পর্বত)

পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনানুসারে পৃথিবীময় পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ কোনো বস্তুই প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি করেননি। আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ভূমির ওপর পাহাড়গুলো কীলকের মতো প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। অপরপক্ষে ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ থেকেও পৃথিবীবাসী অনেকখানি রক্ষা পেয়েছে। সে জন্য পৃথিবীময় আজ ধ্বনি উঠেছে পাহাড় যেনো না কাটা হয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○ـ النبا : ٦ـ٧

"আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক (পেরেক) খিল।"–সূরা আন নাবা ঃ ৬-৭

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

"এবং তিনি পৃথিবীর ওপর সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেনো তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং নদীপথ ও স্থলপথ তৈরী করেছেন যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।"–সূরা আন নাহল ঃ ১৫

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً

لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ○ـ الانبياء : ٣١

"আমরা পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩১

অতএব উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পবর্তগুলো ভূপৃষ্ঠকে ব্যালেন্স পজিশনে রাখার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানীরা তাদের লব্ধ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কারণ মানুষের বুদ্ধি সীমিত আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বুদ্ধি, ক্ষমতা ও কৌশল অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ○ـ لقمن : ١٠

www.pathagar.com

"তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পবর্তমালা যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে।"-সূরা লুকমান ঃ ১০

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে আরো দেখা যায় যে, পাহাড় পর্বতকে পৃথিবীর কীলক (খিল) হিসেবে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ একটা বিল্ডিং বা ঘর, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি তৈরী করার সময় যেমন লোহা, পেরেক, সিমেন্ট বালি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদী প্রয়োজন হয় তেমনি একটা বিল্ডিংকে মযবুত করে গড়তে হলে, ইট, পাথর-সিমেন্ট, বালির প্রয়োজন হয়, একটা কাঠের ঘর তৈরী করতে হলে কাঠ, টিন, লোহা পেরেক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করতে এবং জোড়া লাগাতে ঐসব দ্রব্যের প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ছাড়া ঐগুলোকে সুন্দরভাবে সংস্থাপন করে রাখা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে পৃথিবীকে সুন্দরভাবে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন স্থানে পাহাড় পর্বত পৃথিবীর খিল স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেমন একটা রেডিও, টিভি, ফোন, মিসাইল, উড়োজাহাজ কেবলমাত্র একটা লৌহ বা তাম্র বা দস্তা বা এলোমিনিয়াম শলাকা দ্বারা তৈরী সম্ভব নয় এর এক একটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য বিভিন্ন কমপোনেন্ট-এর প্রয়োজন তেমনি কোনো একটা জিনিসকে তৈরী করতে হলে অনেক কমপোনেন্টের দরকার, তেমনি নৌকা বা জাহাজ তৈরীর জন্য যা যা দরকার আল্লাহ্ তাআলা নূহ (আ)-কে সে জ্ঞান দান করেছিলেন। সে ধারাবাহিকতায় বিশ্ব মানুষ আজ জাহাজ, সাবমেরিন, ডেসস্ট্রোয়ার ইত্যাদি জলযান, নৌযান ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছে। তবে সকল কিছুই আল্লাহ্ তাআলার দান ও কৌশল।

❑

www.pathagar.com

৫১. ভূমিকম্প

পৃথিবীর মানুষ যখন জঘন্যতম পাপাচারে লিপ্ত হয় ও বর্বরতার চরম শিখরে পৌঁছায় এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে জ্ঞান করে না, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য দেখায় তখনই আল্লাহ তাআলা ঐ সকল অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর গযব স্বরূপ ভূমিকম্প, সুনামী, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়ঝঞ্ঝা, শিলা বৃষ্টি, খরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রেরণ করে থাকেন। অবাধ্য সম্প্রদায়কে অবকাশের জন্য ক্ষণিক অব্যাহতি দিয়ে থাকেন যাতে তারা পরিশুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যখনই পাপিষ্ট দুরাচারী সম্প্রদায় তা থেকে দূরে থাকে তখনই তাদের ওপর নেমে আসে ভূমিকম্প ও সুনামীর মতো ভয়ঙ্কর দুর্যোগ এবং ধ্বংসযজ্ঞ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○- الروم : ٤١

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।"–সূরা আর রূম ঃ ৪১

এ আয়াত থেকে দেখা যায় যে, কোনো জনগোষ্ঠী বা কোনো জাতি যখন কোনো জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন সেই পাপিষ্ট জাতিকে প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামী ও ভূমিকম্প দ্বারা আঘাত করে থাকেন। যেমন অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করেছেন লূত, আদ ও সামূদ জাতিকে। তাদের অশ্লীল কাজের জন্য শহরের পর শহর উল্টিয়ে দিয়েছেন যার প্রমাণ এখনো পাওয়া যাবে ব্যাবিলিয়ন সভ্যতার নিদর্শন থেকে। সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান ও ফিলিস্তিনে মাটি চাপা পড়ে আছে শহরের পর শহর যা বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদদের প্রাণের খোরাক। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَ نِ الْاُوْلٰى○ وَثَمُوْدَاْ فَمَآ اَبْقٰى○ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط

اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى○ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى○ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى○

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى○ - النجم : ٥٠-٥٥

www.pathagar.com

"আর এই যে তিনিই (আল্লাহ) আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন এবং তিনি সামূদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দিলেন, কাউকে তিনি বাকী রাখেননি, আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন, ওরা ছিল অতিশয় যালেম ও অবাধ্য। উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন, ওদেরকে আচ্ছন্ন করলো কি সর্বগ্রাসী শাস্তি। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে।"-সূরা আন নাজম ঃ ৫০-৫৫

এখানে দেখা যায় যে, অবাধ্যতার জন্য আদ, সামূদ এবং নূহের সম্প্রদায় কাউকেই বাদ দেননি। তাদের অবাধ্যতা ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। নূহের সম্প্রদায়কে প্লাবন দ্বারা নিমজ্জিত করেছিলেন। আজও নূহের নৌকার ধ্বংসাবশেষ জুদি পাহাড়ের চূড়ায় নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া যাবে।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ○ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلاَّ اٰلَ لُوْطٍ ط نَجَّيْنٰهُمْ
بِسَحَرٍ ○ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ
بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ
فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ○ فَذُوْقُوْا
عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○ - القمر : ٣٣-٣٩

"লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে সতর্ককারীদেরকে, আমি ওদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে। আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। লূত ওদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে, কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা শুরু করলো। ওরা লূতের নিকট থেকে তার মেহমানদেরকে দাবী করলো, তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম। প্রত্যূষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করলো এবং (আমি বললাম), "আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।"-সূরা আল কামার ঃ ৩৩-৩৯

www.pathagar.com

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۝ قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۝ رَبِّ نَجِّنِيْ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗ أَجْمَعِيْنَ ۝ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

"সৃষ্টির মধ্যে তোমরাতো কেবল পুরুষের সাথে উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরাতো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। ওরা বললো, হে লূত ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। লূত বললো, আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে তারা যা করে তা থেকে রক্ষা করো। অতপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ছাড়া যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম। তাদের ওপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কতো নিকৃষ্ট।"

–সূরা শুআরা ঃ ১৬৫-১৭৩

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ لا مَّنْضُوْدٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝

"তারপর যখন আমার আদেশ এলো তখন আমি জনপদগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম ভূমিকম্পন দ্বারা ও তাদের ওপর ক্রমাগত প্রস্তর বর্ষণ করলাম যার প্রতিটি প্রস্তর তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল এটা যালেমদের নিকট থেকে দূরে নয়।"–সূরা হূদ ঃ ৮২-৮৩

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

"ওদের গুনাহের জন্য ওদের প্রতিপালক ওদের সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। আর এর পরিণামের জন্য আল্লাহ আশংকা করার কিছুই নেই।"–সূরা শামস ঃ ১৪-১৫

www.pathagar.com

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○ - الاعراف : ٧٨

"অতপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয় ফলে তাদের প্রভাত হলে নিজগৃহে অধমুখে পতিত অবস্থায়।"-সূরা আল আরাফ ঃ ৭৮

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ ○ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ لا اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ - النمل : ٥٠-٥٢

"ওরা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব, দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে. আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। এইতো তাদের ঘর-বাড়ীগুলো সীমালংঘন হেতু জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"-সূরা আন নামল ঃ ৫০-৫২

এতে দেখা যায় যে, কোনো অঞ্চলের মানুষ যখন জঘন্য পাপাচার যেমন ঃ বিশেষ করে সমকামীতায় লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর গযব নাযিল হয়। প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা, নৈসর্গিক বিপদ, ভূমিকম্প, সুনামী, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন কারণ ঐ সকল জনপদের জনগোষ্ঠীই তাদের ধ্বংসের কারণ।

২৬/১২/২০০৪ইং তারিখ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যে প্রলয়ংকরী ও বিভীষিকাময় ভূমিকম্প ও সুনামী প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, কুরআনের বর্ণনা অনুসারে সেই ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের লোকজনেরই কর্মফল। কারণ ঐ অঞ্চলের লোকজনের সমকামীতার মতো অশ্লীল কর্মকাণ্ড, আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে প্রলয়ংকরী এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামী আঘাত করেছিল।

ঐদিন ভারত মহাসাগরীয় ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় যে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প হয়ে গেল তার মূল উৎপত্তি স্থল ছিল ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছে। কিন্তু এর ফলে যে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে তার আঘাত গিয়ে পৌঁছেছে এমনকি হাজার কিলোমিটারের বেশী দূরে আফ্রিকার উপকূলবর্তী ৭টিরও বেশী দেশে। এর ফলে বহু জনপদ বিধ্বস্ত হয়েছে। মারা গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ ভূমিকম্পজনিত জলোচ্ছ্বাস হবার কারণ

www.pathagar.com

কি এবং এটা আবারও কি এমনি ভয়াবহ আঘাত হানতে পারে ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, ধরুন একটা গামলায় পানি রেখে গামলাটির মাঝখানটা দুমড়ে দিন এবং তাতে করে একটি কম্পন সৃষ্টি হবে। এর ফলে পানি ঢেউ সৃষ্টি হবে এবং এ ঢেউ প্রবলতর হয়ে গামলার কিনারা পর্যন্ত যাবে।

'সুনামী' জলোচ্ছ্বাসও এ রকমই সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্পনের ফলে সমুদ্রের পানি রাশিতে ঢেউ তৈরী হয়েছে এবং এ ঢেউ যতই কূলের দিকে অগ্রসর হবে ততই বড় ও প্রবল হয়ে যাবে। এর উচ্চতাও বৃদ্ধি পাবে। সুমাত্রার কাছে সৃষ্ট ভূকম্পনের উদ্ভূত সুনামী জলোচ্ছ্বাস বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এত তীব্রভাবে আঘাত হানার কারণ সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন, মনে রাখতে হবে এ ভূকম্পনের মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে ৯। এ ভয়াবহ ভূমিকম্পনের প্রভাব এতো ব্যাপক যে, এর প্রতিক্রিয়া এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীটা বেশ কয়েকটি টেকটনিক প্লেটে বিভক্ত। এ প্লেটগুলো সবসময় নড়ছে বা নড়াচড়া করছে। কখন কোন্ মুহূর্তে এ প্লেটগুলো নড়াচড়া করবে এবং কোন্ মুহূর্তে ভূমিকম্প হবে সেটি বলা খুব শক্ত। সোজা বলা যায় যে, একশ' বছরের মধ্যে এমন একটা ভূমিকম্প হবে। আর এ ভূমিকম্প আবার এক মাসের মধ্যেই হয়ে যায় কিনা সেটা বলা কঠিন। যে দুটি টেকটনিক প্লেট-এর সংঘর্ষে এ ভূমিকম্প সংঘটিত হলো সেই ফাটলটা বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বার্মার মাটির তলা দিয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে, বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন ধরেই বলেছেন যে, একটা খুব বড় ভূমিকম্প এ অঞ্চলে যে কোনো সময় আঘাত হানতে পারে। এটা কি সেই ভূমিকম্প কিনা সে সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদ 'ঘোষ' বলেন, সেটা বলা খুব কঠিন। ভারত-বার্মা প্লেট-এর যে নড়াচড়া হয়েছে তাতে এ ভূমিকম্প হয়েছে। এর মানে এটা নয় যে, এর পরে আর ভূমিকম্প হবে না কিংবা হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার ভূতত্ত্বকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞরা এখনো এ ধরনের ভূকম্পনের আশংকা করছেন। আর এ ভূকম্পন আগামী বছর হবে কিনা বা ৫ বছর পরে হবে এটা বলা অসম্ভব।

সমুদ্রের নীচে তৈরী প্রবল ভূকম্পন সমুদ্রের পানিতে প্রবল আলোড়ন তুলে তীরের দিকে এগিয়ে যায়। এ ভূকম্পন সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা আরও বলেন, যেসব প্লেট নিয়ে পৃথিবী গঠিত সেগুলো একের পর এক অহরহ সংঘর্ষ বাধিয়ে যাচ্ছে। এ সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে শক্তি সঞ্চয় হয় ভূ-অভ্যন্তরে। সেই শক্তি সঞ্চিত হতে হতে এমন পর্যায়ে চলে যায় যখন এটা আর পৃথিবীর

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে ধরে রাখা যাচ্ছে না। তখন পৃথিবীর যে অংশটা ফাটল পাওয়া যাবে সেখান দিয়ে এ শক্তির উদগীরণ হয় এটা ভূমির ওপরেও হতে পারে আর সমুদ্রের তলদেশেও হতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে এ উদগীরণ ঘটলে এ ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৃটিশ বিশেষজ্ঞ রোল্যাণ্ড পীন বলেন, সুমাত্রার উপকূল থেকে উদ্ভূত এ ভূকম্পন ১৯৬৪ সালে আলাস্কা থেকে উদ্ভূত ভূকম্পনের চেয়েও বড়। এ ভূকম্পনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের এক হাজার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাস তৈরী হয়েছিল। সমুদ্রের তলদেশে এ আলোড়নের ফলে মহাসাগরের তলদেশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়। সমুদ্রের তলদেশে জমে যাওয়া পলি জাতীয় তলাটির চাপে সুনামীর গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্র তলে সুনামী উদ্ভূত ভূকম্পন যেহেতু সাধারণ একটা ঘটনা, তাই সে এলাকায় আগাম সংকেত ব্যবস্থায় উপকূলবর্তী লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া সম্ভবপর। কিন্তু ভারত মহাসাগরে এ ধরনের জলোচ্ছ্বাস আর ভূকম্পন একটা বিরল প্রক্রিয়া তাই এ এলাকায় আগাম সংকেত ব্যবস্থা বলে কিছুই নেই। এটা সত্য প্রমাণিত যে, মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাধন করান যাতে তারা ফিরে আসে। কুরআনের এ মহান বাণী চিরন্তন সত্য। বিজ্ঞানীদের তথ্য ও ধারণার সাথে মিল আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ যাই হোক না কেন উপরোক্ত আয়াত বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হবে।

এখন বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক কখনো কখনো ক্ষণিকের জন্য অকস্মাৎ কেঁপে উঠে। এ কেঁপে উঠাকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্প মৃদু হতে পারে আবার প্রচণ্ডভাবেও হতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্থানে কম্পনের উৎপত্তি হয় তাকে ভূ-কম্পনের কেন্দ্র বলে আর ঐ কেন্দ্রের ঠিক বরাবর ওপরের ভূপৃষ্ঠের নাম উপকেন্দ্র। ভূকম্পনের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ হতে ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় গড়ে ২৫০ বার প্রবল ভুমিকম্পন অনুভূত হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝

"পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে।"–সূরা যিলযাল ঃ ১-২

www.pathagar.com

এ থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবী যখন আপন কম্পনে কম্পিত হবে তখন পৃথিবীর গঠনে ধাক্কা লাগার কারণে যে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। যেমন আকাশে প্লেনে প্লেনে মুখোমুখী সংঘর্ষ হলে প্লেন দুটো ধ্বংস হয়ে যাবে। আর একটা ট্রেনে ট্রেনে বিপরীতমুখী সংঘর্ষ হলে দুটি ট্রেনেরই স্থান চ্যুতি ঘটবে। কারণ রেল লাইনের প্লেট সরে যাবার কারণে অস্বাভাবিক ও সাংঘাতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পও কঠিন শিলার পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে প্রলয়ংকরী কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য।

কুরআনে আরও উল্লেখ আছে ঃ

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا ۝ ـ الاحزاب : ١١

"তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।"–সূরা আল আহযাব ঃ ১১

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ ـ الحج : ١

"হে মানুষ! ভয় কর তোমার প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ১

ভূমিকম্পনের কারণ

বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে ভূমিকম্পনের জন্য নিম্নলিখিত কারণ নির্ণয় করেছেন ঃ

১. কোনো কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে বা শিলাতে ভাজের সৃষ্টি হলে, ভূমিকম্প অনুভূত হয়। চ্যুতির ফলে ভূত্বকের কোনো অংশ নীচে বসে যায় বা ওপরে উঠে আসে। এ সময় চ্যুতিতলে প্রবল ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এ ঘর্ষণের জন্য ভূমিকম্প হয়। আধুনিক ভাজ পর্বতের শিলা স্তরগুলো এখনো দৃঢ়ভাবে সুস্থিত হয়নি। এজন্য এ সকল অঞ্চলে শিলাচ্যুতি ঘটে এবং এসব জায়গা ভূমিকম্পন প্রবন স্থান। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্প এবং ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্প এ কারণেই ঘটেছিল। ইরানে ২০০৪ ও ২০০৫ সালে এবং আফগানিস্তানে ২০০৪ সালে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় তা এ কারণেই। আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের প্লেট চ্যুতির ফলেই ২০০৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় আচেহ প্রদেশ থেকে শ্রীলঙ্কা এবং ভারতে যে সর্বকালের ভয়ংকর ভূমিকম্প ঘটে গেল তাও ঐ একই কারণে।

২. তাপ বিকিরণের ফলে ভূগর্ভ এখনও ক্রমশঃ সংকোচিত হচ্ছে এর ফলে ভূত্বক কম্পিত হয়।

www.pathagar.com

৩. ভূ-গর্ভ কোনো কারণে সঞ্চিত বাষ্পের চাপ অত্যাধিক হলে এটা ভূত্বকের নিম্নভাগে প্রবল ধাক্কা দেয়, এর ফলেও ভূত্বক কম্পিত হয়।

৪. ভূ-গর্ভে কোনো কারণে চাপের হ্রাস হলে অত্যুষ্ণ কঠিন পদার্থ গলে নিচের দিকে নামতে থাকে। এর ফলেও সময় সময় ভূত্বক কম্পিত হয়।

৫. আগ্নেগিরির অগ্নি উৎপাতের সময় কখনো কখনো বহির্মূখী বাষ্পরাশির চাপে ভূমিকম্প হয়।

৬. ল্যাণ্ড স্লাইডের ফলে ভূমিকম্প হতে পারে। ১৯৯১ সালে পামীর মালভূমিতে বিশাল ধ্বস নামার ফলে তুর্কীস্থানে ভূমিকম্প হয়েছিল। হিমানী সম্প্রপাতেও ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

ভূমিকম্প বলয়

পৃথিবীতে দুটো ভূমিকম্প বলয় আছে। একটি বলয় প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করে আছে। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ধারে আন্দিজ ও রকি পার্বত্য অঞ্চলে এবং পশ্চিম ধারে জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দীপপুঞ্জে অবস্থিত। অপরটি আল্পস্ পর্বত হতে ভূমধ্য সাগরের উত্তর তীর দিয়ে ককেসাস, ইরান, মালভূমি, হিমালয়, খাসিয়া পাহাড় হয়ে পূর্ব ভারতীয় দীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের পাদদেশের কতক অঞ্চল এবং পাকিস্তানের কতক অঞ্চল যেমন বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশ ভূমি কম্পন প্রবল। ১৯৩৫ সালে বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে প্রবল ভূমিকম্পন হয়। ১৮৯৭ সালে খাসিয়া পাহাড়ে মেঘালয় একটা তীব্র ভূ-কম্পনের ফলে রাজধানী শিলং শহর এবং তার পাশ্ববর্তী ৪০,০০০ হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯০৫ সালে কাংড়া উপত্যকার ভূমিকম্পনে প্রায় ২০,০০০ লোকের প্রাণ হানি ঘটে। ১৯৩৪ সালে উত্তর বিহারের ভূমিকম্পনের ফলে মুজফরপুর ও মুঙ্গের জেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৯৫০ সালে উত্তর পূর্ব আসামে এবং ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রের করনা নামক স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হয়। ১৯৭৫ সালে ডিসেম্বর মাসে অমৃতসর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং হিমালয় প্রদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বাংলাদেশেও ২০০২, ২০০৫ সালে প্রায়শতঃ চট্টগ্রাম ও কক্সসেস বাজারে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিক্টর স্কেলে তার মাত্রা ছিল ৩/৩.৪০।

ভূমিকম্পনের সংখ্যার দিক দিয়ে জাপান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। জাপান ভূমিকম্প প্রবল অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করায় প্রতি বছর গড়ে প্রায়

www.pathagar.com

৭,৫০০টা ভূমিকম্প রিক্টর স্কেলে ধরা পড়ে। ২০০৫ সালে সর্বশেষ টোকিওর কাছাকাছি শহর ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জাপানের পরেই ইটালীর স্থান। এখানে গড়ে প্রতি বছর ৫০০টা ভূমিকম্পন হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও পেরু এবং মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালাও খুব ভূমিকম্পন হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে এখানে তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও প্রকটভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। চীনে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে এক তীব্র ভূমিকম্পের ফলে ৭,০০,০০০ লোক প্রাণ হারায় এবং বহু ঘর-বাড়ী ও সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ২০০৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে সুনামী ও ভূমিকম্পে প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ মারা যায় এবং বহু ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা এবং সম্পদ নষ্ট হয়। অপরপক্ষে থাইল্যাণ্ডে প্রায় ৭,০০০ শ্রীলঙ্কায় প্রায় ৬৮,০০০ এবং ভারতের তামিল নাড়ু ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় ৩৫,০০০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। ইরানে ২০০৪ এবং ২০০৫ সালের ভূমিকম্পে কয়েক হাজার মানুষ মারা যায় এবং শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ২০০৪ সালে আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ভূমিকম্পের ফলে শহরের পর শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যার নিদর্শন লূত, আদ, সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসযজ্ঞ কুরআনে উল্লেখ আছে। ভূমিকম্পে ভূত্বকে অনেক চ্যুতি, ফাটল ও ভাজের সৃষ্টি হয়। চ্যুতির এক পার্শ্বের ভূমি উচ্চ হয়ে উঠে এবং অপর পার্শ্বের জমি নেমে গিয়ে উপত্যকার সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো ফাটলের মধ্য দিয়ে কর্দম উষ্ণজল, বালি প্রভৃতি নির্গত হয়। কোনো কোনো সময় নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয় আবার কোনো কোনো নদী স্থলভাগে পরিণত হয়। কখনো কখনো সাগরতল উচ্চ হয়ে পানির ওপর জেগে উঠে এবং কোনো কোনো সময় স্থলভাগ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কখনো কখনো পর্বতের গাত্র হতে বিরাট শিলা চ্যুতি ঘটে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাত হয়। কোনো কোনো সময় সমুদ্রে ১৫-২০ মিটার উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে।

যে যন্ত্র দিয়ে ভূমিকম্পন মাপা হয় তাকে বিজ্ঞানী মার্সেলি নাম অনুসারে মার্সেলি বলে। মার্সেলি স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতাকে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ধরা হয়। পরবর্তীতে রিক্টর নামে আমেরিকার এক ভূমিকম্পন বিশারদ ভূমিকম্পনের তীব্রতা নির্ণয় করার জন্য অপর একটা স্কেল স্থির করেছেন এ স্কেলে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ভূমিকম্পনের তীব্রতা নির্ণয় করা হয়। এ স্কেলকে রিক্টর স্কেল বলে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ভূমিকম্পন

www.pathagar.com

হয়েছে তার তীব্রতা ৯ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আর ভূকম্পলিখ যন্ত্র দ্বারা কোনো স্থানে ভূমিকম্পের উদ্ভব হলে তা জানা যায়। ইন্দোনেশিয়ায় আচেহ্ প্রদেশে যে ভূমিকম্পন ও সুনামী সংগঠিত হয় তার রিক্টর স্কেলের পরিমাণ ছিল ৯।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○

"পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে।"–সূরা যিলযাল ঃ ১-২

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ○ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ○ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ م وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○ ـ الحجر : ٧٤ـ٧٩

"এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে ওপর-নীচ করে দিলাম (ভূমিকম্পে) এবং তাদের ওপর প্রস্তর কঙ্কর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। তা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনো বিদ্যমান। অবশ্য এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। আর আয়কাবাসীরাও তো ছিল সীমালংঘনকারী সুতরাং আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি, ওরা উভয়ই তো প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে অবস্থিত।"–সূরা আল হিজর ঃ ৭৪-৭৯

আল্লাহ্ তাআলাই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থিতি-স্থিতি ও নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন কিন্তু তা মানুষের ক্ষমতা বলে নয়। এতে মানুষের কোনো হাত নেই। এখানে অতিবাহিত এক একটা মহূর্ত মহান আল্লাহ্ তাআলার সংরক্ষণ ও হেফাযতের ফলশ্রুতি মাত্র। নতুবা তাঁর ইংগিতে যে কোনো মুহূর্তে প্রলয়ংকরী ভূকম্পনের পরিণতিতে এ ভূতল মানবের জন্য মাতৃক্রোড় না হয়ে সমাধি রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ ল্যান্ডস্লাইড এর কারণে অঞ্চলভিত্তিক মানুষ মাটির নিচে চাপা পড়ে সমাধিস্থ হয়ে থাকে। আর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বাতাস দ্বারা মনুষ্য বসতিসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কেয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না জ্ঞানীদের মৃত্যু এবং মূর্খদের আধিক্যের দরুন ইল্‌মকে উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্প অধিক পরিমাণ হবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফেতনা প্রকাশ পাবে এবং হারয অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। হারয হচ্ছে হত্যা—হত্যা, হত্যা এবং এতো অধিক হবে যে (মানুষ কমে যাবার কারণে) তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদ এতোদূর বেড়ে যাবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় তা বহুগুণ অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াবে।

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাদের শ্যাম ও ইয়ামানে বরকত দান করো। উপস্থিত লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও (বরকত দান করার জন্য দোআ করুন)। নবী করীম (স) বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শ্যাম ও আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বললো, আমাদের নজদেও। নবী করীম (স) বললেন, সেখানে অত্যধিক ভূমিকম্প হবে, ফেতনা-ফাসাদ হবে এবং শয়তানের দল সেখান থেকেই বের হবে।–বুখারী

উভয় হাদীসে নবী করীম (স) ভূমিকম্পের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। প্রথমত তিনি বলেছেন ঃ

১. কিয়ামত অর্থাৎ পৃথিবীর ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না জ্ঞানের অধপতন ঘটে।

২. মূর্খদের আধিক্য বাড়ে অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌশলের চেয়ে মূর্খদের কথার মূল্য দেয়া।

৩. পৃথিবীতে ঘনঘন ভূমিকম্প হবে। কারণ মানুষের মধ্যে ফেতনা, বিপদ বিসম্বাদের, ঝগড়া ফাসাদের আধিক্য হবে।

৪. হত্যা, বিগ্রহ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৫. সম্পদের পাহাড় হবে।

দ্বিতীয় হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১. যালেমদের জন্য দোয়া করা ঠিক নয়।

২. ভূমিকম্প হবে সেখানে যেখানে অত্যধিক ফেতনা ও ফাসাদ ঘটে থাকে।

৩. যালেম ও মূর্খদের আধিক্য বাড়বে।

www.pathagar.com

উভয় হাদীসে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে না তবে মানুষের কৃতকর্মের জন্য পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও ধ্বংস সংঘটিত হয়।

তবে আল্লাহর নিয়মে যে কম্পন হয় তাহলো মৃদু, সহন, মধ্যম ও প্রকট কম্পন। মৃদু, সহন ও মধ্যম কম্পনে তেমন কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় না। তবে সৃষ্ট জীবকে বিশেষ করে মানবজাতিকে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, তাদের কুকর্ম ও গুনাহের জন্য প্রকট আকারে কম্পন ঘটতে পারে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য হতে পারে। আল্লাহর নিয়মে পৃথিবীতে অঞ্চল ভিত্তিক এভাবেই ঘটে থাকে যেমন ঘটেছিল লূত, হূদ, আদ, সামুদ এবং নূহ নবীর সময়। এটাই আল্লাহর গযবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

❑

www.pathagar.com

৫২. অণু-পরমাণু

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ○ - النساء : ٤٠

"আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক আমল হলেও আল্লাহ তাদেরকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪০

আল্লাহ কারো ওপর কখনো অণু বা পরমাণু পরিমাণও যুলুম করেন না। অর্থাৎ একটা অণু বা পরমাণু পরিমাণ ওযনেরও যুলুম করেন না। অণু-পরমাণু এতো ক্ষুদ্র যে তা খালি চোখে দেখা যায় না, তবে তার শক্তি অনেক অনেক বেশি। অনেকগুলোকে একত্রিত করে যে বস্তুর সৃষ্টি হয় তা একটা জনপদের জন্য মারাত্মক হয়।

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ - يونس : ٦١

"আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬১

মানুষ অণু-পরমাণু খালি চোখে দেখতে পারে না। তা দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপের দরকার হয়। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা তা দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে একটা মাছির উপমা দ্বারা ঘোষণা করেছেন যে একটা মাছি যখন কোনো নোংড়া বস্তুর ওপর বসে এবং তা থেকে যে, অণু বা পরমাণু পরিমাণ বস্তু তার পাখার সাথে বয়ে নিয়ে যায় তা কি তোমরা দেখেছো ? তোমরা কি তা আলাদা করতে পারো ? না, তা তোমরা খালি চোখে দেখতে পাও না, তাই তা তোমাদের পক্ষে আলাদা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে অণু-পরমাণুকে পৃথক করা বা তা থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি করা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য সহজ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ

www.pathagar.com

اللّٰه لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ - الحج : ٧٣

"হে মানুষ ! একটা উপমা দেয়া হচ্ছে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারাতো কখনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রে হলেও এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট থেকে এটাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষক অন্বেষিত কতো দুর্বল।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৩

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى
السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

"হে বৎস! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলা গর্ভে অথবা আকাশে, কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সকল বিষয়ের।"–সূরা লুকমান ঃ ১৬

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে।"–সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮

এখানে অণু ও পরমাণুর অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রতর অণুকণার কথা বলা হয়েছে। অণু-পরমাণু খালি চোখে দেখা যায় না। তবে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন-এর মতো শতসহস্র অণু বা পরমাণুর সমষ্টি একত্রিত হলে পৃথিবীতে ধ্বংস আনতে পারে। অণু-পরমাণুর একত্রে সন্নিবেশিত করে তৈরি করা হয় এ্যাটম বোম, নিউট্রন বোম, হাইড্রোজেন বোম আরো কতো কি এবং এক একটা শক্তি তড়িৎ তরঙ্গের মতো ধ্বংস করে দেয় শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম যার নজীর পৃথিবীর বুকে আজও আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান আছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ

www.pathagar.com

الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا
أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ۝ - سبا : ٣

"কাফেররা বলে, আমাদের কিয়ামত আসবে না। বলো আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছু ; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"

–সূরা আস সাবা ঃ ৩

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস কর্তৃক পেশকৃত পরমাণুবাদ বিদ্যমান ছিলো। ডেমোক্রিটাস এবং তৎপরবর্তী বিজ্ঞানীগণ ধরে নিয়েছিলেন যে, বস্তু হচ্ছে অতিক্ষুদ্র, অবিনাসী ও অদৃশ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত—যার নাম পরমাণু। আরবদের কাছেও তা পরিচিত ছিলো। কারণ আরবী শব্দ 'জাররাহ' থেকে এ ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু বা কণাকেই বুঝানো হতো। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেন, বস্তুর ক্ষুদ্রতম এককেকেও ভাঙা যেতে পারে। পদার্থের মৌল ভেঙে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাজন হয় সেটাই পরমাণু। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচরে নয় অণু-পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর। তাই পবিত্র কুরআনে যা ১৪০০ বছর পূর্বে অণু-পরমাণুর কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা বর্তমানে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদগণ এখনই কেবল অনুধাবন করে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত করছেন।

❒

www.pathagar.com

৫৩. এ্যাটম

আল্লাহ তাআলার সমস্ত সত্তা হলো নূর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জ্যোতির্ময় আলোকে সমগ্র বিশ্ব ও আকাশরাজ্য পরিবেষ্টিত।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ـ النور : ٣٥

"আল্লাহ আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেনো একটা দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূতপবিত্র যয়তুন গাছের তেল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেনো তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৫

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ○ـ النور : ٤٠

"আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই।"–সূরা আন নূর ঃ ৪০

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

"তারা আল্লাহর নূর ফুঁৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেররা অপসন্দ করে।"

–সূরা আস সফ ঃ ৮

www.pathagar.com

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ـ التوبة : ٣٢

"তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফেরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩২

আল্লাহ নিজেই নূর এবং নূরের সত্তা। এ নূর থেকেই মহাবিশ্ব, সকল জৈব ও অজৈব এবং জীব ও জড় বস্তুর সৃষ্টি। এ নূর হলো সকল শক্তি ক্ষমতা ও সৃষ্টির উৎস। নূর দ্বারা পদার্থ সৃষ্টি সম্ভব এবং পদার্থকেও নূর বা আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। কারণ আলোর বিকিরণ ও উচ্চচাপের ফলে পদার্থের অণু ইলেকট্রোন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে পরস্পরের সাথে তাদের সাব এ্যাটমিক মিরর ইমেজ, এ্যান্টি পাটিস ইকুইভ্যালেন্ট ইত্যাদির ফলে বিক্রিয়া করতে থাকে। মুহূর্তের অতিক্রমের সাথে সাথে আলোকরশ্মি পদার্থে এবং পদার্থ আলোক রশ্মিতে রূপান্তরিত হতে থাকে, তাই পদার্থ ও শক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। একটা আর একটাতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। যে কোনো পদার্থই অগণিত পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুগুলো আবার ইলেট্রোন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং সম্পূর্ণ পদার্থকে সম্পূর্ণ আলোক শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থকেই সম্পূর্ণরূপে আলো বা নূরে রূপান্তরিত করা যায় মাত্র।

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আবিষ্কার করেন যে পদার্থকেও আলোক শক্তি বা নূর (জ্যোতি)-তে রূপান্তর করা যায় এবং রূপান্তরিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ্যাটোম বোম বানানো যায়। এ ব্যাপারে আমরা যদি ওপরে বর্ণিত হাদীসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাবো যে, ১৪০০ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন যে, নূর দ্বারা পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব। এ থেকেই স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এ নূর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণী ও উদ্ভিদ অর্থাৎ পৃথিবীর সকল সৃষ্ট পদার্থ ও প্রাণী। তাই পদার্থ ও শক্তিতে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ পদার্থ থেকেই শক্তি সৃষ্টি করা হয় এবং সে শক্তিকে এমনভাবে কার্যকর করা হয় যার একটা বিন্দু লক্ষ লক্ষ টন শক্তির আধার হতে পারে। কিন্তু একে একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত করার ফলে লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তির ক্ষমতা লোপ পায় না। পবিত্র কুরআনে অণু পরমাণুর কথা উল্লেখ আছে। আরো উল্লেখ

www.pathagar.com

আছে সূরা 'ফিলে' কি করে আবাবিল পাখীর চঞ্চুতে ও পায়ে বহন করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর আবরাহার সমস্ত সৈন্যদল ও হস্তীগুলোকে চর্বিত ঘাসের ন্যায় করে দিয়েছিলো। এতে কি কোনো লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ভারী কোনো বড় আকারের দ্রব্যের প্রয়োজন হয়েছিলো ? তার কোনো প্রয়োজন হয়নি। মটর ডালের মতো এক একটি পাথরের শক্তি ও ক্ষমতা ছিলো লক্ষ লক্ষ টন ওজনের দ্রব্যের শক্তিসম্পন্ন। তাই যে কোনো পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তা থেকে যে পরিমাণ শক্তি নিঃস্বরিত হবে তার পরিমাণ যদি E ধরা হয়। $IE=MC^2$, এখানে E=energy শক্তি, M= যতটুকু পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে তার পরিমাণ, C= আলোর গতি। যে কোনো পদার্থই অগণিত পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুগুলো আবার ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। এ পরমাণুকে ভেঙে ফেললে তার আর পদার্থ হিসেবে অস্তিত্ব থাকে না, সেই সম্পূর্ণ পদার্থ আলো বা যে কোনো প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পদার্থকে সম্পূর্ণ আলোক শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। তাই মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থকেই সম্পূর্ণরূপে আলো বা নূরে রূপান্তর করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক জন ডালটন প্রথম পরমাণুর (Atom) অস্তিত্ব খুঁজে পান। প্রতিটি পদার্থ যে অসংখ্য পরমাণু সমবায়ে গঠিত একথা আজ আর কারো অজানা নয়। যে বস্তুকে চোখে দেখা যায় না, ভাঙতে ভাঙতে যখন শেষ হয়ে যায়, তখন যে বস্তুটি থাকে সেই বস্তুকেই পরমাণু বলা হয়। এ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর অবস্থিতি জন ডালটন দেখাবার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তা তাঁর পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج لَايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ٥- سبا : ٣

"কাফেররা বলে, আমাদের কিয়ামত আসবে না। বল, আসবেই। শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশজগত ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"–সূরা সাবা ঃ ৩

www.pathagar.com

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج لَايَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ○

"বলো, তোমরা আহ্বান করো তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করতে। তারা আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়।"–সূরা সাবা ঃ ২২

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং অপরপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীশীল অন্য কোনো সৃষ্টির শক্তিকেই অস্বীকার করা হয়েছে। আর অণু-পরমাণু এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ইলেকট্রন ও প্রোটনের সন্ধান দিয়ে স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, একটা ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রন বা প্রোটনেরও তারা অধিকারী নয়, যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে অথবা তাঁকে অস্বীকার করে। রসায়নবিদগণ ইলেকট্রন ও প্রোটনের সন্ধান পেয়েছে, তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে ও নিয়ন্ত্রণ করে নানা কাজে লাগাচ্ছে, সাথে সাথে স্বীকার করছে যে, একটা ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রনকেও তারা সৃষ্টি করতে জানে না অর্থাৎ নির্বিবাদেই তারা কুরআনের অমোঘ বাণী মেনে নিয়েছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○ـ القمر : ٤٩

"আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"

–সূরা আল কামার ঃ ৪৯

বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন এবং নিউট্রোন বোমের কথা আমরা জানি। আরো জানি কতো ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের কথা। তবে অন্য কিছু বলার পূর্বে এ্যাটমের ওপর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আমরা যদি পবিত্র কুরআনের সূরা আল ফীল আলোচনা করি তবে এ্যাটম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবো বলে মনে হয়।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى
تَضْلِيْلٍ ○ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○ـ الفيل : ١ـ٥

www.pathagar.com

"তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক হস্তীওয়ালাদের সাথে কি করেছেন ? তিনি কি তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি? আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের ওপর পাকা মাটির পাথর বা প্রস্তর (কংকর) নিক্ষেপ করেছিলো। ফলে তাদের অবস্থা এমন করে দিলো যেমন জন্তু জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূষি।"–সূরা আল ফীল ঃ ১-৫

ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা মক্কার পবিত্র কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য বিশালকায় হস্তীবাহিনী সহ ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী মিনা ও মুজদালীফার মাঝামাঝি মুহাচ্ছাব উপত্যকার নিকটেও মহাসসির নামক স্থানে উপস্থিত হলে আল্লাহর ইচ্ছায় মুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আবাবীল পাখী চঞ্চু ও পাঞ্জায় কালচে লাল বর্ণের মটরের ছোট দানা আকারের পাথর নিয়ে উড়ে এসে কা'বা আক্রমণকারীদের ওপর পাথর কুচির বৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলে তা যাদের ওপর পড়তো তাদের দেহ তখনই বিগলিত হতে আরম্ভ করতো এবং দেহের মাংস ও রক্ত পানির মতো ঝরতে শুরু করতো এবং অস্থি বের হয়ে আসতো। পাথর কুচির স্পর্শে অনেকের দেহে বসন্ত রোগ শুরু হয় এবং শরীর হতে মাংস খসে পড়ে। আবরাহার সৈন্যরা এভাবে মারা যায় এবং পরিশেষে আবরাহাকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হয়। আর তার হস্তীবাহিনী কুচী পাথরের আঘাতে ভক্ষিত বা চর্বিত তৃণের মতো হয়ে যায়।

এখন কথা হলো এ কুচী পাথরগুলো কি ? আর সূরা ফীল নাযিল হবার পূর্বে কি এরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। এর পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ কি এরূপ কোনো চিন্তা করতে পেরেছিলো ? এক কথায়, না। এ সূরাটির ওপর গবেষণা করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, এগুলো একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ্যাটম। অনেকগুলোর সমষ্টিগত শক্তিতে বড় আকারের এ্যাটম করা সম্ভব। তদপ্রেক্ষিতে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ এ্যাটম আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে যে এ্যাটম বোমা ফেলেছিলো তাতে মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে তা আবাবীল পাখী কর্তৃক আবরাহার সৈন্যদের ওপর পাথর কুচী ফেলার সদৃশও বটে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ তাআলা কেনো আবাবীল পাখী পাঠিয়ে সেই শক্তিশালী এ্যাটম দ্বারা আবারাহাকে ধ্বংস করেছিলেন। তার উত্তরে বলতে হয় যে, যেহেতু তখনকার দিনে ইসলামের দীন মুসলমানের সুনির্দিষ্টভাবে কোনো শক্তিশালী জনগোষ্ঠী বা দল ছিলো না যে তারা

www.pathagar.com

কা'বাঘরকে রক্ষা করবে তাই আল্লাহ নিজেই নিজের ঘরের হেফাযত করার জন্য আবাবীল পাখীর চঞ্চু ও পায়ে এ্যাটোমিক বস্তু পাঠিয়ে একটা অবিশ্বাসী ও যালেমকে ধ্বংস করেছিলেন বর্তমানে যেমন বোমারু বিমানে এ্যাটম বোমা পাঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থান ধ্বংস করা হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করেন যে—

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍo- الحج : ٣١

"আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক করো না এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতপর পাখী তাকে ছো মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ

فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ

بِالْاَبْصَارِo - النور : ٤٣

"তুমি কি দেখো না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন। অতপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা, আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৩

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ

سِجِّيْلٍ لا مَّنْضُوْدٍo- هود : ٨٢

"অতপর যখন আমার আদেশ আসলো তখন আমি জনপদকে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর।"–সূরা হূদ ঃ ৮২

www.pathagar.com

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۝

"এবং আমি জনপদকে উলটিয়ে ওপর নিচ করে দিলাম এবং তাদের ওপর প্রস্তর কঙ্কর বর্ষণ করলাম।"–সূরা আল হিজর ঃ ৭৪

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ۝ – الذريات : ٣٣

"তাদের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা।"
–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৩৩

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের ওপর সিজ্জীল ধরনের পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস এনেছেন। এ সিজ্জীল পাথর এক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি এ্যাটম। তিনি বহু জনপদকে উলটিয়ে দিয়েছেন। আমরা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, যেখানেই একটি ছোট বোম এমন কি রকেট ফেলা হয়েছে সে স্থানটি ধ্বংস হয়ে গেছে বা যাকিছু এর নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে পড়েছে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্রিত হয়ে বিশাল জনপদ ধ্বংস করতে সক্ষম। এখন একটা হাইড্রোজেন বোম বা নিউট্রোন বোম যে কোনো একটি বৃহত্তর জনপদকে ধ্বংস করে দিতে পারে যার প্রমাণ পৃথিবীর বর্তমান আবিষ্কার ও আধুনিক বিজ্ঞান।

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا

نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

"এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।"–সূরা জিন ঃ ৮-৯

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ۝

"অতপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি তাদেরকে তরংগ ত্বরিত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেলো যালিম সম্প্রদায়।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৪১

এ্যাটমের ব্যাপারে কুরআন ও বর্তমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই বরং এ্যাটমের ব্যাপারে কুরআনই বিজ্ঞানীদের

www.pathagar.com

অগ্রপথিক। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট দেখা যায় একটা আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তরংগ ত্বরিত আবর্জনা সদৃশ করে দিলো। এ্যাটম ফাটলে যেমন সে স্থানটি ধ্বংস হয়ে যায়, তদ্রূপ আল্লাহর নির্দেশে যে আঘাত যালেম সম্প্রদায়ের ওপর বজ্রনিনাদে পড়েছিলো তা বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরিকৃত এ্যাটম বোমের চেয়েও অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন। উল্লেখ্য, যেভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের নাগাসাকিতে এ্যাটম বোম মেরে ধ্বংস এনেছিলো ঠিক তদ্রূপ কি তার চেয়ে বেশী শক্তিসম্পন্ন ছিলো আল্লাহ কর্তৃক নিক্ষেপিত আঘাত। এতে মনে হয় বিজ্ঞানীরা কুরআন থেকেই এ্যাটম সম্পর্কে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। কারণ কুরআনে এ্যাটমে ব্যবহৃত যে অণু পরমাণুর প্রয়োজন তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে তা বুঝার জন্য চাই সে রকম মেধা ও ধীশক্তি। কারণ ধীশক্তি সম্পন্নরাই কুরআন বুঝতে পারে এবং তা থেকে খুঁজে নিতে পারে প্রয়োজনীয় উপকরণ।

কুরআনে আরো উল্লেখ আছে ঃ

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

"তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম, তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তর সহ প্রচণ্ড ঝটিকা, তাদের কাউকে আঘাত করেছিলো মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো যুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিলো।"
—সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪০

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ ـ الصفت : ١٠

"তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।"—সূরা আস সাফফাত ঃ ১০

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

"সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিলো।"—সূরা আল বাকারা ঃ ৫৯

www.pathagar.com

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

"তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৫

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ

"আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের ওপর নয়, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে।"–সূরা আল কামার ঃ ৩৪

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

"আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা, ফলে তারা হয়ে গেলো খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা প্রশাখার ন্যায়।"–সূরা আল কামার ঃ ৩১

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা একথা জানতে পেরেছেন যে, এ্যাটমই পদার্থের চরম অবস্থা নয়। এক একটি এ্যাটম এর মধ্যে দুই বা ততোধিক তড়িৎ কণা রয়েছে, তাদের নাম ইলেকট্রন। এ ইলেকট্রনই হচ্ছে সকল পদার্থের মূল। কিন্তু এ ইলেকট্রনের মধ্যে এরূপ অসংখ্য ইলেকট্রন তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করে ফিরছে। তাই একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, বর্ষার সময় মেঘ সঞ্চালনের ফলে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় এবং তা থেকে যে বজ্রপাত হয় তা অসংখ্য ইলেকট্রন এর সমন্বয়ে এক বোম যা ধ্বংস করে একটা বিশাল এলাকা। এভাবে আল্লাহ তাআলা সময় সময় পৃথিবীতে কোনো কোনো অবাধ্য জাতিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এক একটি অংশকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের সাথে কুরআনের একই যোগসূত্র, সেহেতু এটা বলা যায় বিজ্ঞানীরা কুরআন গবেষণার মাধ্যমে এ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন বোম, নিউট্রোন বোম, বিদ্যুৎ ও তরঙ্গ প্রবাহের সূত্র বুঝতে পেরে পরবর্তীতে এ্যাটম, হাইড্রোজেন ও নিউট্রোন বোম এবং আরো কতো কি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। সকল কিছুর মূল সূত্র কুরআন।

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝ - المرسلت : ٣٢

"এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য।"

–সূরা আল মুরসালাত ঃ ৩২

www.pathagar.com

৫৪. পরমাণুর পৃথিবী

অণু-পরমাণু সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সূত্রে ভর ও শক্তির মধ্যকার সম্পর্কটিকে $E=mc^2$-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এর অর্থ খুব অল্প পরিমাণ পদার্থ থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ ১ কেজি পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে, সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে ২২ মেগাটন টিএনটি বিস্ফোরক প্রয়োজন হবে। ১৯০৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী আরনেস্ট রাদারফোর্ড অণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। ১৯৩৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিৎজ স্ট্রাসম্যান এবং অটোহ্যান আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম অণুকে দুভাগে ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। এ পদ্ধতিকে বলা হলো পারমাণবিক ফিশন। পরবর্তী সময়ে অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী লিস মিটনার এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ওটো রবার্ট ফ্রিৎস নিউক্লিয়ার ফিশন পদ্ধতিটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতপর ধারাবাহিক আবিষ্কার, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের হাতের মুঠোয় এলো আণবিক শক্তি। তৈরী করা হলো পারমাণবিক বোমাও।

অণু-পরমাণু

বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক অণু। অণুর ভেতরে পরমাণু। একটুখানি ধূলোতেও আছে মিলিয়ন পরমাণু। অণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্রে রেখে ঘুরছে ইলেকট্রনসমূহ। নিউক্লিয়াসের ভরই অণুর মূল ভর। নিউক্লিয়াসে আছে নিউট্রন ও প্রোটন। প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ধরনের নিউক্লিয়ার ফোর্স ধরে রাখে এদেরকে। একই ফোর্স ইলেকট্রোনগুলোকেও ধরে রাখে নিউক্লিয়াসের চারপাশে। বিজ্ঞানীরা অণুর নিউক্লিয়াস ভাঙার কায়দা বের করেছেন। নিউক্লিয়াস ভাঙার সময় বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তিই পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তির পরিমাপ করা হয় মিলিয়নস অফ ইক্ট্রেন ভোল্টস (mc^2) একক দ্বারা।

বস্তু এবং শক্তি এ মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ এবং তা এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। কয়লা পোড়ালে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কয়লার হাইড্রোজেন ও কার্বন অণু বাতাসের অক্সিজেন অণুর সাথে মিলিত

www.pathagar.com

হয়ে উৎপন্ন করে পানি ও কার্বনডাই অক্সাইড। একই সাথে উৎপন্ন হয় তাপশক্তি। এর পরিমাণ প্রতি কেজিতে ১.৬ কিলোওয়াট-ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রতি কার্বন অণুতে প্রায় ১০ ইলেকট্রন ভোল্ট। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অণুর ইলেট্রনিক কাঠামোয় পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় এ পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, একই ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অত্যস্বল্প পরিমাণ বস্তু রূপান্তরিত হয়ে তৈরী করে বিপুল পরিমাণ শক্তি। অণুর কেন্দ্র তথা নিউক্লিয়াসে সংঘটিত এ বিক্রিয়া ঘটতে পারে দুইভাবে ফিশন বা বিদারণ এবং ফিশন বা একীভবন। ভারী ইউরেনিয়াম অণুর নিউক্লিয়াসে ফিশন বিক্রিয়া ঘটালে উৎপন্ন হয় সিজিয়াম-১৪° রুবিডিয়াম-৯৩, তিনটি নিউট্রন এবং ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোলট বা ৩.২×১০^{১১} জুল (৭.৭×১০^{১২} ক্যালরি) শক্তি, দুটি ভারী হাইড্রোজেন।

নিউক্লিয়াস ফিউসন বিক্রিয়ার মাধ্যমে একীভূত হলে উৎপন্ন হয় একটি হিলিয়াম-৩ অণু, একটি মুক্ত ইলেকট্রন এবং ৩.২ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বা ৫.১×১০^{১৩} জুল (১.২×১০^{১৩} ক্যালরি) শক্তি।

ফিশন বিক্রিয়া

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে ইউরেনিয়াম-২৩৫ অণুর ফিশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদন করা হয়। ফিউসন বিক্রিয়ার তুলনায় ফিশন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বেশি। ১ কেজি ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে পাওয়া যায় ১৮.৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টার সমপরিমাণ তাপশক্তি।

ফিশন বিক্রিয়ায় নিউট্রনের আঘাতে ভেঙে ফেলা হয় নিউক্লিয়াস। এর ফলে বিভাজিত নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় ২-৩টি নিউট্রন এবং তাপশক্তি। অবমুক্ত নিউট্রনগুলো দ্রুত আরো দুটি অণুর মধ্যে ফিশন বিক্রিয়া ঘটায়। আবার অবমুক্ত হয় ৪ বা তারও বেশি অতিরিক্ত নিউট্রন। এভাবে ফিশন বিক্রিয়াটি লাগাতর চলতেই থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হতে থাকে পারমাণবিক শক্তি। এ পর্যায়ে একে বলা হয় চেইন রিঅ্যাকশন। চেইন রিঅ্যাকশন ঘটাতে হলে ফিশন বিক্রিয়ার প্রতিটি প্রজন্মে (পর্যায়ে) ন্যূনতম একটি করে নিউট্রন থাকতে হবে পরবর্তী বিক্রিয়াটি ঘটাবার জন্য। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪২ সালে ইটালির বিজ্ঞানী এনারিকো ফারমি প্রথম নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন ঘটাতে সমর্থ হন। চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হওয়ার ১ সেকেণ্ডের ১০ লাখ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত

www.pathagar.com

স্বল্প স্থানে অকল্পনীয় কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তির নির্গমণ হওয়ায় কোটি ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াকারী উপাদানের এ অতি দ্রুত প্রসারণ ও বাষ্পায়ন প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরণের পরিবেশ তৈরি করে।

ফিশন বিক্রিয়ার প্রধান উপাদান ইউরেনিয়াম ধাতু। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম দিয়ে বেশিক্ষণ চেইন রিঅ্যাকশন চালান সম্ভব হয় না। কারণ শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম-২৩৫ সহজে বিভাজ্য। প্রকৃতি থেকে পাওয়া ইউরেনিয়ামে মাত্র ০.৭১ শতাংশ ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকে। বাকিটা হচ্ছে অবিভাজ্য আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-২৩৮। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহের পর নির্দিষ্ট প্লান্টে নিয়ে যেয়ে ইউরেনিয়াম-এর উপাদানগত পৃথকীকরণের পরে একে পরিণত করা হয় ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাসে UF-6। আইসোটোপ এনরিচমেন্ট প্লান্টে ইউরেনিয়াম-২৩৫-কে ৩ শতাংশে উন্নীত করা হয়। এরপর ফুয়েল ফেব্রিকেশন প্লান্টে UF-6 গ্যাসকে রূপান্তরিত করা হয় ইউরেনিয়াম অক্সাইড পাউডারে। ক্ষয়রোধী ফুয়েল রডে রেখে অতপর তা ব্যবহৃত হয় নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে।

ফিউসন বিক্রিয়া

১৯৪৫ সালে ১ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৫ মেগাটন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ফিউসন বোমা প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের পর ৩ মাইল জুড়ে বিশাল এক আগুনের গোলা তৈরী হয়। আর মাশরুম আকৃতির মেঘ পৌছায় আকাশের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত।

ফিউসন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হাউড্রোজেনের মতো হালকা অণুর আইসোটোপ নিউক্লিয়ার একীভূত করা হয়। এজন্য এই প্রক্রিয়ায় নির্মিত বোমাকে হাইড্রোজেন বোমাও বলে। কয়েক মিলিয়ন তাপমাত্রাতেই কেবল ফিউসন বিক্রিয়া ঘটে। এজন্য একে থার্মোমিউক্লিয়ার বিক্রিয়াও বলা হয়। নিউক্লিয়ার ফিউসন ঘটানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা হাইড্রোজেন অণুগুলোকে সংকুচিত করতে হয় এবং সূর্যের অভ্যন্তরে ফিউসন ঘটাতে যে উষ্ণতা লাগে তার চেয়ে অনেক বেশী উষ্ণতায় এদের রাখতে হয়। সূর্যের অভ্যন্তরে অপরিমেয় চাপ এবং ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস (২৭ মিলিয়ন ডিগ্রি ফারেনহাইট) উষ্ণতার হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস একীভূত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। নিউক্লিয়াস রিঅ্যাক্টরে ৫০-১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯০-১৮০ মিলিয়ন ডিগ্রি ফারেনহাইট) উষ্ণতায় ভারী হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটরিয়াম ও ট্রাইটিয়াস

www.pathagar.com

গ্যাসের মধ্যে ফিউসন বিক্রিয়া ঘটে এবং প্রায় ১৭.৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শক্তি প্রথমে হিলিয়াম-৪, নিউক্লিয়াস এবং নিউট্রনের গতিশক্তি রূপে উপস্থিত হয়। কিন্তু শিগগিরই তা গ্যাস ও পার্শ্ববর্তী বস্তুর মধ্যে তাপশক্তি রূপে রূপান্তরিত হয়। গ্যাসের ঘনত্ব যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস তার শক্তিকে চারপাশের হাইড্রোজেন গ্যাসে ছড়িয়ে দিতে পারে। ফিউসন চেইন রিঅ্যাকশনে বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে নিউক্লিয়াস ইগনিশন ঘটে।

ফিউশন বিক্রিয়ার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রয়ে গেছে বেশ কিছু বাধা। হয়তো আরো কয়েক দশক লাগবে শত ভাগ সাফল্য অর্জনে। তাছাড়া এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুলও বটে। প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হলে ফিউসন বিক্রিয়া থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যাবে। অফুরন্ত জ্বালানির উৎস হিসেবে সমুদ্র থেকে পাওয়া যাবে ডিউটেরিয়ামে। ফিউসন বিক্রিয়ায় খুব অল্প ফুয়েল লাগবে বিধায়, দুর্ঘটনার আশংকা থাকে না। ফিউসন বিক্রিয়ার তুলনায় এখানে উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ অনেক কম তেজস্ক্রিয় হবে।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর

১৯৪৪ সালে প্রথম বড় মাপের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নির্মিত হয় ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ডে। এতে জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম এবং মডারেটর হিসেবে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়েছিল। এ প্লান্টে ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে নিউটন অপসারণ করে প্লুটনিয়াম তৈরি করা হয়েছিল। আশির দশক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০টিরও বেশী নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নির্মিত হয়েছে। মার্কিনীরা তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২০ শতাংশ তৈরি করে রিঅ্যাক্টর থেকে। ফ্রান্স করে তিন চতুর্থাংশ। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই কমবেশি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর রয়েছে।

জ্বালানি মডারেটর এবং শীতক তরলের ধরন অনুযায়ী রিঅ্যাক্টরও বিভিন্ন ধরনের। লাইট ওয়াটার রিঅ্যাক্টর এতে ফুয়েল হিসেবে ইউরেনিয়াম অক্সাইড এবং মডারেটর শীতক তরল হিসেবে উচ্চ মাত্রায় পরিশোধিত পানি ব্যবহৃত হয়।

প্রেশারাইজড ওয়াটার রিঅ্যাক্টর ঃ এখানে শীতক তরল কাজ করে ১৫০ অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে। প্রেশার ভেসেলটি উচ্চতায় ৪৯ ফুট, পাশে ১৬.৪ ফুট এবং দেয়াল ১০ ইঞ্চি পুরু। কোর হাউজের ক্ষয়রোধী টিউবে জমা থাকে প্রায় ৮২ মেট্রিক টন ইউরেনিয়াম অক্সাইড। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রুশ বলয়ভুক্ত দেশগুলোতে রয়েছে এ ধরনের রিক্যাক্টর।

www.pathagar.com

বয়েলিং ওয়াটার রিঅ্যাক্টর ঃ এখানে রিঅ্যাক্টর এবং টারবাইনের মাঝে কোনো হিট এ্যাক্সচেঞ্জার থাকে না ফলে বাষ্প তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। নিউট্রন অ্যাবজর্বিং কন্ট্রোল রড এর সাহায্যে রিঅ্যাক্টরের পাওয়ার আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ক্যানডিয়ান ডিউটেরিয়াম ইউরেনিয়াম রিঅ্যাক্টর ঃ উন্নতমানের ইউরেনিয়ামের অভাবে প্রথম দিকে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে। মডারেটর হিসেবে সাধারণ পানি ব্যবহার করে দেখা গেল অনেক বেশি নিউট্রন শোষিত হচ্ছে। এ সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য কানাডার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন এমন রিঅ্যাক্টর, সেখানে শীতক তরল হিসেবে ব্যবহৃত হলো ডিউটেরিয়াম অক্সাইড বা ভারী পানি। ভারত আর্জেন্টিনাসহ বিভিন্ন দেশে এ ধরনের রিঅ্যাক্টর নির্মিত হয়েছে।

প্রোপালশন রিঅ্যাক্টর ঃ আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্সের সাবমেরিন নেভাল ভেসেল, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার প্রভৃতিতে ছোট মাপের প্রোপালশন রিঅ্যাক্টর ব্যবহৃত হয়।

রিসার্চ রিঅ্যাক্টর ঃ শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির জন্য বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ছোট আকারের রিসার্চ রিঅ্যাক্টর রয়েছে। এগুলোর শক্তিমাত্রা সাধারণত ১ মেগাওয়াটের কাছাকাছি।

ব্রিডার রিঅ্যাক্টর ঃ যেখানে লাইট ওয়াটার রিঅ্যাক্টরে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের মাত্র ১ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য সেখানে ব্রিডার রিঅ্যাক্টরে তা ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য।

দুর্ঘটনা

১৯৭৯ সালে আমেরিকার পেনসিলভানিয়ায় থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের প্রেশারাইজড ওয়াটার রিঅ্যাক্টরে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ত্রুটিপূর্ণ ভালব এর কারণে শীতক ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প শীতক ব্যবস্থাও কাজ করেনি। ফলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। শারীরিক ক্ষতি খুব বেশী না হলেও আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হয় অনেক।

২৬ এপ্রিল ১৯৮৬, ইউক্রেনস্থ কিয়েভের ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে চেরনোবিলের ৪টি রিঅ্যাক্টরের একটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। অপারেটররা অনুমোদিত পরীক্ষা চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রিঅ্যাক্টরটি

www.pathagar.com

১৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুড়ে যায়। তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে স্কাণ্ডেনেভিয়া এবং উত্তর ইউরোপে। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ছিল থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের তুলনায় ৫০ গুণ বেশি। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে মারা যায় ৩০জন।

পারমাণবিক বর্জ্য

১ হাজার মেগাওয়াটের একটি প্রেশারাইজড ওয়াটার রিঅ্যাক্টরে ব্যবহৃত হয় প্রায় ২০০ ধরনের জ্বালানি। প্রতি বছর এর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিস্থাপন করতে হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এসব জ্বালানি মারাত্মক রকম তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের ক্ষমতা হাজার বছর ধরে ক্রিয়াশীল থাকে। এ পারমাণবিক বিকিরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জীবদেহের কোষ। তৈরি হয় ক্যান্সার সহ বিভিন্ন দুরোরোগ্য ব্যাধি।

জনমত

সূচনা পর্বে অধিকাংশ মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল পরমাণু শক্তিকে। শক্তির এক অফুরন্ত উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল পরমাণু। ভাবা হয়েছিল জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর চাপ কমবে, বিদ্যুতের দাম কমবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে। পরিবেশবাদীরা ভেবেছিলেন বায়ু দূষণসহ বিভিন্ন দূষণ কমবে। কিন্তু দ্রুতই কেটে যায় এ ভাবালুতা। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিক্ষিপ্ত হবার পর থেকে শুরু হয় পারমাণবিক প্রতিযোগিতা। শুধু আমেরিকা আর রাশিয়ার কাছে যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র আছে তা দিয়ে পৃথিবীর জীবন্ত সকল কিছুকে বহুবার ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব। মোট মজুতের অর্ধাংশ বিস্ফোরিত হলে যে পরিমাণ ধূলো আর ধোঁয়া তৈরি হবে তা দিয়ে তৈরি হবে আকাশ ঢাকা মেঘ। কয়েক মাস ধরে দেখা যাবে না সূর্যের মুখ। তাপমাত্রা নেমে আসবে শূন্যের নীচে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর সকল সবুজ। মারা যাবে বেঁচে যাওয়া সকল জীবিত প্রাণী। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওজন স্তর। অতিবেগুনী রশ্মি বাধাহীনভাবে ঢুকবে পৃথিবীতে। নেমে আসবে ভয়ংকর নিউক্লিয়াস উইন্টার। বিলুপ্তি ঘটবে মানব সভ্যতার।

স্বভাবতই পরমাণু অস্ত্রবিরোধী জনমত গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী। গড়ে উঠেছে সংগঠিত আন্দোলন। পরমাণু অস্ত্রবিরোধী জনমত আর ধারাবাহিক আন্দোলনের কারণেই আশির দশকের শেষের দিক থেকে পরাশক্তিগুলো ক্রমান্বয়ে নিরস্ত্রিকরণের কার্যক্রম শুরু করেছে।

www.pathagar.com

৫৫. উল্কাপিণ্ড বনাম উল্কাপাত

গত ১৭ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে মধ্য রাতের পর উল্কাপাতের একটি ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় রাত ১টা ৪৩ মিনিট থেকে আলোর ফোয়ারার মতো এ উল্কাবৃষ্টি শুরু হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে ঃ আকাশে আতশবাজির মতো এ উল্কাপাত 'লিওনিদ' নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা ঘণ্টায় দুশ' থেকে পাঁচ হাজার উল্কাপাত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কিন মহাশূন্য সংস্থা 'নাসা' বলেছে, লিওনিদ উল্কা-বৃষ্টি অর্ধ দিবসের মত সময় ধরে পৃথিবীর পরিমণ্ডলের সকল মহাশূন্য যানের জন্য যথেষ্ট হুমকির সৃষ্টি করবে। এজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ছয়শ'র মতো উপগ্রহের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়। প্রশ্ন হলো, সত্যিকার অর্থে উল্কা-বৃষ্টির পেছনে কি কারণ রয়েছে ? এর হেতু কি ? বিজ্ঞানীরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা দিলেও উল্কাপাতের প্রকৃত কারণ যে তাতে অনুদঘাটিত থেকেছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

উল্কাপাতের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরো অগ্রসর হোক, এতে কারো কোনো আপত্তি নেই, তবে পবিত্র কুরআনে বহু পূর্বেই উল্কা-বৃষ্টির কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু পবিত্র কুরআন মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কালাম, তাই কোনো বিষয় যত অভিনব, বিস্ময়কর এবং সাম্প্রতিকই হোক না কেন, তা পবিত্র কুরআনের আওতা বহির্ভূত নয়।

কুরআনে কারীম মহান আল্লাহ পাকের কুদরত-হিকমতের যে বিবরণ পেশ করেছে, তার সত্যতা অনুধাবন করা কঠিন কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی

الْاَلْبَابِ ٥ - ال عمران : ١٩٠

"নিশ্চয় আসমান-যমীনের সৃজনে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান মানুষের জন্য (আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের) বহু নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০

উল্কাপাতের যে ঘটনা ঘটল তার প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। এরশাদ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ○

"আর তারকারাজিকে আমি শয়তানদের জন্য মারণাস্ত্ররূপে তৈরি করে রেখেছি।"–সূরা আল মুলক ঃ ৫

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, শয়তানদের ওপর যে তারকারাজি নিক্ষেপ করা হয় ব্যাপারটি তা নয়, বরং তারকারাজি স্বস্থানেই থাকে এবং তা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়।

পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ○ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ○

"নিশ্চয় আমিই নিকটবর্তী আসমানকে সৌন্দর্য দান করেছি নক্ষত্রপুঞ্জের সৌন্দর্য দ্বারা আর রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।"
–সূরা আস সাফফাত ঃ ৬-৭

আল্লাহ পাক আসমানকে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে চাঁদোয়ার মতো করে তৈরি করা হয়েছে আর এ আসমানকে অসংখ্য তারকারাজির দ্বারা সুশোভন করা হয়েছে। চাঁদনী রাতে আলোকময় আকাশের এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে হয়, সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহী। এর শোভা-সৌন্দর্য নিসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। এগুলো আপনা-আপনিই হয়ে যায়নি ; বরং আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত এবং রহমতে এসব দান করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ তারকারাজি দ্বারা শুধু যে আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে তাই নয় ; বরং অভিশপ্ত শয়তান তাড়ানোর ব্যাপারেও নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তারকা এমনও রয়েছে, যা ইবলিস শয়তানের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, শয়তান বিতাড়নে যে তারকা ব্যবহৃত হয়, তা অন্য তারকা থেকে স্বতন্ত্র। এ তারকাগুলোর মধ্যে আগ্নেয়দাহিকা শক্তি থাকে, যা ইবলিস শয়তান ও তার অনুচরদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়, যেন ইবলিস শয়তান বা তার কোনো অনুচর ফেরেশতাদের কোনো কথা শ্রবণ করতে না পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইতিপূর্বে শয়তান-গুলো আসমানে পৌঁছে অহী শ্রবণ করতো, একটি কথা শ্রবণ করে আর

www.pathagar.com

নয়টি মিথ্যা কথা তার সাথে যুক্ত করে গণকদের নিকট পৌঁছাত। যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দান করা হলো, তখন শয়তানদের আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হলো। যদি যাওয়ার চেষ্টা করে তখন আগ্নেয়দাহিকা শক্তিসম্পন্ন তারকা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। এ সংবাদ যখন অভিশপ্ত ইবলিস পায়। তখন সর্বত্র সে তার অনুচর প্রেরণ করে। যারা আরবের দিকে যায়, তারা 'নাখলা' নামক স্থানের দুটি পাহাড়ের মধ্যখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পায়। ইবলিসকে যখন এ সংবাদ দেয়া হয় তখন ইবলিস বলে, এ ব্যক্তির কারণেই আমাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে।"–তাফসীরে ইবনে কাসীর, উর্দু, পারা-২৩ পৃষ্ঠা-২৪।

এরপর থেকে ফেরেশতাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে শয়তানরা কোনো আসমানী খবর সংগ্রহ করতে পারবে, এমন শক্তি তাদের আর হয়নি। উল্কাবৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ওপর সবদিক থেকেই আঘাত আসে। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে এর উল্লেখ ঃ

لَايَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ○ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ○ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ○

"ফলে তারা উর্ধজগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না, সবদিক থেকেই তাদের ওপর মার পড়ে। তাদেরকে তাড়াবার জন্য আর তাদের জন্য রয়েছে চিরকালীন শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ করে কোনো কিছু শ্রবণ করে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পেছনে ধাওয়া করে।"

–সূরা আস সাফফাত ঃ ৮-১০

উল্কাপাতের প্রকৃত কারণ এ আয়াতদ্বয়েই সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ যদি ফেরেশতাদের কথার কোনো অংশ চুরি করে জিন-শয়তানদের কেউ পলায়নে সচেষ্ট হয়, তখন তার ওপর জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে তার ওপর ভীষণ মার পড়ে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে এভাবে শায়েস্তা করেন।

বিখ্যাত তাফসীরকার কাতাদা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক তারকারাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন (১) আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন, (২) শয়তানদের আঘাতকরণ এবং (৩) পথপ্রদর্শন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যখন

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক আসমানে কোনো বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন, তখন ফেরেশতাগণ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাদের ডানা ঝাপটান, কোনো পাথরের ওপর জিঞ্জির স্পর্শ করলে যেমন শব্দ হয়, ফেরেশতাগণের ডানা ঝাপটানোয় তেমনি শব্দ শ্রুত হয়। যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে অপেক্ষাকৃত কিছু ভয় দূর হয় তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী আদেশ করেছেন ?' তখন অন্য ফেরেশতাগণ বলেন, 'আল্লাহ পাকের ফরমান সত্য, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।'

ফেরেশতাগণের একথা কিছু শয়তান চুরি করে শ্রবণ করে এবং তাদের নিকট অন্যরাও এভাবে শ্রবণ করে। এভাবে ওপরের শয়তান নীচের শয়তানকে জানিয়ে দেয়। একের পর এক শুনতে থাকে। যে শয়তান সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, সে ঐ কথাটি যাদুকর কিংবা গণকের নিকট পৌঁছে দেয়। পরিণামে ঐ কথাটি যাদুকর ও গণকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এদিকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে যাদুকর এবং গণকেরা ঐ কথার সাথে আরো একশটি মিথ্যা কথা একত্রিত করে মানুষের নিকট বর্ণনা করে (এমন হবে, এমন হবে) গণকদের কথামত যদি একটি কথাও সত্য হয়, তবে ঐ একটি কথার কারণেই ঐ গণকের প্রচার হয় এবং তার কথার সত্যায়ন হয়, এভাবে তার সম্পর্কে কথা বলা হয় যে, অমুক গণক এ বিষয়ে এমন কথা বলেছিল।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যে, আমাদের পরওয়ারদিগার যখন কোনো বিষয়ের আদেশ করেন,. তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করেন। এরপর আরশের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করেন। এভাবে আল্লাহ পাকের নামের তাসবীহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর দুনিয়াতে আসার পর শয়তানরা চুরি করে ঐকথা শ্রবণ করে পলায়ন করে এবং নিজেদের বন্ধুদের নিকট তা বর্ণনা করে।

ইমাম বুখারী লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফেরেশতাগণ মেঘখণ্ডে অবতরণ করে আর একথার উল্লেখ করে যে, বিষয়ের আদেশ আসমানে হয়েছে তা শয়তান চুরি করে এবং গণকদের নিকট পৌঁছে দেয়। গণকরা তার মধ্যে আরো একশতটি মিথ্যা কথা একত্রিত করে প্রচার করে।

www.pathagar.com

এ আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক তারকারাজির দ্বারা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন, দ্বিতীয়ত, ইবলিস শয়তান ও তার অনুচররা যেন ফেরেশতাগণের কোনো কথা শুনতে না পারে তার জন্য এ নক্ষত্রপুঞ্জকে ব্যবহার করা হয় এবং শয়তানেরা যেদিক থেকেই আসুক না কেন তাদের প্রতি তা (উল্কা) নিক্ষেপ করা হয়।

আল্লামা বায়যাবী (র) লিখেছেন, শয়তানরা এ কারণে ক্ষেত্রবিশেষে আহত অথবা দগ্ধ হয়।

অতএব, সাম্প্রতিক সময়ে উল্কাপাতের যে ঘটনা ঘটেছে তা ছিল প্রকৃতপক্ষে শয়তানদের প্রতি মারণাস্ত্র নিক্ষেপের একটি ঘটনা। ইতিপূর্বেও এমন হয়েছে।

চিত্র ১০ ঃ উল্কা পতন

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, উল্কাপাত বাহ্যিকভাবে আকাশকে আলোকোজ্জ্বল ও অনুপম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে এবং তা দেখে বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ ও পুলকিত হয়েছে, অনেকে একে সারা জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছে, কিন্তু বিষয়টি মোটেই এতো হালকা নয়। সম্মোহিত দৃষ্টিতে শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারাই মানুষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং বিশাল বিস্তৃত আসমানসমূহকে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কোনো প্রকার খুঁটি ছাড়া আবহমানকাল থেকে ঝুলন্ত রেখেছেন, উল্কাপাতের এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার পর মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো মহান আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

তৃতীয়ত, উল্কাবৃষ্টির ব্যাপকতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, তা নেহায়েত ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা তা স্বীকার করেছেন।

পূর্বাভাস ছিল ঘণ্টায় এক হাজার থেকে দশ হাজার উল্কাপাতের ঘটনা ঘটবে, কিন্তু তা হয়নি।

চতুর্থত, বিজ্ঞানীরা মহাকাশ প্রদক্ষিণরত উপগ্রহগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি।

বস্তুত, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মহিমা অপার, তিনি সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, তাঁর সৃষ্টি রহস্য উপলব্ধির ক্ষমতা মানুষের কতটুকুই বা আছে, কেননা মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, মহাশূন্যের অপার রহস্য সম্পর্কে সে খুব সামান্যই জানে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ بنى اسرائيل : ٨٥

"আর তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫

পঞ্চমত, বর্তমানে দুনিয়ায় শয়তানী চক্রান্ত আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষত উল্কাপাত হয়েছিল শবে মে'রাজে ১৭-১১-১৯৯৮ইং। সেই পবিত্র রজনীতে আসমান থেকে তথ্য চুরি করার অপপ্রয়াস থেকে শয়তানকে বিরত থাকার জন্যই এ উল্কাপাত হয়েছে। আল্লাহ পাক সমধিক পরিজ্ঞাত।

❑

www.pathagar.com

৫৬. নাপাম বোম

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَّأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

"এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।"–সূরা জিন ঃ ৮-৯

নাপাম বোম যে স্থানে পড়ে সে স্থান পুড়ে যায় এবং মানুষের গায়ে পড়লে মানুষ পুড়ে আংগার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۝

"তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৫

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ۝

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।"–সূরা আল মুলক ঃ ৫

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে দেখা যায় যে, অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ যখন শয়তান ও খারাপ লোকদের ওপর পতিত হয় তখন তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে না বরং তারা আঘাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে কুরআনের ওপর জ্ঞান লাভ করায় বিজ্ঞানীরা এ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন বোম সহ অনেক রকম আগ্নেয়াস্ত্র

www.pathagar.com

বানাতে শিখেছেন। তাই কুরআনের এ বাণীর সাথে বিজ্ঞানীদের বর্তমান চিন্তাভাবনা একই সূত্রে গ্রোথিত। প্রথম নাপাম বোম ভিয়েতনামে ব্যবহার করা হয়। তখন এ নাপাম বোম ব্যবহারের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, কিন্তু শক্তির দম্ভে মানুষ তার ইচ্ছাশক্তিকে থামাতে পারেনি। পৃথিবীতে দেখা যায় মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা যেখানেই বজ্রপাত হয় সেখানটাই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এর ব্যাপ্তি কম হলেও, শক্তি কম নয়। সুতরাং বজ্রপাত, অগ্নিশিখা যেটাই হোক না কেন, কোনোটাই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বাইরে নয় এবং এটা যে কুরআনভিত্তিক তা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ○ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ○

"যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা থেকে। এটা উৎপেক্ষ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য।"-সূরা আল মুরসালাত ঃ ৩১-৩২

বর্তমানে আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন, জাপান, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ যে সকল ছোটখাট আন্তঃদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে তা উৎক্ষেপণের সময় যে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে তাতেও একটা অঞ্চল ধ্বংস হতে পারে। কৌশলগতভাবে উৎক্ষেপণ করে বলে কোনো ধ্বংস হয় না। তবে যে লক্ষ্যবস্তুকে লক্ষ করে নিক্ষেপ করা হয় সেটা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

হাদীসে উল্লেখ আছে, কাতাদা (রা) বলেন, এসব তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি—আসমান সুসজ্জিত করা, শয়তান বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক নির্ণয় করা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে যারে যে, শয়তান যখন সপ্ত আসমানে ফেরেশতাদের কথোপকথন শোনার জন্য ওৎ পেতে থাকে তখন আল্লাহ তাদের ওপর অর্থাৎ বিদ্রোহী শয়তানদের ওপর উল্কাপিণ্ড অর্থাৎ আগুনের লেলিহান শিখা যুক্ত তারকাপিণ্ড ঐ সকল শয়তানের ওপর নিক্ষেপ করে থাকেন। ওটাকে একটা আগুনের পিণ্ড বলে মনে হয়। যেহেতু নাপাম বোম যেখানে বা যে বস্তুর ওপর ফেলানো হয় সেটাই পুড়ে যায় এবং উল্কাপিণ্ডও শয়তানকে আগুনের মতো তাড়া করে সেই হেতু মনে হয়

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীগণ এ ভাবধারায় নাপাম বোম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কোনো কোনো উল্কাপিণ্ড খুব বড় আকার। কোনো কোনো সময় বজ্রপাতও ঠিক নাপাম বোমার মতো পতিত স্থান বা বস্তুকে পুড়ে ছারখার করে দেয়। এ সকল কেবল জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য।

❒

www.pathagar.com

৫৭. মিসাইল, রকেট, স্কার্ড ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্র

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে মিসাইল, ব্যাটারী গাইডেড মিসাইল, এসকার্ড মিসাইল, ক্রুজ মিসাইল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আরো অনেক বিধ্বংসী কামান ও অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যা মানব সমাজ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য স্বল্প পাল্লা ও দূর পাল্লার লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট ধ্বংস করতে মিসাইল এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে আক্রমণ করার জন্য আকাশ থেকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড, পাথর ও নানা উপকরণ ছুড়ে থাকেন।

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ○ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ
مَّارِدٍ○ لَايَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ○ دُحُوْرًا
وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ○ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ○

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। ফলে তারা ঊর্ধজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে। বিতরণের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।"–সূরা আস সাফফাত ঃ ৬-১০

এ আয়াতগুলো থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা বিদ্রোহী শয়তানের ওপর সকল দিক থেকে উল্কাপিণ্ড ও শিলা নিক্ষেপ করে থাকেন এবং লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছার জন্য তা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। এ আয়াতের সাথে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ক্রুজ মিসাইল ও ব্যাটারী গাইডেড মিসাইলের সম্পূর্ণ মিল আছে। শয়তানের দিকে যে শিলা, প্রস্তর এবং উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয় তা রকেট, স্কার্ড ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আমার মনে হয় কুরআন গবেষণার মাধ্যমে যে প্রযুক্তি আহরণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ○

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।"–সূরা আল মুলক ঃ ৫

জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি অর্থাৎ যেখানেই মিসাইল বা এসকার্ড পড়ে সেখানেই জীবজন্তু, ঘরবাড়ী যাকিছু থাকে তা পুরে ছারখার হয়ে যায়। লক্ষ্যবস্তুতে কেউ বাদ পরে না। সবই এর শিকার, ধ্বংস হয় লোকালয়ের পর লোকালয়।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا○وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْلَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا○

"এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।"–সূরা জিন ঃ ৮-৯

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ○

"আকাশস্থিত শিলা স্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৩

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ○_ الملك : ١٧

"অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না ? তখন তোমরা জানতে পারবে, কি রূপ ছিলো আমার সতর্কবাণী।"–সূরা আল মুলক ঃ ১৭

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى○ _ الاعلى : ٥

www.pathagar.com

"পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।"–সূরা আল আ'লা ঃ ৫

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○ – الطور : ٤٥

"তাদেরকে উপেক্ষা করে চলো সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।"–সূরা আত তূর ঃ ৪৫

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

"কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো, ফলে তাদের প্রতি বজ্রপাত হলো এবং তারা তা দেখছিলো।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৪

ওপরে সূরা আল আ'লাতে "পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন" এবং সূরা আত্ তূর-এ 'তা বজ্রপাতের সম্মুখীন হবে' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা আদেশ ও নির্দেশকে অমান্যকারীদের ওপর যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নিবেন তাতে তারা ধূসর আবর্জনায় পরিণত হবে অর্থাৎ চর্বিত চর্বণের ন্যায় হয়ে যাবে এবং বজ্রপাতের দরুন ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীগণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের ওপর এমন বজ্র কঠিন শিলা বা পাথর বা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করবেন তা বর্তমান যামানার বিজ্ঞানীদের তৈরি মিসাইল রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন যা অস্বীকার করা যায় না। এ সকল বিদ্যুৎ গতিতে চলে।

❒

www.pathagar.com

৫৮. মহাকাশ যান, রকেট ও খেয়াতরী

সৌরমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার করার জন্য বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগে গেছে। কিন্তু এটা আবিষ্কার করতে যে কতো শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা তারা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন কি ? আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, সপ্ত আকাশজগতে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তাকে সিজদা করে। বিজ্ঞানীদের পক্ষে কি তা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে ? বিজ্ঞানীরা চাঁদে লোক পাঠিয়ে চাঁদে কি আছে জানতে চেয়েছেন, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থা জানার জন্য "ভাইকেক", "সুয়ুজ" মহাশূন্য খেয়াজান, স্যাটেল প্রভৃতি পাঠিয়েছে এবং পাঠাচ্ছে। অপরদিকে উপগ্রহকেও স্থাপন করেছে নভোমণ্ডলে। এখন প্রশ্ন হলো বিজ্ঞানীরা কিভাবে এবং কেনো এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে এসব চিন্তাভাবনা করছেন ? তারা কি উড়ন্ত পাখির আকর্ষণে উদ্দীপ্ত হয়েছেন, না বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর মে'রাজ গমনকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন, না হযরত সুলাইমান (আ)-এর হাওয়ায়ী সিংহাসনের কথা ভাবছেন। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করুক বা নাই করুক এর কোনো একটা তাদের জ্ঞানে ধরা দিয়েছে। কারণ কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কুরআনের বাণীর বাইরে নয়। কুরআন হলো সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলয়। তাই এখন যদি হযরত মহাম্মাদ (স) এবং মে'রাজের কথা বিশ্লেষণ করা যায় তবে কি পাওয়া যায় তা একবার ভেবে দেখা যাক।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মে'রাজে গিয়ে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখেছেন এবং দিদার লাভ করেছেন। তিনি মানুষ হয়ে কিভাবে পৃথিবী থেকে সপ্ত আসমানে উপনীত হলেন, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ○

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায় যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতে কেবল মসজিদে হারাম আল্লাহর ঘর থেকে মসজিদে আকসা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নবী করীম (স)-এর গমন করার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আর এ গমনের উদ্দেশ্যরূপে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাতে চেয়েছিলেন। তাই রাতের বেলা হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (স)-কে মসজিদে হারাম থেকে পবিত্র জেরুজালেমের মসজিদে আকসা পর্যন্ত বোরাক নামক একটা উড়ন্ত জ্যোতির্ময় বাহনের ওপর বসিয়ে নিয়ে যান এবং সেখানে নেমে তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামদের সাথে সালাত আদায় করেন। অতপর তিনি নবী করীম (স)-কে ঊর্ধজগতের দিকে নিয়ে যান এবং তথায় ঊর্ধজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন নবী-রসূলদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। শেষ পর্যন্ত আরো ঊর্ধে উঠে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত উপনীত হলেন। এখানে এসে হযরত জিবরাঈল (আ) আর অগ্রসর হতে পারলেন না। তবে এখান থেকে তিনি 'রফরফে' উপবেশন করে আরো অগ্রসর হতে হতে বায়তুল মামুর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। বায়তুল মামুরই পবিত্র কা'বা শরীফের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে যেখানে কা'বাগৃহ অবস্থিত, ঠিক তারই ঊর্ধদেশে সপ্তম আসমানে বায়তুল মামুর অবস্থিত। ফেরেশতাগণ প্রতিনিয়ত এখানে আল্লাহর গুণগানে মশগুল থাকেন। এখানে এসে হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর নৈকট্যলাভ করেন। আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে নূরের পর্দা ছিলো, আর আল্লাহর পর্দার ওপাশ থেকে তাঁকে আত্মরূপ দর্শন করান এবং তাদের মধ্যে গোপন কথা হবার পর তিনি সৃষ্টি রহস্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করলেন। স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে তিনি সত্য করে চিনলেন এবং আল্লাহর দিদার লাভের পর যখন পৃথিবীতে ফিরে এলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁরই বান্দা ও রসূলের উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান নিয়ে ফিরে আসেন এবং যে অবস্থায় জগতকে দেখে গিয়েছিলেন ঠিক সে অবস্থায়ই দেখতে পেলেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, আল্লাহ তাঁর দাসকে এক রজনীতে পবিত্র কা'বা থেকে দূরতম বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আন নাজম এ তিনি ঘোষণা করেন ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ
هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ○ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○ ذُوْ مِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى ○ وَهُوَ
بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ○ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ○ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ○ فَاَوْحٰى

www.pathagar.com

اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ○ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ○ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ○ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○ - النجم : ١-١٨

"শপথ নক্ষত্রের যখন তা হয় অস্তমিত, তোমাদের সাথী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না—এটা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় তাঁকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন। সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলো তখন সে ঊর্ধদিগন্তে অতপর সে তাঁর নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তারও কম, তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। যা সে দেখেছে তাঁর অনুকরণে তা অস্বীকার করেনি সে যা দেখেছে, তোমরা কিসের বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করবে ? নিশ্চয়ই সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিলো প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট (সিদরাতুল মুনতাহা) যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া, যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা ছিলো আচ্ছাদিত, তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষচ্যুতও হয়নি ; সে তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।"–সূরা আন নাজম ঃ ১-১৮

আজ যা মানুষের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়, কাল তা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় তাই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান বিশ্বে উড়োজাহাজে চড়ে মানুষ বিশ্ব ঘুরছে, টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব পরিক্রমার বাস্তব চিত্র দেখছে, মহাকাশ যানের মাধ্যমে চন্দ্রে অবতরণ করছে এবং জগত ঘুরে খবর নিচ্ছে যা একদিন অবাস্তব ছিলো। যা মানুষের চিন্তাজগতে ছিলো না, আজ তা বাস্তব, যা কুরআনের মাধ্যমে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সেই ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। সেকালে এসব বিষয় মানুষের বুদ্ধিমত্তার ও চিন্তার বাইরে ছিলো, কিন্তু আজ মে'রাজ এর সত্যতাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ যেখানে জড়ধর্মী মানুষ এরোপ্লেনে চড়ে আকাশ পথে ভ্রমণ করে সেখানে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষে বিদ্যুৎধর্মী বোরাকে চড়ে

www.pathagar.com

আকাশ ভ্রমণ অসম্ভব নয় বরং সম্ভব। কারণ যেখানে আলোর গতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল এবং যেখানে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত মহাকাশযান এবং খেয়াতরী সেকেণ্ডে ১২ কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করাতে সক্ষম হয়েছে সেখানে মহান আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যুৎধর্মী বোরাক সেকেণ্ডের মধ্যে সপ্ত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহায় তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নিয়ে পৌঁছা কোনো দুরূহ ব্যাপার ছিল না। এখন মে'রাজের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরা মে'রাজের বর্ণনার ওপর নির্ভর করেই নভোজগতে মহাকাশ খেয়াযান পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন এবং উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করতে পেরেছেন। তাই এটা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যুৎচালিত বোরাককে কেন্দ্র করেই মহাকাশে আনাগোনা আরম্ভ করেছেন এবং এখান থেকেই মানুষবাহী রকেট, খেয়াযান ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا

فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ○ ـ الانبياء : ٨١

"এবং সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উন্মাদ বায়ুকে, তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।"

—সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮১

বায়ুকে আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত করে দেয়া হয়েছিলো এবং তার নির্দেশে কখন প্রবাহিত হতো এবং তারই আদেশক্রমে তাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতো, সে জন্য বলা হতো এবং জনশ্রুত যে, সুলায়মান (আ) হাওয়াই তক্তে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। যদি সুলায়মান (আ)-এর পক্ষে এটা সম্ভব হয় তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় হাবীব কেনো বিদ্যুৎ গতিধর্মী বোরাকে চড়ে নভোজগত ও সপ্ত আসমানে ভ্রমণ করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ থেকে থাকে তবে বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষ চাঁদে ঘুরে এলো, নভোজগত ঘুরছে যা একদিন অস্বাভাবিক ছিলো আজ তা স্বাভাবিক। তাই ঐ বোরাকের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন নভোযান খেয়াযান ইত্যাদি আর কতো কি !

❐

www.pathagar.com

৫৯. রেডিও, ওয়ারলেস ও রাডার

বর্তমান বিশ্বে সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও, রাডার ও ওয়ারলেস ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার সাথে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মিল আছে ঃ

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝ وَّاَنَّا كُنَّا

نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

"এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।"–সূরা জিন ঃ ৮-৯

রেডিও, ওয়ারলেস ও রাডারে যেমন শত্রুপক্ষের খবরাখবর ও আক্রমণের সংবাদ ধরা পড়ে তেমনি আল্লাহর রাডারেও সকল চক্রান্তকারীর চক্রান্ত ধরা পড়ে। এ আয়াতই শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে যে সংবাদ বা শব্দ ইথারের মাধ্যমে তরঙ্গায়িত হয়ে ধরা পড়ে তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন থেকেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। বাতাসে ইথারের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ ভেসে বেড়ায়। মানুষ যে কথা বলে তাও তরঙ্গায়িত হয়ে ধরা দেয়। এক জায়গায় বজ্রপাত হলে তার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। বিদ্যুৎ প্রবাহের ঝলকানী মুহূর্তের মধ্যে শত সহস্র মাইল অতিক্রম করে। একটা কঠিন পদার্থে আঘাত করলে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং ইথার তরঙ্গায়িত হয়ে দূরে পৌছে যায়। এসবের ওপর নির্ভর করেই রেডিও, ওয়ারলেস, রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার যা কুরআনের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে যে আল্লাহর বাণী প্রকাশিত হয়েছে তা সে সময় মানুষ বা বিজ্ঞানীগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। আজ ১৪০০ বছর পর আবিষ্কারের ক্রমবিকাশের ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিজ্ঞানীদের সকল আবিষ্কারের তথ্য পবিত্র কুরআনেই লিপিবদ্ধ আছে। কুরআনে নেই

www.pathagar.com

এমন বিজ্ঞান নেই। কুরআনে নেই এমন কিছু মানুষের চিন্তায় নেই। তবে কুরআন হলো জ্ঞানীদের জন্য। সমুদ্র বক্ষ থেকে মণিমুক্তা হীরা-জহরত আহরণ করা যায়, আর কুরআন উপলব্ধি করতে পারলে আল্লাহর সকল মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠ কৌশল বা বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের ধারা বুঝা সক্ষম।

❑

www.pathagar.com

৬০. টেলিফোন ও টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স

বর্তমান বিশ্বে উন্নতির জন্য টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্সের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো এক প্রান্তে বসে সমগ্র বিশ্বের খবরাখবর রাখা হয় এবং রাখা যায়, এ সত্য কুরআন সমর্থিত। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ السجدة : ٥

"তিনি (আল্লাহ্) আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতপর একদিন সমস্ত কিছুই তার সমীপে সমুত্থিত হবে যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের সহস্র বছরের সমান।"

–সূরা আস সাজদা ঃ ৫

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ البقرة : ٢٥٥

"তাঁর (আল্লাহর) আসন আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত, এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

আল্লাহর আসন আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং তিনিই আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন। এ তথ্যের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীগণ তথা চিন্তাবিদগণ হয়তো এ মর্মে উপনীত হয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ এক এবং এককভাবে সমগ্র বিশ্বজগত, যদি একস্থান অর্থাৎ আরশ থেকে পরিচালনা করতে পারেন তবে মানুষের জন্য পৃথিবী শাসন করা কেনো সম্ভব হবে না। এ গবেষণার ওপর নির্ভর করে টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্ট ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ টেলিফোন দ্বারা বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে অন্য যে কোনো স্থানের খবর আদান প্রদান করা সম্ভব এবং উপগ্রহের মাধ্যমে সকল খবর অবগত হওয়া যায়। এজন্য কুরআনে বর্ণিত ধারণা বিজ্ঞানের সাথে সম্পূরক।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের কার্ডবিহীন সেলুলয়েড ফোন দ্বারা পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে একজন অন্যজনের সাথে কথা বলতে পারে। এ আবিষ্কার উপরোক্ত কুরআনের আয়াতের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। পবিত্র কুরআনের দিকনির্দর্শনই বিজ্ঞানীদের জন্য সকল আবিষ্কার সম্ভব করেছে।

www.pathagar.com

৬১. উত্তোলন যন্ত্র বা লিফট

মানুষ সৃষ্টির পর মানুষ জানতে ও বুঝতে শিখেছে কি করে গাছে উঠতে হয়, কি করে একটু ওপরে উঠতে পারে। এ কাজটা খুব একটা সহজও ছিলো না, আবার খুব কঠিনও ছিলো না। আমরা যদি আল্লাহর ঘর কা'বা তৈরির কথা ভেবে দেখি তাহলে ঐ কা'বাঘর তৈরির কথা বুঝতে পারি। কারণ কা'বাঘরটি হলো পৃথিবীতে প্রথম ঘর ও প্রথম ইবাদাতগাহ। তবে বিভিন্ন সময় কা'বাঘরের সংস্কার হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় যখন কা'বাঘর তৈরি হয় তখন সেখানে যে সকল দ্রব্যাদী বর্তমান ছিলো তা দিয়েই কা'বাঘর তৈরি করা হয়। কা'বাঘরটি বেশ উঁচু এবং এর উচ্চতা প্রায় ২০/২৫ ফুট হবে। প্রশ্ন হলো, তাহলে কি করে এতো উচ্চতায় পাথর বসানো হয়েছিলো ? ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়, কা'বাঘরের প্রাচীরে কাজ করার সময় যখন পাথর উর্ধে তোলা হতো সে সময় হযরত ইবরাহীম (আ) যে পাথরটির ওপর দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠানামা করতেন সেই পাথরটিই আল্লাহ তাআল্যার আদেশ ও নির্দেশেই ওপরে ওঠানামা করতো অর্থাৎ উত্তোলন যন্ত্রের কাজ করতো। যেমন তিনি উক্ত পাথরটির ওপর দাঁড়িয়ে অনেক উঁচুতে কাজ করতেন এবং তাতে করে পাথরও উত্তোলন করতেন। এতে দেখা যায় যে, এ পাথরটি কোনো বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছাড়াই উত্তোলন যন্ত্রের কাজ সমাধা করতো। বর্তমানে এ পবিত্র পাথরটিকে কা'বা শরীফের নিকটে কা'বা শরীফ ও জমজম কূপের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গ্লাস ঘেরা স্থানে নিরাপদভাবে রাখা হয়েছে যাকে মাকামে ইবরাহীম বলে। সম্ভবত বিজ্ঞানীরা বা চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান লাভ করে আজ পৃথিবীতে লিফট এবং এলিভেটর, এ্যাসকিলেটর ইত্যাদির সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। হয়তো বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মে'রাজ-এর দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছার ব্যাপারটিও কাজে লাগাতে পেরেছেন বলে ধারণা করা হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط- البقرة : ١٢٥

www.pathagar.com

"এবং সেই সময়কে স্মরণ করো যখন কা'বাঘরকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ

اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ - البقرة : ١٢٧

"স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলছিলো তখন তাঁরা বলেছিলো, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের এ কাজ গ্রহণ করো, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭

উক্ত আয়াতে কা'বাঘর নির্মাণ এবং কা'বাগৃহের প্রাচীর তৈরি করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কা'বাঘরের প্রাচীর ২০/২৫ ফুট উঁচু এবং এ প্রাচীর কোনো লোকের পক্ষে সিড়ি বা মই ছাড়া করা সম্ভব ছিলো না। তাই এখানে স্পষ্টত এবং দিব্য সত্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কা'বাগৃহ তৈরি করেছিলেন তা আল্লাহর ইচ্ছায় ওঠানামা করতো অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি লিফটের মতো কাজ করতো যার নিদর্শন এখন কা'বাগৃহের দরজার অনতি দূরে বিদ্যমান আছে।

❐

www.pathagar.com

৬২. ভিশন

আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে চোখে যা কিছু দেখি তা অন্তরদৃষ্টিতে ধরে রাখি। সেই ছোট বেলায় কখন কি করেছি, আজও চিন্তা করলে মানসপটে ভেসে ওঠে। এ প্রসংগে একটা কথা বলতে হয় যে, আখেরাতের দিন আল্লাহ সব মানুষের আমলনামা হাতে দিবেন সে সম্পর্কে অনেকের মতভেদ আছে যে কি করে এটা সম্ভব। হয়তো তা সম্ভব কারণ প্রতি মানুষের দুই কাঁধে দুজন ফেরেশতা, একজন মুনকীর আর একজন নাকীর অনবরত তার কর্মকাণ্ড লিখে যাচ্ছেন। এতো একদিক, অন্যদিক হলো যে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগত, প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে শোভামণ্ডিত করেছেন এবং যার হুকুমে এটা একদিন, এক নিমিষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তার পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তাই কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○ - السجدة : ٦

"তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"

–সূরা আস সাজদা ঃ ৬

এখন মানুষ যদি তার জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কখন কি করেছে তা যদি বলতে পারে এবং চোখের চিন্তার মাধ্যমে চোখের সামনে ভাসাতে পারে, মানুষ চোখে দেখতে পারে এবং করে থাকে তাহলে সেই পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষে তা সবই সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটারের মাধ্যমে মেমোরিতে অনেক কিছু ধরে রাখা যায় যদি তাই হয় তবে মানব মনের মেমোরি বর্তমান বিশ্বের কম্পিউটার টেলিভিশন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। মানুষের সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার সৃষ্টির ওপরে হতে পারে না এবং হয় না। আমরা আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তের হাসি কান্না যেমন মন মুকুরে দেখতে পাই তেমনি বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রবাহ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছ গ্লাসের ওপর দেখতে পাই যেনো দৃশ্যপটে আঁকা ছবির মতোন।

হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন মে'রাজের মাধ্যমে সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন তখন তিনি আল্লাহর সকল সৃষ্টি নিদর্শন দেখলেন এবং পরে আল্লাহর দিদার লাভ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবের সাথে একটা নূরের প্রাচীরের আড়াল

www.pathagar.com

থেকে কথা বললেন। এ প্রাচীরটা আর কিছুই নয় বরং নূরের পর্দা। বর্তমান বিশ্বে যেমন আমরা টেলিভিশনের পর্দায় উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের কার্যক্রম দেখতে পাই। যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে মানুষের মনের পর্দায় সবকিছু দেখাও সম্ভব। অপরদিকে সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি সমগ্র আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে সকল কিছু লাওহে মাহফুযে রাখা সম্ভব এবং শেষ বিচারের দিন সকলের কার্যক্রম সামনে হাজির করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বিজ্ঞানীদের কম্পিউটারে যখন কোটি কোটি সংবাদ সংগৃহীত করে রাখা যায় এবং প্রয়োজনে সুইচ টিপলেই দেখা যায় সেখানে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ যে তার প্রত্যেক বান্দার হাতে প্রত্যেকের গত কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশ দিবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

❑

www.pathagar.com

৬৩. কম্পিউটার বা মেমোরি (স্মৃতিশক্তি)

মানব নির্মিত কম্পিউটারে যা প্রোগ্রাম করে তা ডিসক্‌বদ্ধ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজনে তা আবার নির্দিষ্ট বুতাম টিপলেই পাওয়া যায়। এমনি মানুষের মন-মগজও একটা সচল ও পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার যাতে লিপিবদ্ধ থাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তের কর্মকাণ্ড। একটা মানুষ ছোটবেলা থেকে কি করেছে তা যদি জানতে চায় তবে সেই ছোটবেলার দিকে মন ফিরালেই চোখের সামনে পর্দায় ভেসে আসে জীবন ইতিহাস যেমন কম্পিউটারের নির্দিষ্ট বোতাম টিপলে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম। তবে মানুষের মন-মগজ হলো একটা জ্যান্ত কম্পিউটার। কারণ একজন কুরআনে হাফেয কিভাবে পবিত্র কুরআনের ত্রিশ পারার সমুদয় আয়াত মেমোরিতে ধারণ করে রাখে তা ভাবতেই বুঝা যায় যে, মানব মন ও মেমোরি কতো বড় শক্তিশালী কম্পিউটার। এখন যদি লাওহে মাহফুযের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, সেখানে আল্লাহ তাআলার আদেশ নির্দেশ ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যত লেখা আছে। এর একমাত্র নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যত। তাই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন কুল মাখলুকাতের সকল সৃষ্টিবস্তু, প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং যাঁর সৃষ্টিতে চুল পরিমাণ কোনো ক্রটি নেই এবং যিনি সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর নিয়মে তিনিই হলেন মহাবিশ্বের বিশ্বকম্পিউটার নিয়ন্তা ও সৃজনশীল সৃষ্টিকর্তা। মানুষের কম্পিউটারে ভুল হতে পারে, মানুষের কম্পিউটার বন্ধ হতে পারে, প্রোগ্রাম করা রেকর্ড (ডিসক্) ভাইরাসগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হতে পারে এবং হচ্ছে কিন্তু এর ছোয়া মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটারে কখনো লাগতে পারে না এবং সক্ষম নয়। কারণ আল্লাহই হলেন সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক, বিশ্বনিয়ন্তা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে—

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

www.pathagar.com

"আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্ব বিধাতা। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে সে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে ? তাদের সামনে ও পিছনে যাকিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি সেই আল্লাহ যিনি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা ও মহাবিশ্বের নিয়ন্তা, তাঁর অজ্ঞাত কিছু নেই। আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সমস্তই তাঁর। তাঁর সামনে ও পিছনে যাকিছু আছে তা তিনি অবগত অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তার অগচরে কিছুই নেই এবং কিছু থাকে না। এখানে আরো উল্লেখ আছে যে, তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি বিরাজিত। আর তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন তাতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিই সেই আল্লাহ তাআলা যিনি বিশ্বজগতকে এমনভাবে সৃষ্টি করে আরশে বসে নিয়ন্ত্রণ করেন যাতে কখনো কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। আল্লাহর সৃষ্টি ও অনুশাসন এমনভাবে চলে যা মানব ধারণকৃত কম্পিউটারে সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন কম্পিউটার চিরন্তনভাবে চলছে এবং রক্ষিত, যেখানে কোনো ত্রুটির ছোয়া লাগে না। আর এটা তিনি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যা কোনো মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ হলো বিশ্ব কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রক। আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো বিজ্ঞানও চলতে পারে না। কারণ আল্লাহর ওপর কারো কর্তৃত্ব চলে না। বর্তমান কম্পিউটারও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের একটা নব আবিষ্কার বটে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুযে যে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ কম্পিউটার সর্বকালের জন্য স্থাপন করেছেন এবং যাতে একটা ক্ষুদ্র অণু পর্যন্ত বাদ পড়ে না তার সাথে কি বস্তুজগতের কম্পিউটারের তুলনা হয় ? বর্তমান মানরীয় কম্পিউটার প্রযুক্তি বিশ্বস্রষ্টার নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটারের ওপর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার ফসল। কারণ বিজ্ঞানীদের সকল প্রযুক্তি কুরআনেরই সারবস্তু থেকে সংগৃহীত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ○ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ○ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ○

www.pathagar.com

"নিশ্চয় তিনি তাঁর প্রত্যায়নে ক্ষমতাবান। যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোনো সামর্থ থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়।"–সূরা আত তারিক ঃ ৮-১০

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শেষ বিচারের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিনই প্রত্যেক লোকের জানা অজানা কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত তাদের সামনে উদঘাটিত করা হবে এবং তা যাচাই-বাছাই পরীক্ষাও হবে। প্রত্যেকের আমলনামা প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে। আজ যেমন কোনো মানুষ নিভৃতে বসে তার অতীত জীবনের ভালোমন্দ কাজের কথা অস্বীকার করতে পারে না, সেদিন যখন প্রত্যেকের কর্মফল তার হাতে দেয়া হবে তখন সে তা কি করে অস্বীকার করবে ? পৃথিবীতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে যেমন করে সকল কিছু কমপিউটারের ডিস্কে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় সেদিন মহান স্রষ্টার নিয়ন্ত্রিত কমপিউটার থেকে প্রত্যেকের আমলনামা বের করে দেয়া হবে তাতে সন্দেহ কোথায় ? তাই আল্লাহ তাআলা বিশ্বকমপিউটারের নিয়ন্ত্রণকর্তা। বর্তমান প্রযুক্তি গবেষণারই ফসল। পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে ঃ

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ○ـ التكوير : ١٠

"যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে।"–সূরা আত তাকবীর ঃ ১০

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হলো, যাতে মানব জীবনের যাবতীয় কর্ম সংরক্ষিত হয় তাকেই আমলনামা বলে। আমলনামাই হলো কমপিউটারের ধারণকৃত কার্যফল।

উক্ত সূরার ১৪ আয়াতে আরো উল্লেখ আছে যে—

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ○ ـ التكوير : ١٤

"তখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে।"
–সূরা আত তাকবীর ঃ ১৪

অর্থাৎ 'আমলনামা'। সংরক্ষিত দৈনন্দিন মানব কর্মফলের খতিয়ান প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে। সুতরাং যে আল্লাহ মহাবিশ্ব, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদি সহ জৈব ও অজৈব পদার্থ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুল সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর একটি মাত্র "কুন" কথায় সকল কিছু সৃষ্টি বরং সবই সম্ভব যা মানবের চিন্তার অতীত।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. তাফহীমুল কুরআন-আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ফি যিলালীল কুরআন-সাইয়েদ কুতুব
৩. আল কুরআনুল কারীম-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪. সহীহ আল বুখারী-বাংলা অনুবাদ, মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৫. মুসলিম শরীফ-বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬. মেশকাত শরীফ-বাংলা অনুবাদ, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী।
৭. জামে আত তিরমিযী-বাংলা অনুবাদ, মুহাম্মাদ মূসা।
৮. কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ-ডাঃ মুহাম্মদ আলী আলবার, রূপান্তর-প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল হক এবং ডাঃ সারওয়াত জাবীন।
৯. কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য-মেজর মোঃ জাকারিয়া কামাল।
১০. মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য-মেজর মোঃ জাকারিয়া কামাল।
১১. আল কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১ এবং ২)-কাজী জাহান মিয়া।
১২. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান-ডঃ মরিস বুকাইলি, অনুবাদ ঃ আখতার উল আলম।
১৩. সৃষ্টির রহস্য-ইমাম গাজ্জালী (র)
১৪. বিজ্ঞান না কুরআন-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
১৫. বিজ্ঞানময় কুরআন-মোহাম্মদ আবু তালিব
১৬. বিজ্ঞানময় কুরআন, কুরআনই বিজ্ঞানের উৎস-খন্দকার আবুল খায়ের।
১৭. সৃষ্টির মৌলিকত্বে আল কুরআন-ডাঃ কাজী আবদুস সালাম
১৮. উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল পরিচয়-অরুন কুমার বন্দোপাধ্যায় ও অজিত কুমার শীল।

www.pathagar.com

ENGLISH

1. A Brief History of Time-Stephen W.. Hawking.
   (From the Big Bang to Black Holes)
2. planet Earth-peter Ownn.
3. Encyclopedia of Space Travel and Astronomy-John Man.
4. The Illustrated Encyclopedia of the Universe-Richard S. Lewis.
5. Human Development-Dr. Mohammad Ali Alber.
6. Human Embryology, English Edition.
7. Langman's Medical Embryology, Sixth Edition, T. W. Sadler P. Williams & P. Wilkins 1975, Baltamore, U.S.A.
8. The Developing Human, 3rd Edition, 1988, Moore Keith Sunde Company.
9. Scientific Iddication in the Holy Quran-by Borad of Researchers, Islamic Foundation, Bangladesh.
10. What is the origin of man-Dr. Maurce Bucaille.
11. Islamisation of Attitudes and practice in Science and Technolgy-Edited by M.A.K. Lidhi.

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-৯ খণ্ড)
  - মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- মহিলা ফিকহ (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
- ফিকহী বিশ্বকোষ (১-৮ খণ্ড)
  - ড: মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
- বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)
  - তালিবুল হাশেমী
- মহানবীর সীরাত কোষ
  - খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com